পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 353 Monday, 17 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৫৩ সংখ্যা ❋ ২৯ কার্তিক ১৪৩২, সোমবার, ১৭ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

রাজভবন থেকে অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগে তুঙ্গে বিতর্ক

সিংহদুয়ার খুলে দিয়ে পালটা চাল রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বরঃ রাজভবন থেকে নাকি বন্দুক-বোমা যায়! তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন বিস্ফোরক মন্তব্যের পরই প্রবল আলোচনার ঝড় রাজ্য রাজনীতিতে। অভিযোগের জবাবে নীরব না থেকে রবিবার সকালেই পালটা পদক্ষেপ করল রাজভবন। ভোরের আলো পড়তেই খুলে দেওয়া হল সিংহদুয়ার- সাংসদ থেকে সুশীল সমাজ ও সাংবাদিক, মিলিয়ে ১০০ জনের জন্য 'ওপেন ভিজিট'-এর ঘোষণা। বিহার ভোটের ফল প্রকাশের পরে এসআইআর প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও সময়োপযোগী বলে জানান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি দাবি করেন, বিহারের মতো বাংলাতেও এই নতুন পদ্ধতি ভোটদাতারা সাদরে গ্রহণ করবেন। আর সেখানেই আপত্তি তোলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ''রাজভবনে বিজেপির অপরাধীরা আশ্রয় পাচ্ছে। তাদের হাতে বন্দুক-বোমা তুলে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূলকর্মীদের আক্রমণের বার্তা দেওয়া হচ্ছে। আগে এগুলো বন্ধ করুন। তিনি অপদার্থ রাজ্যপাল, বিজেপির চাকরবাকর!'' এই মন্তব্যের পরই

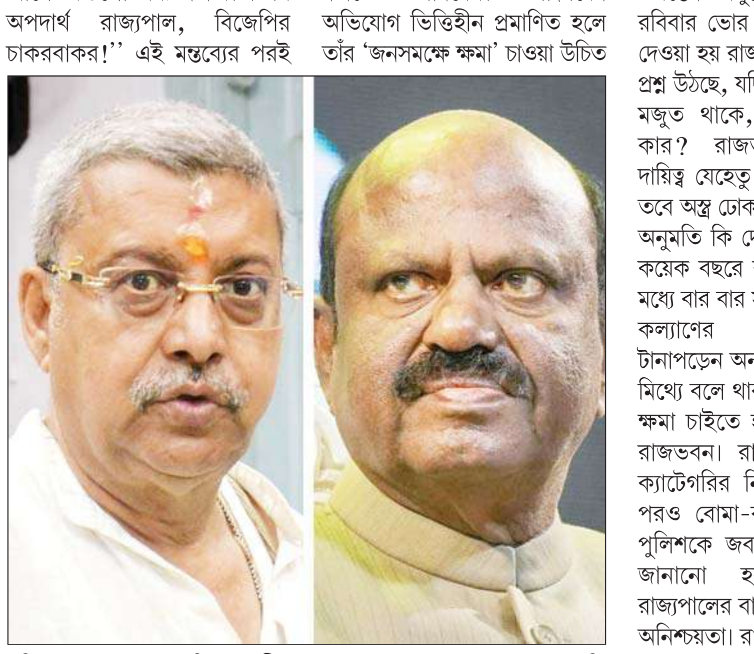

সক্রিয় হয় রাজভবন। শনিবার গভীর রাতে রাজভবন জারি করে কড়া বিবৃতি। বলা হয়, রাজভবনে অস্ত্র মজুত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য ১০০ জন প্রবেশ করতে পারবেন। সাংসদের অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলে তাঁর 'জনসমক্ষে ক্ষমা' চাওয়া উচিত বলে মত রাজভবনের। পাশাপাশি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বিবেচনা করছে তারা। এমনকি লোকসভার স্পিকারের কাছেও তদন্তের অনুরোধ পাঠানো হবে। রবিবার ভোর পাঁচটা থেকেই খুলে দেওয়া হয় রাজভবনের দরজা। তবে প্রশ্ন উঠছে, যদি সত্যিই গোলাবারুদ মজুত থাকে, তাহলে তার দায় কার? রাজভবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব যেহেতু কলকাতা পুলিশের, তবে অস্ত্র ঢোকা বা রাখা- কীভাবে? অনুমতি কি দেওয়া হয়েছিল? গত কয়েক বছরে রাজ্য ও রাজভবনের মধ্যে বার বার সংঘাত দেখা গিয়েছে। কল্যাণের আক্রমণে এবার টানাপড়েন অন্য মাত্রা পেল। কল্যাণ মিথ্যে বলে থাকলে, প্রকাশ্যে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে জানিয়েছে রাজভবন। রাজ্যপাল জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পান, তার পরও বোমা-বন্দুক ঢুকে থাকলে পুলিশকে জবাব দিতে হবে বলে জানানো হয়। একই সঙ্গে রাজ্যপালের বাসস্থান নিয়েও উঠেছে অনিশ্চয়তা। রাজভবন সূত্রের খবর, তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যপালকে নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদিও রাজ্যপাল সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি রাজভবন ছাড়ছেন না।

বিস্ফোরক দাবি 'জন সুরাজ'

সংবাদ সংস্থা, পাটনা, ১৬ নভেম্বরঃ বিহার ভোটে মহিলাদের ব্যাংক-হিসেবে সরাসরি নগদ পৌঁছে দিতে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রকল্প-নির্ধারিত বিপুল অর্থ ব্যবহার হয়েছে- এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলল প্রশান্ত কিশোরের দল 'জন সুরাজ'। দলের দাবি, ১৪ হাজার কোটি টাকার উন্নয়নমূলক ঋণ সরিয়ে ১.২৫ কোটি মহিলা ভোটারের অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে পাঠানো হয়েছে নির্বাচনের ঠিক আগেই। তাদের কথায়, এটি জনতার টাকা ভেবে-চিন্তে ভোট কেনার স্পষ্ট উদাহরণ। জন সুরাজের জাতীয় সভাপতি উদয় সিংয়ের অভিযোগ, এই ভোট পুরোপুরি কেনা হয়েছে। ২১ জুন থেকে ভোটের দিন পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে ম্যান্ডেট নিশ্চিত করতে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকাও সেই খাতে গেছে বলে তথ্য আমাদের কাছে আছে। দলের মুখপাত্র পবন বর্মার আরও দাবি, আচরণবিধি জারি হওয়ার ঠিক এক ঘণ্টা আগে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প-তহবিল থেকে ১৪ হাজার কোটি তুলে দেওয়া হয়। তাঁর প্রশ্ন, আইনগত ফাঁকফোকর থাকতে পারে, কিন্তু নৈতিকতার প্রশ্নটা কোথায়? আগামী দিনে বাংলায়, তামিলনাড়ুতে বা অন্য বিজেপি-শাসিত রাজ্যে কি একই নজির তৈরি হবে? জন

বিশ্ব ব্যাঙ্কের ১৪ হাজার কোটি 'ভোটে খরচ'

সুরাজের মতে, এই বিপুল ব্যয়ের পরে বিহারের ভাঁড়ার কার্যত শূন্য। বর্মার ভাষায়, রাজ্যের ঋণ এখন ৪.০৬ লক্ষ কোটি। দিনে ৬৩ কোটি শুধু সুদ যায়। খরচ করার মতো টাকা নেই বললেই চলে। প্রশান্ত কিশোরের দল এ বার প্রথম বিধানসভায় পা রেখেও একটিও আসন পায়নি। মোট ২৩৮টি আসনে লড়েও সম্পূর্ণ ভরাডুবি। অন্যদিকে, এনডিএ পেয়েছে ২০২টি আসন, যার মধ্যে বিজেপি ৮৯, জেডিইউ ৮৫। লোজপা (রামবিলাস)-সহ সঙ্গী দলগুলিও ভাল ফল করেছে। ফলে ফের একবার দৃঢ় হয়েছে নীতীশ কুমার-নরেন্দ্র মোদি জোটের দাপট। বিপরীতে, মহাগঠবন্ধন কার্যত বিপর্যস্ত- আরজেডি মাত্র ২৫ আসনে, কংগ্রেস পেয়েছে ৬টি। জন সুরাজ এই অর্থস্থানান্তর নিয়ে স্বাধীন তদন্ত দাবি করেছে। সরকারের তরফে অবশ্য এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া আসেনি। এনডিএ-র ঝড়ে রীতিমতো উড়ে গিয়েছে বিরোধীরা। বিজেপি এক লাফে ৭৪ থেকে ৮৯- অন্যদিকে নীতীশ কুমারের জেডিইউ ৪৩ থেকে সরাসরি ৮৫-এ। ২৪৩ সদস্যের বিধানসভায় দুই সঙ্গীর প্রায় ৮৫ শতাংশ স্ট্রাইক রেট এনডিএ-কে দিয়েছে স্বচ্ছ, শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বিরোধী শিবিরে একমাত্র স্বস্তির হাওয়া তেজস্বী যাদবের আসন রাঘোপুরে। মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী মুখ হিসেবে লড়াই করা তেজস্বী প্রায় ১৪ হাজার ৫৩২ ভোটে হারিয়েছেন বিজেপির সতীশ কুমারকে। ভোট শেয়ারে অবশ্য আরজেডি এগিয়ে। বিজেপি, জেডিইউ-র যেখানে ২০.৯০ এবং ১৮.৯২ শতাংশ। সেখানে আরজেডি-র ২২.৭৬ শতাংশ। ফলাফলকে 'অন্যায্য নির্বাচনের' প্রতিফলন বলে দাবি করেছেন তেজস্বীর সঙ্গী রাহুল গান্ধি। এক্স-এ তিনি লিখেছেন, 'বিহারের কোটি কোটি ভোটারকে ধন্যবাদ। এই ফল বিস্ময়কর। শুরু থেকেই নির্বাচন ছিল অন্যায্য।' এর পরদিনই দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, রাহুল, জয়রাম রমেশ, অজয় মাকেন-সহ শীর্ষ নেতৃত্ব বৈঠকে বসে কঠোর পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১০-এর পর এটিই বিহারে কংগ্রেসের দ্বিতীয় সবচেয়ে খারাপ ফল।

ফুল মার্কস পেয়েও নাম নেই ইন্টারভিউয়ে, অভিজ্ঞতার ১০ নম্বরেই বাজিমাত পুরনোদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বরঃ এগারো-বারোর শিক্ষক নিয়োগে ফের বিতর্ক, পূর্ণ নম্বর পেয়েও চাকরি নয় বহু প্রার্থীর। কাট অফের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়েছেন অসংখ্য ফ্রেশার। ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, প্রতিটি মূল বিষয়েই চিত্রটা করুণ। নতুনদের সবচেয়ে বড় ধাক্কা ইংরেজিতে। ইন-সার্ভিস শিক্ষকেরা অভিজ্ঞতার নম্বরের জোরে কম লিখেও বাজিমাত করেছেন, এমনটাই বলছে কমিশনের প্রাথমিক তথ্য। একই ছবি দেখা যাচ্ছে অঙ্ক ও ইতিহাসেও। পরিসংখ্যান আরও হতবাক করছে। ইংরেজিতে কাট অফ ৭৭, বাংলায় ৭৩, অঙ্কে ৭১ এবং ইতিহাসে ৭৫। অভিযোগ, এই উচ্চ কাট অফের জেরে একাধিক প্রার্থী ফুল মার্কস পেয়েও বাদ পড়েছেন। কমিশন সূত্রের দাবি, মোট ২০ হাজারের সামান্য বেশি প্রার্থীকে ডাকা হয়েছে, তার মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশই ফ্রেশার। তবে এও ঠিক, ইন-সার্ভিস শিক্ষকদের বড় একটা অংশ একাদশ-দ্বাদশের নথি যাচাই পর্যায়ে ডাক পাননি। কিন্তু আশার কথা, এই গোষ্ঠীর প্রায় ৯০ শতাংশই নবম-দশমের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ পেতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও নবম-দশমের নথি যাচাই এখনও শুরু হয়নি। এই মুহূর্তে একাদশ-দ্বাদশ এবং নবম-দশম মিলিয়ে মোট শূন্যপদ ৩৫,৭২৬। তার মধ্যে ১২,৫১৪টি শূন্যপদ শুধু একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য।

শনিবার সন্ধ্যে প্রকাশিত হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ স্তরের নতুন নিয়োগ প্যানেলের ইন্টারভিউ তালিকা। তারপরই এই বিষয়টি সামনে এসেছে। এনিয়ে বহু পরীক্ষার্থী রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন, অনেকেই এনিয়ে হতাশ! উল্লেখযোগ্য, ১৪ সেপ্টেম্বর হয়েছিল একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা। আবেদন করেছিলেন ২ লক্ষ ৪৬ হাজার প্রার্থী। তার এক সপ্তাহ আগে, ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল নবম-দশমের নিয়োগ পরীক্ষা, যেখানে আবেদনকারীদের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ১১৯। পূর্ণ নম্বর নিয়েও চাকরি নয়, এই তথ্য সামনে আসতেই ক্ষোভ বাড়ছে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে। নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে।

একের পর এক খুন! ছত্তীসগড়ে গুলির লড়াইয়ে খতম ৩ কুখ্যাত মাওবাদী, মাথার দাম ছিল ৫ লাখ

সংবাদ সংস্থা, ছত্তীসগড়, ১৬ নভেম্বরঃ ছত্তীসগড়ের সুকমা জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল তিন মাওবাদীর। প্রত্যেকের মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা করে, রবিবার জানালেন আধিকারিকরা। ঘটনাটি ঘটেছে তুমালপাড় গ্রামের কাছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আইজি বস্তার পি সুন্দররাজ। পরে সুকমা পুলিশ জানায়, মৃতদের মধ্যে রয়েছে মিলিশিয়া কমান্ডার ও স্নাইপার বিশেষজ্ঞ মাড়ভি দেবা। পাশাপাশি দুই মহিলা মাওবাদী, পোডিয়াম গঙ্গি ও সোড়ি গঙ্গিরও মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) উদ্ধার করেছে একটি ৩০৩ রাইফেল, বিসিজিএল লঞ্চার এবং একাধিক গুলি। এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে। আরও কেউ লুকিয়ে আছে কি না তা দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার মাত্র কয়েক দিন আগেই, ১১ নভেম্বর ছত্তীসগড়ের বিজাপুর জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছিল আরও ছ'জন কুখ্যাত মাওবাদী। তাদের মধ্যে ছিলেন উর্মিলা, সিনিয়র অপারেটিভ এবং বচন্না কুড়িয়াম। ছ'জনের মোট মাথার দাম ছিল ২৭ লক্ষ টাকা। বিজাপুরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ জিতেন্দ্র যাদব সাংবাদিক বৈঠকে জানান, ইন্দ্রাবতী ন্যাশনাল পার্ক এলাকার কন্দুলনর ও কাচলারাম গ্রামের জঙ্গলে মুখোমুখি হয় নিরাপত্তাবাহিনীর দল। বচন্না ওরফে কন্না (৩৫) গত এক দশকে একাধিক নকশাল হামলার মাস্টারমাইন্ড ছিল, পুলিশ, সাধারণ মানুষ, এমনকি উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকেও নিশানা করেছিল সে। অন্যদিকে, উর্মিলা ছিল পিএলজিএ (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-র ব্যাটালিয়নের লজিস্টিক সাপোর্টের মূল দায়িত্বে। ডিআরজি (বিজাপুর ও দান্তেওয়াড়া) এবং স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের যৌথভাবে ওই এলাকায় যান, গোপন সূত্রে খবর আসে সংশ্লিষ্ট মাওবাদী নেতাদের উপস্থিতির। বচন্না ২০০৮ সালের কংগুপল্লি পুলিশ পোস্ট হামলা এবং ২০১৬ সালের নুকনারপাল ক্যাম্প হামলারও অন্যতম পরিকল্পনাকারী ছিল। সময়মতো পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে ওই হামলাগুলি আরও বড় আকার নিতে পারত। এসপি যাদব বলেন, ''গ্রামবাসীদের পুলিশ-বহির্ভূত খবরদাতা বলে সন্দেহ করে ২০ জনেরও বেশি মানুষকে খুনের অভিযোগ রয়েছে বচন্নার বিরুদ্ধে। ছ'টি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সে, জ্বালিয়ে দিয়েছে গাড়ি ও মোবাইল টাওয়ার। ওর মৃত্যু মানে এই অঞ্চলে মাওবাদী সন্ত্রাসের এক দীর্ঘ এবং ভয়ঙ্কর অধ্যায়ের ইতি।'' ছত্তীসগড় নকশালপন্থীদের বিচরণক্ষেত্র। একাধিক বড় বড় অপারেশন তাঁরা এখান থেকেই চালিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নকশাল দমনের চেষ্টা করেও সেভাবে সফল হয়নি কোনও প্রশাসন। তবে, গেরুয়া শিবির ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এসব ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি মেনে চলছে, প্রতি মাসেই কম-বেশি নকশাল দমনের খবর আসছে। অনেকে এসব দেখে সমাজের মূল স্রোতে ফেরার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন কিন্তু তারপরও পুরোপুরি এদের বাগে আনা যায়নি। প্রতিদিনই মাওবাদী অধ্যুসিত এলাকাগুলিতে অভিযান চলছে।

সবচেয়ে বেশি দফতর এনডিএ-র ঝুলিতেই

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বরঃ বিহার নির্বাচনে এনডিএ-র জয়জয়কারের কয়েক দিন পরই ঠিক হয়ে গেল নতুন সরকার গঠনের ফর্মুলা। জোটের ভরাডুবি নয়, বরং ভরপুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগোতে চাইছে বিজেপি-জেডিইউ-সহ সব শরিক দল। সূত্রের খবর, নতুন মন্ত্রিসভায় প্রতি ছ'জন বিধায়কের জন্য একটি করে বিভাগ বরাদ্দ হবে। নীতীশ কুমার মন্ত্রিসভায় কোন দল কতটা ওজন পাবে, তার হিসেবও প্রায় পাকা। শনিবার সন্ধেয় দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন জেডিইউ-র ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় কুমার ঝা-সহ জোটের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই বৈঠকের পরই মন্ত্রিত্ব বণ্টনের এই সমীকরণ সামনে এসেছে। এই ফর্মুলা অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ভাগ যাবে বিজেপির ঝুলিতে। ১৫ বা ১৬টি মন্ত্রিত্ব পেতে পারে গেরুয়া শিবির। জেডিইউ-র প্রাপ্তি ১৪টি দফতর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-র ঝুলিতে যেতে ৩টি মন্ত্রকের দায়িত্ব। জীতেন রাম মাঞ্জির হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (সেকুলার) এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা, দু'পক্ষকেই একটি করে দফতর দেওয়া হতে পারে। এর আগে দুই দফায় হওয়া বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ ২৪৩টির মধ্যে ২০২টি আসন জিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। ৮৯টি আসন নিয়ে একক বৃহত্তম দল বিজেপি। দ্বিতীয় স্থানে জেডিইউ ৮৫টি আসন। এলজেপি (আরভি) পেয়েছে ১৯টি আসন। হাম (এস) এবং আরএলএম পেয়েছে যথাক্রমে ৫ এবং ৪টি আসন। এখনও সরকার গঠনের শপথগ্রহণের দিন চূড়ান্ত হয়নি। তবে সূত্রের দাবি, খুব শিগগিরই অনুষ্ঠান হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে কে বসবেন সেই নিয়েও জোট আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি। তা সত্ত্বেও চিরাগ পাসওয়ান, জীতেন রাম মাঞ্জির মতো শরিকরা আলাদা করে জানিয়ে দিয়েছেন, নীতীশ কুমারই থাকছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, নতুন সরকার গঠনের শপথগ্রহণে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা।

এসেই চলে গেল শীত?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বরঃ গরমে যেমন লাগাতার স্বাভাবিকের থেকে বেশি তাপমাত্রার ছবিটা দেখা গিয়েছিল। শীতে যেন ঠিক তার উল্টো। বিগত কয়েকদিন ধরেই স্বাভাবিকের থেকে নিচেই ঘোরাফেরা করেছে পারদ। এদিনও স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে তাপমাত্রা। অবাধে বইছে পশ্চিমী শীতল হাওয়া। আপাতত কোনও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার বাধাও নেই। বঙ্গোপসাগরে নেই কোনও সিস্টেম। ফলে বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাসও থাকছে না। ফলে শীতের পথে এতদিন কোনও কাঁটা ছিল না। কিন্তু এবার হাওয়া অফিস কিন্তু বেশ কিছু অন্য কথাও বলছে। আবহাওয়া দফতর বলছে এদিন বাতাসের গতি পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে তাপমাত্রার কিছুটা পরিবর্তন হবে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্পের মাত্রাও অনেকটা বাড়বে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে বলছে তার জেরেই ফের বাড়বে তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই রবিবার থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে। ধীরে ধীরে পশ্চিমী শুষ্ক ও শীতল হওয়ার প্রভাব কমবে। বঙ্গোপসাগর থেকে পূবালী বাতাস ঢুকবে জলীয় বাষ্প ও গরম হওয়া নিয়ে। এর প্রভাবে কোথাও কোথাও মেঘলা আকাশের দেখা যেতে পারে। বাড়বে তাপমাত্রা। কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে না। সামান্য বাড়লেও কলকাতার রাতের তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ঘোরাফেরা করল। যা স্বাভাবিকের প্রায় ২ ডিগ্রি নীচে। এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবারের মধ্যে কলকাতায় পারদ ১৯ থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকবে।

দিল্লির বিস্ফোরণে ট্রানজিট রুট বাংলা? মুর্শিদাবাদে 'বারুদের গন্ধ' পেলেন তদন্তকারীরা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বরঃ দিল্লির বিস্ফোরণে বাংলা হয়েছিল ট্রানজিট রুট? তদন্তকারীদের দেওয়া তথ্যে উঠে এল সেই প্রসঙ্গই। মুর্শিদাবাদ হয়েই ফরিদাবাদে পৌঁছেছিল বিপুল বিস্ফোরক। আর এই 'ডেলিভারির' কাজটা করেছিল ইখতিয়ার নামে এক দুষ্কৃতী। তাঁর নাম, পরিচয় পেলেও, সন্দেহভাজনের টিকি খুঁজে পাচ্ছেন না তদন্তকারীরা। দিল্লির বিস্ফোরণে-কাণ্ডে পাকিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদের যোগসাজোশ অনেকটাই স্পষ্ট। লখনউ থেকে ধৃত শাহিন হোক বা ফরিদাবাদ থেকে ধৃত মুজাম্মিল কিংবা শ্রীনগর থেকে ধৃত আদিল। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই জইশ-যোগ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। মিলেছে দেশের অন্দরে গড়ে ওঠা জইশ-নেটওয়ার্কের হদিশ। তবে এখনও ব্যাপারটা যে চূড়ান্ত, এমন নয়। একটু ভাসা-ভাসা। এবার সেই আবহেই দিল্লির নাশকতার ঘটনায় জুড়ে গেল বাংলাদেশ। তা হলে কি ভারতবিরোধিতায় এক জোট হয়েছে দুই দেশের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি? উত্তর এখনও অধরা। তবে একটা আভাস পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, দিল্লি-কাণ্ডে বাংলাদেশ থেকে মুর্শিদাবাদ সীমান্ত হয়ে ভারতে ঢোকানো হয় বিপুল বিস্ফোরক। মুর্শিদাবাদে ইখতিয়ার নামে এক পলাতক দুষ্কৃতীর মদতেই হয়েছে পাচার কাজ। ভারতে সেই বিস্ফোরক এনে নিজের 'সেফ হাউসেই' রেখেছিলেন ইখতিয়ার। তারপর তা তুলে দিয়েছিলেন উমর-মুজাম্মিলদের হাতে। বলে রাখা প্রয়োজন, এই ইখতিয়ার কোনও সাধারণ দুষ্কৃতী নন। নিজের দেশেও তাঁর কীর্তির অভাব নেই। বাংলাদেশের এক গোয়েন্দাকে খুন করেই বাংলার মুর্শিবাদেই নিজের 'সেফ হাউস' তৈরির অভিযোগ রয়েছে ইখতিয়ারের বিরুদ্ধে। দিল্লির বিস্ফোরণ-কাণ্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সামান্য যোগ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, বিস্ফোরণের আগে পাকিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার শীর্ষ কমান্ডর সইফুল্লা সইফের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ইউনূস প্রশাসনের বেশ কয়েকজন কর্তা। ভার্চুয়ালি জুড়ে যায় পাকিস্তান-বাংলাদেশ। অনুমান, সেখান থেকে তৈরি হয় দিল্লি নাশকতার ছক। তবে এই তথ্য যে একেবারে নিশ্চিত, এমনটাও জানাচ্ছেন না তদন্তকারীরা। এই পর্বে ঢাকার সঙ্গে পাকিস্তানের তৈরি হওয়া সমস্ত ইন্টারলিঙ্ক খতিয়ে দেখছে তাঁরা।

শহরের রাস্তায় চলবে পুরনো বাসও! 'রিটায়ারমেন্টে'র বয়সে বড় ছাড় হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বরঃ বাণিজ্যিক গাড়ির বয়সসীমা নিয়ে বড় স্বস্তি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এত দিন পর্যন্ত যে নির্দেশিকা ছিল, তাতে ১৫ বছরের বেশি বয়স হলেই রাস্তায় নামতে পারত না বাস বা অন্য কোনও বাণিজ্যিক যান। তবে নতুন নির্দেশে জানানো হয়েছে শুধুমাত্র বয়স দেখে নয়, গাড়ির সক্ষমতা ও দূষণের মাত্রা যাচাই করেই সিদ্ধান্ত হবে তার চলাচলের উপযোগিতা। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্ত মানলে বয়স্ক বাসের 'রিটায়ারমেন্টে'র প্রয়োজন পড়বে না। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও গাড়ি ১৫ বছর পার করলে বছরে দু'বার ফিটনেস পরীক্ষা দিতে হবে। তাতে পাশ করলে তবেই মিলবে রাস্তায় নামার অনুমতি। একইভাবে দূষণ পরীক্ষাও করাতে হবে বছরে দু'বার। পরিবহণ দফতরের কাছে বাস মালিকদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল - বয়স নয়, গাড়ির স্বাস্থ্য ও দূষণ মাত্রার ক্ষমতা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। সেই আবেদনেই সাড়া দিল হাইকোর্ট। বছর কয়েক আগে জাতীয় গ্রিন ট্রাইবুনাল দূষণ রোধে কিছু নির্দেশ জারি করে। তা মেনে ১৫ বছরের বেশি পুরনো বাসের ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে প্রচুর গা।ড়িকে রাতারাতি বসিয়ে দিতে হয় এবং শহরে বাসের সংখ্যা কমতে থাকে। যাত্রীদের অসুবিধা বেড়ে যাওয়ায় বাস মালিকরা আদালতে আবেদন করেন। রাজ্য সরকারও জানায়, কেবল বয়সের ভিত্তিতে গাড়ি বাতিল করা বাস্তবসম্মত নয়, কারণ সামগ্রিক 'স্বাস্থ্য'ই একটি যানবাহনের আয়ুর নির্ণায়ক হোক। পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, পুরনো বাস তোলার সিদ্ধান্ত এক ধাক্কায় নিলে শহরের গণপরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে। পরিবেশকেও মাথায় রেখে তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা-নির্ভর অনুমতির পরামর্শ দেওয়া হয়। আদালত সেই সুপারিশকেই গুরুত্ব দিয়ে বয়সসীমা শিথিলের নির্দেশ দেয়। সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিসেস-এর সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহার কথায়, ''বয়সের ফাঁসে যে বাস বসেছিল, সেগুলো ফের পথে ফিরবে। নিয়ম মেনেই চলবে যান।'' সারা বাংলা বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা চাইছিলাম বয়স নয়, ফিটনেসই হোক মূল মানদণ্ড। সেই দাবি মেনে নেওয়ায় ধন্যবাদ আদালতকে।''

মৃত্যুদণ্ড হতে পারে জেনেও লড়াইয়ে অবিচল হাসিনা, দলকে বললেন, ইউনুসের বিচার করবই ইনশাআল্লাহ

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বরঃ সরকার চেয়েছে সর্বোচ্চ সাজা অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। অন্যদিকে, হাসিনা এবং তাঁর দল আওয়ামী লিগের বক্তব্য, ইউনুস প্রশাসনের লিখে দেওয়া রায়ই পাঠ করবেন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি। তাতে সরকারের বাসনার অন্যথা হবে না, মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হবে নেত্রীকে ধরে নিয়েছে হাসিনার দল। সেইমতো রবিবারের পর সোমবারও বাংলাদেশে শাটডাউন পালনের ডাক দিয়েছে আওয়ামী লিগ। ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিরুদ্ধে চলমান মামলা নিয়ে শেখ হাসিনা এর আগে একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, ওই ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের বিচারের জন্য। এমন ট্রাইব্যুনালে তাঁর এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের বিচার হতে পারে না। হাসিনা সেই কারণেই সেনা সদস্যদের ট্রাইবুনালে বিচারের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন। হাসিনা তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতই রাজনৈতিক মামলায় একাধিক বার জেলে গিয়েছেন। তবে কোনও মামলায় তিনি দোষী সাব্যস্ত হননি। বিচারাধীন আসামি হিসেবে কারাগারে ছিলেন। আগামীকাল সোমবার প্রথম কোন মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজার মুখোমুখি হবেন তিনি। ট্রাইবুনাল সূত্রে জানানো হয়েছে, সোমবার সাজা ঘোষণার পর সরকারের তরফে ফের বিচারপতির কাছে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন জানানো হবে। গত বছর অক্টোবরে প্রথম গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পর বাংলাদেশ সরকার ভারতের কাছে সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে। একাধিক সূত্রের খবর, ভারত সরকার এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি। বাংলাদেশ সরকারের চিঠির জবাবও দেয়নি নয়াদিল্লি। ট্রাইবুনালে সরকার পক্ষ তাঁর মৃত্যুদণ্ড দাবি করার প্রসঙ্গে আওয়ামী লিগ নেত্রী কখনও প্রতিক্রিয়া দেননি। আগামীকাল সোমবার সাজা ঘোষণার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া দেওয়ার কথা। তবে সাজা ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেও তিনি আর পাঁচটা দিনের মতোই দলের কাজে ব্যস্ত আছেন। শনিবার রাতেও আওয়ামী লিগের ফেসবুক পেজের নিয়মিত অনুষ্ঠান 'দায়মুক্তি'-তে হাসিনা অংশ নিয়েছেন। সেখানে ইউনুস জামানায় নির্যাতিত আওয়ামী লিগের নেতা-কর্মীদের কথা শুনেছেন তিনি। তাঁদের অনেকেই হামলার শিকার হয়ে এখনও চিকিৎসাধীন। হাসিনা অনুষ্ঠানে কথা দেন তিনি প্রত্যেকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। অনুষ্ঠান চলাকালেই তিনি সঞ্চালক এম নজরুল ইসলামকে বলেন, অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র যেন আহতদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়।

সকলের কথা শোনার পর হাসিনা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। দলের নেতারা অবাক হয়েছেন, ভাষণে তিনি একবারের জন্যও সোমবার তাঁর বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। 'দায়মুক্তি' অনুষ্ঠানে তিনি জানিয়েছেন, ''যারা আজ বাংলাদেশে আওয়ামী লিগের নেতাকর্মী এবং সাধারণ মানুষের উপর নিপীড়ন, নির্যাতন চালাচ্ছে তাদের প্রত্যেকের বিচার করা হবে।'' তাঁর কথায়, ''সব হিসাব আমরা বুঝে নেব।'' দলের নেতাকর্মীদের ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়ে হাসিনা বলেন, ''আমাকে অনেকবার হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল। গ্রেনেড হামলার পর গত বছর জুলাই আগস্ট আন্দোলনের সময়ও একই চেষ্টা হয়।'' তিনি বলেন, ''প্রতিবারই আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। তিনি যখন বাঁচিয়ে রেখেছেন তখন নিশ্চয়ই কোন একটি ভাল কাজ আমাকে দিয়ে করাবেন।'' হাসিনা মনে করেন, সেই ভাল কাজটি হল মহম্মদ ইউনুস ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিচার। প্রধান উপদেষ্টা ইউনুসকে সুদখোর, জঙ্গি আখ্যা দিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''বেঁচে যখন আছি তখন এদের বিচার করব ইনশাআল্লাহ।'' জুলাই আগস্ট আন্দোলন নিয়ে হাসিনা বলেন, ''আমি তখন আন্দোলনকারীদের গায়ে একটা টোকা দিতে দিইনি কাউকে। কিন্তু যখন ওরা মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু, বিটিভি ভবনের ওপর হামলা চালালো তখন সরকারি সম্পত্তি রক্ষায় পুলিশ বাধা দিয়েছে।'' সাবেক প্রধানমন্ত্রী দলের আর একটি প্ল্যাটফর্মে, হাজার প্রসঙ্গ উহ্য রেখে বলেছেন, বিচারের নামে কেমন প্রহসন হয়েছে ট্রাইব্যুনালে। হাসিনা বলেন, ''আমি এই মামলা নিয়ে কোনও নোটিস পাইনি। আমার ঘর বাড়িও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মামলায় আমি আমাকে কোন আইনজীবী দিতে দেওয়া হয়নি। সরকারের তরফে যাঁকে আমার মামলা লড়তে দেওয়া হয়েছে তাঁর সঙ্গে বিচারপতির কথোপকথন থেকে বোঝা যায় তিনি কতটা সিরিয়াসলি মামলা লড়েছেন। তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছেন আমাকে তো বলতেই হবে যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নির্দোষ।'' হাসিনার বক্তব্য এইভাবে বিচারকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। সাজার প্রসঙ্গে মুখ না খুললেও হাসিনা বলেছেন, তার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে আদালতে। মানবতাবিরোধী কোন অপরাধে তিনি যুক্ত নন। পুলিশ, সেনাবাহিনীকে তিনি কখনই আন্দোলন দমনে মারণাস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দেননি। এই প্রসঙ্গে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বক্তব্য, পুলিশ কোন পরিস্থিতিতে গুলি চালাবে সে সিদ্ধান্ত তারা নিয়ে থাকে। ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী এই বিষয়ে পুলিশকে কোন নির্দেশ দেওয়ার অধিকার সরকারের নেই। সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য, বহু ক্ষেত্রেই পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছে। এছাড়া সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করতে গিয়েও পুলিশকে কঠোর হতে হয়।

আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে আগরতলায় যুব মোর্চার উদ্দীপনাময় যুব সম্মেলন

আগরতলা,১৬নভেম্বরঃআগরতলা রবিবার বিকেলে সাক্ষী থাকল এক প্রাণবন্ত ও অনুপ্রেরণাদায়ী অনুষ্ঠানের, যেখানে যুব সমাজের আত্মবিশ্বাস, স্বপ্ন এবং স্বনির্ভরতার প্রতিশ্রুতি মিলেমিশে গড়ে তুলল নতুন উদ্যমের পরিবেশ। ৮ টাউন বড়দোয়ালি যুব মোর্চার উদ্যোগে সুকান্ত অ্যাকাডেমী প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল আত্মনির্ভর ভারত সংকল্প অভিযানের অন্তর্গত এক বিশেষ যুব সম্মেলন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করাতে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারত আন্দোলনকে উৎসাহিত করতে এই আয়োজন ছিল মূলত যুবসমাজকে কেন্দ্র করে। সম্মেলনের শুরু থেকেই উঠে আসে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ উন্নয়নে যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন সদর শহর জেলা বিজেপির সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য, যুব মোর্চার প্রদেশ সহ-সভাপতি ভিকি প্রসাদ, মণ্ডল সভাপতি শ্যামল দে, যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি

পদ্মনাভ সাহা সহ একাধিক স্তরের সাংগঠনিক নেতা। বক্তারা প্রত্যেকে নিজেদের বক্তব্যে তুলে ধরেন কীভাবে যুবসমাজের শক্তি, দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং কর্মোদ্যমকে কাজে লাগিয়ে ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এক বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণ করা যেতে পারে।সম্মেলনে বক্তারা বিশেষ জোর দেন আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের মূলমন্ত্র-স্বাবলম্বী হওয়া, নিজের দক্ষতা বাড়ানো এবং স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক স্থিতি তৈরি করার ওপর। তাঁদের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারত সংকল্প শুধু দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার ডাক নয়, বরং যুবসমাজকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলার একটি বৃহৎ সামাজিক আন্দোলন। তার স্বপ্ন জুড়েছে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, যা ত্রিপুরাকে একটি শ্রেষ্ঠ ও আত্মনির্ভর রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।সম্মেলনের অন্যতম মুখ্য বক্তা পদ্মনাভ সাহা বলেন, যুবসমাজকে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিতে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারত সংকল্পকে বাস্তবায়িত করতে এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার উন্নয়নমুখী লক্ষ্যকে সফল করতে যুবসমাজকে আরও শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই সম্মেলনের মাধ্যমে সেই পথেই আমরা আরও একধাপ এগোলাম।এই সম্মেলনের অন্যতম দিক ছিল অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপক সাড়া। আয়োজকদের দাবি, সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বুথ থেকে যুব মোর্চার কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। ফলে প্রেক্ষাগৃহ ছিল উপচে পড়া জনসমাগমে ঠাসা। উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং নতুন স্বপ্নের শক্তিতে ভরপুর ছিল সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি।তরুণ সমাজকে উৎসাহিত করতে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করতে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তাঁদের মতে, এই সম্মেলনের মাধ্যমে শুধু আত্মনির্ভরতার মন্ত্রেই উদ্দীপ্ত করা হয়নি, বরং রাজ্যের উন্নয়ন ও জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে যুবকদের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে।ত্রিপুরার যুবদের জন্য এই সম্মেলন একদিকে যেমন উৎসাহব্যঞ্জক, অন্যদিকে তেমনই ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ও উন্নয়নমুখী পথচলার নতুন দিশা এনে দিল। এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং আত্মনির্ভর ভারত-এই দুই স্লোগান মিলেমিশে এদিন আগরতলার মঞ্চে যেন এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল।

দশম রাজ্যস্তরের ডাকটিকিট প্রদর্শনী-র উদ্বোধন সায়েন্স সিটিতে

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের ডাক বিভাগ আয়োজিত দশম রাজ্যস্তরের ডাকটিকিট প্রদর্শনী BONGOPEX-২০২৫-এর উদ্বোধন কলকাতার সায়েন্স সিটিতে গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ড. সি. ভি. আনন্দ বোস, মুখ্য পোস্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার (পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ), পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মমতা শংকর, নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর ডিরেক্টর ড. সুমন্ত্র বোস, ফিলাটেলিক কংগ্রেস অফ ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি জেনারেল রাজেশ বাগরি, পিসিআই-এর অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট মধুকর দেওগাঁওকর-সহ একাধিক বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, ছয় বছর পর রাজ্যস্তরের এই প্রদর্শনীর প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে BONGOPEX-২০২৫ ফিলাটেলিস্ট, সংগ্রাহক, ছাত্রছাত্রী ও উসাহীদের একত্রিত করছে, ডাকটিকিটের মাধ্যমে শিল্প, ইতিহাস ও ঐতিহ্য উদযাপন করতে।শুক্রবার

থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলা এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হচ্ছে বিরল সংগ্রহ, থিম্যাটিক ডিসপ্লে ও সূচিবদ্ধ প্রদর্শন, যেখানে বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক অবদানকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ড. বোস তাঁর মাতা-স্মৃতি থেকে ' অ্যাওয়ার্ড' ঘোষণা করেন, যা তাঁর গভর্নর'স অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সিলেন্স-এর অংশ। এই সম্মান তিন জন বিশিষ্ট ফিলাটেলিস্টকে প্রদান করা হবে, যার আওতায় শংসাপত্র, ট্রফি এবং যথাক্রমে ₹১,০০,০০০, ₹৫০,০০০ ও ₹২৫,০০০ টাকা। ড. বোস বলেন, ডাকটিকিট ছোট জিনিস, কিন্তু এগুলি গর্বের প্রতীক। প্রতিটি ডাকটিকিটকে সম্মান করা উচিত। কিছু ডাকটিকিট গান্ধীকে চেনায়, কিছু নেহরুকে, কিছু হিমালয়ের কথা বলে একটি ডাকটিকিট সকলের জন্যই মহান শিক্ষক।নিজের বক্তব্যে অশোক কুমার ফিলাটেলির গুরুত্ব এবং জননীতি, শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে তার গভীর সংযোগ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ফিলাটেলি বহু প্রজন্মের প্রিয় শখ, যা জননীতি, শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। BONGOPEX এই জগতকে জীবন্ত করে তোলে, জায়গা করে দেয় ফিলাটেলিস্টদের ভাব-বিনিময়ে এবং তরুণদের অনুসন্ধানের সুযোগ দেয়।অশোক কুমার আরও বলেন, ভারতীয় ডাক বিভাগ এখন ঐতিহ্যবাহী পরিষেবার বাইরে গিয়ে নাগরিক-কেন্দ্রিক ও সরকারি পরিষেবার এক অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, আজ পোস্ট অফিস এই সবকিছু সম্ভব করছে। এটি সরকারের বিভিন্ন পরিষেবার এক-স্টপ সলিউশন হিসেবে গড়ে উঠছে। ঐতিহ্যগত পরিষেবার পাশাপাশি আধার আপডেট করার সুবিধা দিচ্ছে। দেশের ১.৬৫ লক্ষেরও বেশি পোস্ট অফিসের সুবিশাল নেটওয়ার্ক ভারতীয় ডাক বিভাগকে এক শক্তিশালী চালিকাশক্তিতে পরিণত করেছে।উদ্বোধনী দিনে বাংলার ঐতিহ্য উদযাপনকে কেন্দ্র করে একাধিক স্মারক সামগ্রী প্রকাশ করা হয় - এর মধ্যে ছিল নেতাজির মাণ্ডালে জেলে দুর্গাপুজো (১৯২৫)-কে কেন্দ্র করে বিশেষ কভার, বাংলার কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক-দের উপর বিশেষ কভার, এবং সুকুমার রায়ের আবল তাবল-ভিত্তিক আটটি পিকচার পোস্টকার্ড। প্রদর্শনীতে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে আয়োজন করা হয় রচনা লেখা, আঁকা প্রতিযোগিতা এবং আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক ও সঙ্গীতানুষ্ঠান।

ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকে রবিবারও দমবদ্ধ রাজধানী, দূষণে হাঁসফাঁস দিল্লিবাসীর জীবনযাপন

নয়াদিল্লি,১৬নভেম্বরঃয়াদিল্লির আকাশে আবারও জমে উঠেছে ঘন ধোঁয়াশা। রবিবার ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই রাজধানীর বহু এলাকায় চোখে পড়েছে ধূসর মেঘলা পরিবেশ, যার মূল কারণ মারাত্মক মাত্রায় বেড়ে চলা বায়ুদূষণ। শীতের আগমনী হাওয়া, গাড়ির ধোঁয়া, নির্মাণকাজের ধূলিকণা এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে খড় পোড়ানোর প্রভাবে দিল্লির আবহাওয়া যেন প্রতিদিন আরও ভারী হয়ে উঠছে। নভেম্বরের এই সময়টিতে দূষণ একটি বার্ষিক দুঃস্বপ্নে পরিণত হলেও এবারের পরিস্থিতি যে আরও ভয়াবহ, তা স্পষ্ট রবিবার সকালেই।রবিবার সকাল আটটার দিকে দূষণের চিত্র পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল রাজধানীর সামগ্রিক বাতাসের গুণমান সূচক (AQI) দাঁড়িয়েছে ৩৮৫-এ, যা ' খারাপ' শ্রেণীতে পড়ে। তবে দিল্লির অনেক এলাকায় পরিস্থিতি এতটাই অনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠেছে যে সেগুলিকে ' দূষণ অঞ্চল হিসেবেই চিহ্নিত করতে বাধ্য হয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ত এলাকা আনন্দ বিহারে বক্স্ক রেকর্ড করা হয়েছে ৪১২, চাঁদনী চক এলাকায় তা পৌঁছেছে ৪১৮-এ, আইটিও-র মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অঞ্চলে দাঁড়িয়েছে ৪১৭-এ এবং বাওয়ানার মতো শিল্পনগরে তা একেবারে ৪৩৬-এ গিয়ে ঠেকেছে।এই তথ্যই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে রবিবার সকাল থেকে দিল্লির জনজীবন কোনওভাবেই স্বস্তির ছিল না। বহু মানুষ সকালবেলা হাঁটাচলা বা নিয়মিত ব্যায়াম করতে বেরোনোর পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। যারা কাজের প্রয়োজনে ঘরছাড়া হয়েছেন, তারা মাস্ক পরে বেরোতে বাধ্য হয়েছেন। রাস্তার গাড়িগুলোর হেডলাইট জ্বালিয়েও খুব দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না, আর এমন অবস্থায় যান চলাচলেও দেখা

দিয়েছে জট। বায়ুদূষণের ফলে অসহায়তায় ভুগছেন বয়স্ক মানুষ, শিশু এবং শ্বাসকষ্ট-হাঁপানির রোগীরা।আবহাওয়া দপ্তর এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলির পূর্বাভাস অনুযায়ী, দিল্লির বাতাসের মান আপাতত উন্নতির সম্ভাবনা নেই। রবিবারের মতোই সোমবার এবং মঙ্গলবারও দূষণের মাত্রা ' শ্রেণীতে থেকে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যার ফলে দিল্লির বাসিন্দাদের শ্বাস নেওয়ার প্রতিটি মুহূর্ত যেন একটি কঠিন যন্ত্রণা হয়ে উঠতে পারে। স্কুলকর্তৃপক্ষও পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে-অনেক স্কুল অনলাইন ক্লাস চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। কয়েকটি সরকারি দফতরেও কর্মচারীদের জন্য ওয়ার্ক ফ্রম হোমের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।ঙ্বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিস্থিতি কোনওদিনেই একদিনে তৈরি হয় না। বছরের পর বছর ধরে ধারাবাহিক উত্তাপ, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পাঞ্চলের দূষণ নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না নেওয়া এবং পরিবেশগত নিয়মের যথেষ্ট অনুসরণ না হওয়াই এই অবস্থার মূল কারণ। তার ওপর শীত পড়তেই দূষিত কণাগুলি বাতাসে স্থির হয়ে থাকে, ওপরে ওঠে না। ফলে দূষণের মাত্রা দ্রুত বেড়ে যায়। এ বছর এই দূষণে নিয়ন্ত্রণ আনতে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে- নির্মাণকাজে নিয়ন্ত্রণ, ডাস্ট কংট্রোল ব্যবস্থা, স্কুল বন্ধ রাখার পরামর্শ, ট্রাক প্রবেশে কড়াকড়ি, এমনকি জরুরি যান ছাড়া অনেকগুলিকেই রাজধানীতে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তবুও পরিস্থিতি যে স্বাভাবিক থেকে বহু দূরে, তা রবিবারের পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে দিচ্ছে।দল্লিবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ যে কতটা বেড়েছে, তা খুব সহজেই বোঝা যায়। সাধারণ মানুষ বলছেন, শীত এলেই ভয় লাগে। দম বন্ধ হয়ে আসে, হাঁফ ধরে যায়। সকালবেলা জানলা খুললেই ঘরের ভেতরে ধোঁয়ার গন্ধ এসে ভর করে। এই অবস্থায় কীভাবে বাঁচব? সমাজের সবচে ঝুঁকিপূর্ণ অংশ-শিশুরা-এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। চিকিসকদের মতে, দূষণের মাত্রা এতটাই বেশি যে শিশুদের ফুসফুসের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে।ঙ্বায়ুদূষণের মাত্রা নির্ণয়ে ব্যবহৃত AQI বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের স্কেল অনুযায়ী, ০ থেকে ৫০-এর মধ্যে মান থাকলে তাকে ধরা হয় ' ৫১ থেকে ১০০-কে বলা হয় ' ১০১-২০০ ' শ্রেণীতে, ২০১-৩০০ ' ৩০১-৪০০ ' খারাপ' এবং ৪০১-৫০০-কে ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সূচকের ভিত্তিতে বিচার করলে স্পষ্ট যে দিল্লি বর্তমানে সবচেয়ে বিপজ্জনক স্তরে দাঁড়িয়ে। যেখানে প্রতিদিন দূষিত বাতাসে শ্বাস নেওয়া মানে ধীরে ধীরে শরীরকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দেওয়া।ঙ্তবে সরকারের তরফে দূষণ রোধে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও বাস্তবে সেগুলির কার্যকারিতা কতটা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের দাবি, শুধুমাত্র অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা নয়, দীর্ঘমেয়াদি নীতিনির্ধারণ প্রয়োজন। মহানগরের অবিরাম যানবাহন, নির্মাণকাজ, শিল্পবর্জ্য এবং বর্জ্য পোড়ানো বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নিলে দিল্লির দূষণ সমস্যা কখনওই নিয়ন্ত্রণে আসবে না।এদিকে, কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকার নিজেদের মধ্যে দায় এ।।তে ব্যস্ত হলেও ভুগছে সাধারণ মানুষই। রবিবারের দূষণ যে আর পাঁচটা দিনের মতো নয়, তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন নাগরিকরা। আকাশ ঢেকে গেছে ধোঁয়াশায়, রাস্তায় মাস্ক পরা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, অসুস্থ মানুষের লাইন লম্বা হয়েছে হাসপাতালের বহির্বিভাগে।যদিও কিছুটা আশার কথা শুনিয়েছেন পরিবেশবিদরা। তাঁদের মতে, দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোরতা বাড়ালে এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে দেওয়াল পেরনো অসম্ভব নয়। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ-সরকার, নাগরিক এবং শিল্পমহলের। নয়তো আগামী দিনগুলোয় দিল্লির শীত আর শুধুই ঠান্ডার নয়, মৃত্যু-সম্ভাব্য বিষাক্ত বায়ুর সঙ্গী হয়ে যাবে।রবিবারের এই ছবিটিই যেন রাজধানীর ভবিষ্যতের এক সতর্কসংকেত। দূষণে ঢাকা দিল্লি আজ অস্থির আগামী দিনের সুস্থ বাতাস নিশ্চিত করতে হলে এখনই শুরু করতে হবে লড়াই, এখনই নিতে হবে কঠোর সিদ্ধান্ত। না হলে শ্বাস নেওয়া হবে আরও কঠিন, আরও বিপজ্জনক।

জাতীয় সংবাদমাধ্যম দিবসে সুকান্তর বার্তা

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ ন্যাশনাল প্রেস ডে-এর এই বিশেষ দিনে আমাদের গণমাধ্যম পরিবারকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও গভীর শ্রদ্ধা। রবিবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখেছেন সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল-উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।তিনি লিখেছেন, সত্যের সন্ধানে তাঁদের অবিচল নিষ্ঠা, জবাবদিহিতার প্রতি অটল অঙ্গীকার এবং সমাজকে সচেতন করার নিরলস প্রচেষ্টা আমাদের গণতন্ত্রকে প্রতিনিয়ত আরও শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও প্রগতিশীল করে তুলছে।দেশের প্রতিটি নাগরিককে ক্ষমতায়নের এই যাত্রাপথে তাঁদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনন্য ও অনুপ্রেরণাদায়ক।

পূর্বঘাট পর্বতমালা অঞ্চলে স্লেন্ডার গেকো-র একটি নতুন প্রজাতি আবিষ্কার জেডএসআই-এর বিজ্ঞানীদের

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ ভারতীয় প্রাণীবিজ্ঞান সর্বেক্ষণ বা জেডএসআই-এর বিজ্ঞানীরা ভারতের পূর্বঘাট পর্বতমালা অঞ্চলে একটি নতুন টিকটিকির প্রজাতি আবিষ্কার ও বর্ণনা করেছেন। এই আবিষ্কার অঞ্চলের পরিচিত জীববৈচিত্র্যের তালিকাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। শুক্রবার এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, নতুন আবিষ্কৃত এই প্রজাতিটি হেমিফিলোড্যাকটাইলাস বর্গভুক্ত। এটি অন্ধ্রপ্রদেশের শেশাচলম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের তিরুমালা পর্বতশ্রেণীতে পাওয়া গেছে। এই প্রজাতিটির বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হযেছে হেমিফিলোড্যাকটাইলাস ভেঙ্কটাদ্রি স্পি নোভা। নামটি এসেছে তিরুমালার পবিত্র ভেঙ্কটাদ্রি পাহাড় থেকে। ভেঙ্কটাদ্রি শব্দটি সংস্কৃত ভেঙ্কট (অর্থা পাপহর্তা) এবং অদ্রি (অর্থাৎ পর্বত) শব্দের সন্ধি।গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য-এই আবিষ্কারটি আন্তর্জাতিক প্রকাশনী হেরপেটোজোয়া ভলিউম ৩৮ ২০২৫ এ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণা দলে ছিলেন জেডএসআই-এর ফ্রেশওয়াটার বায়োলজি স্থানীয় কেন্দ্র হায়দরাবাদ, সরীসৃপ বিভাগ কলকাতা এবং ফকির মোহন বিশ্ববিদ্যালয় ওড়িশার গবেষকরা। আণবিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে নতুন প্রজাতিটির জিনগত গঠন ভারতের উপদ্বীপীয় অঞ্চলের নিকটাত্মীয় প্রজাতি এইচ জ্ঞান এইচ নীলগিরিয়েন্সিস এবং এইচ পেনিনসুলারিস থেকে ৯.৭ থেকে ১২.৯ শতাংশ ভিন্ন।ভেঙ্কটাদ্রি স্লেন্ডার গেকোর প্রধান বৈশিষ্ট্য-বারো থেকে ১৬-টি থুনির আঁশ ছয় থেকে আটটি প্রিক্লোয়াকাল পোর এবং পাঁচ থেকে সাতটি ফিমোরাল পোরদুই পায়ে ২ ২ ২ ২ লামেলার প্যাটার্ন৮৮১ মিটার উচ্চতায় চন্দন গাছের ছালের নীচে এদের পাওয়া গেছেঅপেক্ষাকৃত অপরীক্ষিত জীববৈচিত্র্য অঞ্চল এটি অন্ধ্রপ্রদেশে হেমিফিলোড্যাকটাইলাস বর্গের মাত্র দ্বিতীয় প্রজাতি। প্রথমটি এইচ আরাকুয়েন্সিস।জেডএসআই-এর পরিচালক ডঃ ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষক দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে ভেঙ্কটাদ্রি স্লেন্ডার গেকোর মতো নতুন আবিষ্কার ইস্টার্ন ঘাট অঞ্চলে ধারাবাহিক অনুসন্ধান এবং আণবিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব আবার তুলে ধরছে। ভারতের সবচেয়ে কম অনুসন্ধান হওয়া জীবভৌগোলিক অঞ্চলগুলির মধ্যে এটি অন্যতম, কিন্তু এখান থেকেই ক্রমাগত নতুন সরীসৃপ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশের জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত ৫

গোয়ালিয়র, ১৬ নভেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিযর-ঝাঁসি জাতীয় সড়কে রবিবার ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পাঁচ যুবকের। মালওয়া কলেজের সামনে বালিভর্তি ট্রাক্টর-ট্রলিকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা মারায় তাদের গাড়িটি ট্রলির নিচে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা পাঁচজনের।এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঝাঁসির দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি গাড়ি বাঁক নেওযার সময় নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং সামনের ট্রাক্টর-ট্রলির সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। তার জেরেই দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিহার ভোটের ফল প্রসঙ্গে বিজেপিকে হুঁশিয়ারির বার্তা স্পিকার বিমানের

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর, ঃবিহার বিধানসভার ভোটের ফলাফলে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বিরোধী জোট ' এক কথায় বলতে গেলে - জেডিইউ জোটের জয়জয়কার। এই ফলাফল নিয়ে শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন। কিন্তু তার পাশাপাশি বাংলা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি না করার বার্তাও দিয়েছেন।বিমানবাবুর কথায়, ''বিহারে বিপুল ভোট হয়েছে। এবার সবথেকে বেশি ভোট হয়েছে। আমি অভিনন্দন জানাই। কিন্তু যারা এখন উল্লোসিত হয়ে পড়ছেন, বিহার দেখে বাংলার দিকে হাত বাড়াচ্ছেন, সেটা বাড়াবাড়ি করছেন।''প্রসঙ্গত, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিহারে এনডিএ-র জয়ে বড় কারণের মধ্যে প্রথমত, ' ইঞ্জিন' সরকার যে পরিমাণ জনকল্যাণ প্রকল্প মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে, তা ভোটবাক্সে বড় প্রভাব ফেলেছে। দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তা ও শান্তির ' হিসেবে নীতীশ কুমারের গ্রহণযোগ্যতা এখনও অব্যাহত - এই ভাবমূর্তিই তাঁকে এনডিএ শিবিরে অন্যতম মুখ করে রেখেছে। তৃতীয়ত, মহিলা ভোটারদের একতরফাভাবে এবারও এনডিএ-র পক্ষেই গেছে।

২৮ নভেম্বর লখনউতে ব্রহ্মকুমারীদের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি

লখনউ, ১৬ নভেম্বর ঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২৮ নভেম্বর লখনউয়ের সুলতানপুর রোডে ব্রহ্মকুমারীদের রাজযোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাজ্যস্তরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।ব্রহ্মকুমারীদের লখনউয়ের সাব-জোন ইনচার্জ রাজযোগিনী রাধা দিদি এই তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি ছাড়াও, রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং ব্রহ্মকুমারীর যুগ্ম প্রধান প্রশাসক রাজযোগিনী সন্তোষ দিদি বিশ্ব ঐক্য ও আস্থার জন্য ধ্যান (যোগ) অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।রাজযোগিনী রাধা দিদি বলেন, আধ্যাত্মিকতা প্রতিটি শ্রেণী এবং বয়সের জন্য অপরিহার্য। কেবলমাত্র এর মাধ্যমেই মানুষের আত্মা রূপান্তরিত হতে পারে এবং বসুধৈব কুটুম্বকমের সংকল্প বাস্তবায়িত হতে পারে।

'২৬-এর নির্বাচন হবে নির্যাতিত মানুষের গর্জন, বার্তা সুকান্তর

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃআসন্ন ২০২৬ এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন কোনও সাধারণ নির্বাচন নয়, এটি হবে বাংলার শোষিত, নির্যাতিত মানুষের গর্জন! এ কথা লিখেছেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল-উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।শনিবার বেশি রাতে এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, একদিকে ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সম্মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদিজি অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন দেশের আদিবাসী সম্প্রদায়কে উন্নত করতে, যাতে তাঁরা যোগ্য সম্মান, মর্যাদা ও প্রাপ্য সুযোগ পান। তিনি তাঁদের জাতীয় মূলধারার উন্নয়নে যুক্ত করছেন কথায় নয়, কাজে। স্পষ্ট সংকল্প এবং দৃঢ় পদক্ষেপে।অন্যদিকে রয়েছে ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস, যারা কখনোই সুযোগ হাতছাড়া করে না আদিবাসী সম্প্রদায়গুলিকে হেয় করার! বারবার তারা অবমাননাকর বিভিন্ন মন্তব্য ও অসম্মান করে চলে, এমনকি দেশের সম্মাননীয়া রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু মহাশয়াকে নিয়েও কদর্য এবং অশালীন কটাক্ষ করতে পিছপা হয় না!আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি তৃণমূলের এই বিদ্বেষী মনোভাব শুধু চূড়ান্ত অবমাননাকরই নয়, বরং তা জনসমক্ষে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত এবং অসহনীয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গ বহুদিন ধরে এই ঔদ্ধত্য সহ্য করেছে। বাংলার মানুষ এসব দেখেছে, সহ্য করেছে কিন্তু এখন ধৈর্যের সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেছে।এই নির্বাচন হবে অত্যাচারী তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের এক দৃঢ়, অমোঘ বার্তা। আর তৃণমূল কংগ্রেস তা শুনতে বাধ্য হবেই! পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখন প্রস্তুত, তৃণমূলের জঙ্গলরাজকে উপড়ে ফেলে দিতে। এই বার্তা সুকান্তবাবু যুক্ত করেছেন রাজ্য বিজেপি-র এক্সবার্তার সঙ্গেও।

পুলিশের অনুমতি বাতিল, আগরতলায় বিক্ষোভ ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির

আগরতলা, ১৬ নভেম্বরঃ কর্মী স্বল্পতার কারণ দেখিয়ে বামপন্থী কর্মচারী সংগঠনের তিন ঘণ্টার গণ অবস্থান কর্মসূচির অনুমতি শেষ মুহূর্তে বাতিল করল পুলিশ প্রশাসন। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে রবিবার রাজধানীর প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচবি রোড)।অল ইন্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশন এবং ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে শিক্ষক-সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন জরুরি দাবিতে রবিবার সকাল ১১টা থেকে তিন ঘণ্টার গণঅবস্থানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এ জন্য ১ নভেম্বর পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়। সংগঠনের দাবি, শুরুতে অনুমতি সত্ত্বেও শনিবার রাতে পুলিশ গণঅবস্থান বাতিলের সিদ্ধান্ত জানায।এদিন সকালে আগরতলার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হয়ে অনুমতি বাতিলের খবর জানতে পারেন সংগঠনের সমর্থকেরা। এরপর তাঁদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, এর আগেও গত ৮ জুলাই সংগঠনের মিছিলের অনুমতিও পুলিশ দেয়নি বলে অভিযোগ।সংগঠনের এক নারী নেত্রী জানান, সর্বভারতীয় ১১ দফা এবং রাজ্যের ১৪ দফা দাবির ভিত্তিতে এই গণঅবস্থানের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু কর্মী স্বল্পতার অজুহাতে পুলিশ অনুমতি বাতিল করায় তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।গণঅবস্থান ব্যাহত হওয়ার পর কমিটির সমর্থকেরা রাজধানীর প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভ থেকে নেতৃবৃন্দ জানান, যত বাধা-বিপত্তিই আসুক, তাঁদের আন্দোলন চলবে। প্রয়োজনে রাজ্যজুড়ে আরও বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং সেগুলি সম্পন্ন করার পরেই বিশ্রাম নেবেন। আপনার নতুন সম্পত্তি কেনার ইচ্ছা পূরণ হবে, তবে পুরনো কাজগুলির কারণে আপনার কোনও নতুন আইনি বিষয় অবহেলা করা উচিত নয়।

বৃষঃ কিছু সৃজনশীল কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখুন। আপনার অলসভাবে বসে থাকার অভ্যাস মানসিক শান্তির জন্য মারাত্মক প্রমাণিত হতে পারে।

মিথুনঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ত্বরান্বিত হবে এবং কিছু নতুন ধারণা আপনার মনে আসবে। আপনাকে অবিলম্বে সেগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সেগুলি বাস্তবায়ন করলেই আপনি লাভবান হতে পারবেন।।

কর্কট রাশি ঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। এই রাশিচক্রের বিবাহিত স্থানীয়রা আজ তাদের শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাবে বলে মনে হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সামাজিক জমায়েত প্রত্যেককে এক ভালো মেজাজে রাখবে।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্বে মানুষ মুগ্ধ হবে, যা সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে।

কন্যা ঃ আপনার প্রেমিকার সাথে প্রতিশোধপরায়ণ হওয়ায় কোন ফল পাবেন না- পরিবর্তে আপনার উচিত মাথা ঠান্ডা রাখা এবং আপনার প্রেমিকার কাছে আপনার সত্য অনুভূতিগুলি ব্যাখ্যা করা।

তুলাঃঅন্যদের প্রতি আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং সংবেদনশীলতা আপনাকে তাদের বুঝতে সাহায্য করবে এবং এই ভাবে খোলামেলা কথোপকথনের পথ প্রশস্ত করবে।

বৃশ্চিকঃ জীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। শুভদিন।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মাঝারি ফলপ্রসূ দিন হবে। আপনাকে ব্যবসায়িক ভ্রমণে যেতে হতে পারে, তবে সাবধানতার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। শুভদিন।

মকরঃ বিশ্রাম নিন এবং কাজের ফাঁকে যতটা সম্ভব ততটা আরাম করার চেষ্টা করুন। কাজের যোগ।

কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের দিন। আপনার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, অন্যথায় কেউ আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

মীনঃ আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দুঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যা আজই সমাধান হতে পারে এবং আপনি আর্থিক সুবিধা

আবহাওয়া

কনকনে শীতের আমেজ এখনও উধাও দক্ষিণবঙ্গে, তবুও ঠান্ডা আমেজে ফুরফুরে বঙ্গবাসী। খুব ভোরে ও রাতের শীত বেশ ভালোই মালুম হচ্ছে। সকালের দিকে বিভিন্ন জেলা ঢেকে যাচ্ছে কুয়াশার আস্তরণে, শিশির জমছে ঘাসে। শনিবারও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচেই রয়েছে, এদিন কল্লোলিনী কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.২ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হবে না। স্বাভাবিকের তুলনায় দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে থাকবে তাপমাত্রা। পশ্চিমী শীতল হাওয়ায় শীতের আমেজ বজায় থাকবে। রাতে শিশির এবং খুব সকালে দু-এক জায়গায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, রবিবার থেকে বাতাসের গতিপথ পরিবর্তন হতে পারে। সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা। মঙ্গলবারের মধ্যে দুই থেকে তিনটি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। স্বাভাবিকের নিচে যে তাপমাত্রা রয়েছে তা স্বাভাবিকের কাছাকাছি আসতে পারে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে পূবালী বাতাস ঢুকবে জলীয়বাষ্প ও গরম হওয়া নিয়ে। এর সংমিশ্রণে কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ এবং তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। কুয়াশার সম্ভাবনাও বাড়বে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। স্বাভাবিকের তুলনায় তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে থাকবে। আগামী ৬-৭ দিন শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন হবে না।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ১১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

বাইচ প্রতিযোগিতায় ৭৫ ফুট নৌকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় স্টিমারঘাট যুব সংঘের ৭৫ ফুট নৌকা অংশগ্রহণ। গবারচর চর সারাগর মৎস্যজীবী বিংদুর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় এ বছর প্রথমবার অংশগ্রহণ করল স্টিমারঘাট যুব সংঘ। ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতায় হাজির করা হয়েছে বিশাল ৭৫ ফুট লম্বা একটি নৌকা, যা দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন দর্শনার্থীরা। এলাকার কাউন্সিলর বিন্দাবন প্রামাণিক জানান, তএই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আমাদের ক্লাবের ছেলেরা ভীষণ উৎসাহিত। এতে এলাকার নাম যেমন উজ্জ্বল হবে, তেমনই আগামী বছরগুলিতে আরও বড় প্রস্তুতি নেওয়ার আগ্রহ বাড়বে। এ বছর আমাদের প্রথম অংশগ্রহণ, তাই আগ্রহ ও আনন্দ দুটোই অনেক বেশি।দএদিকে পুরো প্রতিযোগিতাকে ঘিরে ভাগীরথী নদীর ধারে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে পুলিশ প্রশাসন। নৌকো চলাচল, দর্শকদের ভিড় ও প্রতিযোগিতার গতিবিধি নজরে রাখতে মোতায়েন রয়েছেন বহু পুলিশ কর্মী। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, যাতে কোনও ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে।

বালুরঘাটে বিজেপির এস.আই.আর. ক্যাম্পে সুকান্ত

দুরন্তবার্তা, বিশ্বদীপ নন্দী, বালুরঘাটঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের মাস্টারপাড়া এলাকায় রবিবার ২২ ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির এস.আই.আর. সাহায্য শিবির পরিদর্শন করলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। স্থানীয় সাংসদকে কাছে পেয়ে ভিড় জমায় সাধারণ মানুষ। ক্যাম্পে এসে তিনি শুধু কথা বলেনই না, স্বয়ং বেশ কয়েকটি ফর্মও পূরণ করে দেন এলাকার বাসিন্দাদের। এস.আই.আর. ফরম নিয়ে বহু মানুষের মনে যে সংশয় তৈরি হয়েছিল, ক্যাম্পে এসে সেই সংশয় দূর করতে উদ্যোগী হন সাংসদ। পরে নিজের ওয়ার্ড, অর্থাৎ বালুরঘাটের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন সুকান্তবাবু। এস.আই.আর. সংক্রান্ত যাবতীয় আতঙ্ক, প্রচার এবং বিভ্রান্তি কাটাতে তিনি মানুষের প্রশ্নের একে একে উত্তর দেন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার অভিযোগ করেন, রাজ্যজুড়ে এস.আই.আর. চালু হয়েছে। কিছু রাজনৈতিক দল ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের মনে ভয় ঢোকানোর চেষ্টা করছে। বিজেপি কর্মীরা ক্যাম্পের মাধ্যমে সেই ভয় কাটিয়ে মানুষকে সাহায্য করছেন। এটা গণতন্ত্রের উৎসব; দলমত নির্বিশেষে সকলেই এতে অংশ নেবেন। সাংসদকে প্রশ্ন করা হলে মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে লোকপালের নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'লোকপাল নির্দেশ দিয়েছেন। সিবিআই চার্জশিটবাইট সুকান্ত মজুমদার দেবে। তদন্ত চলবে। প্রয়োজনে শাস্তি পাবেন, জেলেও যেতে হবে।'

শিশু দিবসে শিশুদের মহা মিছিল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ 'হাওড়া চাইল্ড রিলিফ ফাউন্ডেশনে'র উদ্যোগে রবিবার, ১৬ই নভেম্বর সকালে শিশুদের অধিকার রক্ষায় শিশুদের নিয়ে এক মহা মিছিলের আয়োজন করা হয়। মধ্য হাওড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় স্কুলের বিপরীতে হাওড়ার বিজয়ানন্দ পার্ক থেকে এদিন মিছিল শুরু হয়। বর্ণাঢ্য ওই মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষ হয় দালালপুকুরের বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গণে। প্রসঙ্গতঃ শিশু দিবস উপলক্ষে হাওড়া চাইল্ড রিলিফ ফাউন্ডেশন এর এই অনুষ্ঠানের এবার ১৭তম বর্ষ। কন্যা ভ্রূণ হত্যা, শিশু নির্যাতন, শিশু শ্রম বন্ধ করার বার্তা নিয়ে এবারের এই মহা মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। প্রয়াত প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট হাওড়ার ভূ মিপুত্র শিশু সাহিত্যিক নারায়ণ দেবনাথের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে এদিন ট্যাবলো রাখা হয়। এদিন প্রায় এক হাজারেরও বেশি শিশু এবং তাদের অভিভাবকরা মহা মিছিলে অংশ নেন। মিছিল মধ্য হাওড়ার বিজয়ানন্দ পার্ক থেকে শুরু হয়ে নরসিংহ দত্ত রোড, খুরুট মোড়, হালদারপাড়া, পার্বতী সিনেমা, ঘোষপাড়া হয়ে দালালপুকুরে এসে শেষ হয়। শিশু নির্যাতন, শিশু শ্রম থেকে শুরু করে বিভিন্ন সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয় মহা মিছিলের মাধ্যমে। এদিন ডা সুজয় চক্রবর্তী বলেন, বাচ্চাদের স্কুলব্যাগের ওজন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এখন মোবাইলে আসক্ত হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য, বাচ্চাদের মোবাইল থেকে সরিয়ে মাঠে আনা। পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করুন। আমরা যে শিক্ষায় বড় হয়েছি সেই মেসেজই দিতে চাইছি। এখন দেখা যাচ্ছে স্কুল থেকে খেলা প্রায় উঠেই গেছে। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। এর পাশাপাশি মাঠের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা সকলকে মিলেই দেখতে হবে। সুজয় বাবু আরও বলেন, শিশুদের নিয়ে এই মিছিল আমরা প্রতি বছরই করে থাকি। এটা একটা সচেতনতা ক্যাম্পেন। চাইল্ড অ্যাবিউস, চাইল্ড লেবার, কন্যা ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতি বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা হয়েছে এর মাধ্যমে।

রামমোহনকে 'ব্রিটিশের দালাল' বলেই তাণ্ডব; বাংলার মনীষীকে অপমানে উত্তাল রাজনীতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ইন্দর সিং পারমারের মন্তব্য ঘিরে ফের তীব্র বিতর্কে উত্তপ্ত দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথপ্রদর্শক, সমাজ সংস্কারের মশালবাহক রাজা রামমোহন রায়কে 'ব্রিটিশ এজেন্ট', 'ভুয়ো সমাজ সংস্কারক' আখ্যা দিয়ে পারমার যে কটাক্ষ করেছেন, তাতে তোলপাড় শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গসহ জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে। বাংলার মনীষীদের অপমান বলে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। শাসকদলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর তীব্র প্রতিবাদে রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিরসা মুন্ডা জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে পারমার দাবি করেন, ব্রিটিশ শাসনকালে এক বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 'ভুয়ো সমাজ সংস্কারক' তৈরি করা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, ত্রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ব্রিঋ টিশদের এজেন্ট। তিনি দেশের ভেতরে ইংরেজদের দালাল হিসেবে কাজ করতেন। ধর্মান্তরণের জন্য দেশে নতুন চক্র শুরু করেছিলেন তিনি।দ তাঁর আরও দাবি, সেই সময় ব্রিটিশ আমলে মিশনারি স্কুলগুলি ছিল একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আর এই প্রতিষ্ঠানগুলিই ধর্মান্তরণকে উৎসাহিত করত। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বিরসা মুন্ডা তাঁর সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে মিশনারি শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন। সাহস করে এই অপপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তিনিই।' মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীর এই মন্তব্য সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ। বাংলার মনীষীর প্রতি এমন ভাষায় আক্রমণ বরদাস্ত করেনি রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী প্রথমেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি লেখেন, 'আমার রাম রামমোহন, আমার ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, আমার ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। তুই আমাদের দেবতাদের অসম্মান করিস, তুই বিজেপি।' তাঁর এই পোস্ট মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়। পরে সংবাদমাধ্যমের সামনে অরূপ আরও কড়া ভাষায় বলেন, 'যারা ব্রিটিশের দালাল, তারাই আজ রাজা রামমোহন রায়কে এজেন্ট বলছে! বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারককে অপমান করছে। এটাই বিজেপির চরিত্র। এরা বাংলার মাটি বোঝে না, বাংলার আত্মাকে বোঝে না। তাই ওদের আমরা বহিরাগত জমিদার বলি। বাংলা যাদের বারবার মনে করিয়ে দেবে; তুমিই ব্রিঋ টিশের কাছে মুচলেকা দেওয়া দল।' পারমারের মন্তব্যে যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে, তা কার্যত মানতে বাধ্য হয়েছে মধ্যপ্রদেশ বিজেপি-ও। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দলের মুখপাত্র শিবম শুক্লা স্পষ্ট করে জানান, 'এটা সম্পূর্ণভাবে মন্ত্রীর ব্যক্তিগত মন্তব্য। বিজেপি দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা প্রতিটি মনীষীকে শ্রদ্ধা করে।' তাঁর এই বক্তব্য কার্যত পারমারকে দূরে সরিয়ে রাখারই ইঙ্গিত দেয়। ডঙ্খ

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম স্থপতি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সতীদাহ প্রথা বিলোপে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা, শিক্ষার প্রসার, নারী অধিকারের জন্য সংগ্রাম; সব মিলিয়ে তিনি ভারতীয় সমাজকে আধুনিকতার নতুন পথে এনেছিলেন। তাঁর চিন্তা, দর্শন ও আন্দোলন আজও ভারতের জনজীবনে প্রাসঙ্গিক। এমন এক মনীষী সম্পর্কে অপমানসূচক মন্তব্যের প্রতিবাদে বাংলার জনমানসে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, নির্বাচনের আগে বাংলার পরিচয়, সংস্কৃতি, আত্মসম্মানের প্রশ্নে এই ঘটনা আরও বড় বিতর্কের জন্ম দেবে। বাংলার মনীষীদের প্রতি অসম্মান দেখানোকে তৃণমূল সরাসরি 'বাংলা-বিরোধী' মানসিকতা বলে তুলে ধরছে। অন্যদিকে বিজেপির অস্বস্তি স্পষ্ট, কারণ রাজা রামমোহন রায় শুধু বাংলারই নয়, সমগ্র দেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। ফলে পারমারের মন্তব্য ঘিরে বিজেপির ভিতরেও অস্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। একদিকে বাংলায় মনীষী-অপমান নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছে, অন্যদিকে এর রাজনৈতিক প্রতিফলনও এখন সময়ের অপেক্ষা। বলা যায়, রাজা রামমোহন রায়কে 'ব্রিটিশের দালাল' বলার এই মন্তব্য শুধু এক মন্ত্রীর বক্তব্য নয়; এটি কেন্দ্র-রাজ্যের রাজনৈতিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক চেতনা এবং বাংলার গর্বের প্রশ্নে নতুন করে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

আর জি কর মামলায় ঘনাল মেঘ; প্রেসিডেন্সি জেলেই সন্দীপ ঘোষের বয়ান রেকর্ডে নামল ইডি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আরও বিপাকে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। দীর্ঘদিন ধরে একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত এই প্রাক্তন প্রশাসনিক আধিকারিকের বয়ান রেকর্ড করতে এবার উদ্যোগী হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বর্তমানে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বন্দি সন্দীপ ঘোষের জেলেই গিয়ে তাঁর বয়ান রেকর্ডের প্রস্তুতি শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই উদ্দেশ্যে ইডি বিশেষ আদালতে অনুমতি চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল এবং আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২-এর ৫০ নম্বর ধারায় বয়ান রেকর্ডের অনুমতি দেওয়ার পর এখন তদন্ত আরও গতি পেল বলেই মনে করা হচ্ছে। আদালত জানিয়েছে, আগামী ১৪ ডিসেম্বর সন্দীপ ঘোষের বয়ান রেকর্ড সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য আদালতে পেশ করতে হবে। ফলে ইডির তদন্তের নতুন অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে। আর জি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে চাপা থাকলেও গত বছরের এক মর্মান্তিক ঘটনার পর তা ফের সামনে আসে। ২০২৩ সালের ৯ আগস্ট হাসপাতালের হোস্টেল থেকে উদ্ধার হয় এক তরুণী চিকিৎসকের মৃতদেহ। প্রথমে আত্মহত্যার সন্দেহ দেখা দিলেও পরে তদন্তে উঠে আসে নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের তথ্য। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আদালত দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ খুনের তদন্তভার সি বি আইয়ের হাতে যাওয়ার পরই উঠে আসে আর জি করের অতীত দুর্নীতির বিষয়গুলি। সিবিআই তদন্তে প্রশাসনিক অনিয়ম, আর্থিক স্বজনপোষণ ও অস্বচ্ছ কেনাকাটার অভিযোগ উঠে আসে সন্দীপ ঘোষের আমল থেকে। সি বি আই সন্দীপের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করে। সেই নথিপত্রের বিশ্লেষণে হাসপাতালের একাধিক আর্থিক লেনদেনে অনিয়মের চিহ্ন মিলেছে বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি। এসব অভিযোগের জেরেই প্রথমে রাজ্য সরকার একটি বিশেষ তদন্ত দল (সিট) গঠন করে। তবে তদন্ত চলাকালীন নতুন মোড় আসে, যখন সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ইডি তদন্তের দাবি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেন তাঁরই প্রাক্তন সহকর্মী, আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। তাঁর অভিযোগ, হাসপাতালের অর্থবরাদ্দ, নির্মাণকাজ, সরঞ্জাম কেনাকাটা এবং পরিষেবা সংক্রান্ত চুক্তি; এসব জায়গায় ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম হয়েছে এবং এসব দুর্নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন সন্দীপ ঘোষ। যদিও আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে প্রথম মামলা দায়ের করেছিল সি বি আই-ই। সেই এফআইআর-ই পরে ভিত্তি হয় ইডির ই সি আই আর করার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ দু'টি সংস্থাই আলাদাভাবে সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। ইডির লক্ষ্য মূলত মানি লন্ডারিংয়ের দিকটি, আর সিবিআই দেখছে দুর্নীতির সরাসরি প্রমাণ। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু সন্দীপ ঘোষ নন, ইডি আরও কয়েকজনের নাম পেয়েছে যারা তাঁর আমলে হাসপাতালের আর্থিক কারচুপির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। সেই তালিকায় থাকতে পারেন হাসপাতালের কয়েকজন কর্মী, ঠিকাদার এবং সরবরাহকারী সংস্থার প্রতিনিধিরাও। ইডির ধারণা, হাসপাতালের টেন্ডার প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কয়েদি খাবার সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বিপুল টাকা আত্মসাৎ হয়েছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত একটি বড় চক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল। তদন্তকারীরা মনে করছেন, জেলবন্দি অবস্থায় সন্দীপ ঘোষের বয়ান গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে। কারণ তাঁর আমলের যাবতীয় কাজকর্ম, অনুমোদন, অর্থবরাদ্দ ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের নথি তাঁর স্বাক্ষরেই রয়েছে। সেসব নথি মিলিয়ে বয়ানের সঙ্গে অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তদন্ত আরও জোরদার হবে। প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ইডি জেলেই বয়ান রেকর্ড করতে চাইলে তারা প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও থাকবে বাড়তি। আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন মামলার পর গোটা হাসপাতাল প্রশাসন যে প্রবল প্রশ্নের মুখে পড়েছে, তা স্পষ্ট। সেই সঙ্গে অতীতের দুর্নীতি অভিযোগও গতি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সন্দীপ ঘোষের বয়ান রেকর্ড তদন্তে নতুন আলোকপাত করতে পারে; এমনটাই মনে করছেন তদন্তকারী মহল।

এসএসসি প্রকাশ করল একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউ তালিকা, নথি যাচাই ১৮ নভেম্বর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করল পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। শনিবার রাতেই কমিশন প্রকাশ করল সাক্ষাৎকারে যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা। এই তালিকায় আপাতত ২০ হাজারেরও বেশি চাকরিপ্রার্থীকে ডাকা হয়েছে বলে এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তার এক গুরুত্বপূর্ণ স্তর পেরোল কমিশন। তালিকা প্রকাশের পরেই জানা যায়, আগামী ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হবে নথিপত্র যাচাইয়ের প্রক্রিয়া। প্রার্থীদের যাবতীয় যোগ্যতা সংক্রান্ত নথি, শিক্ষাগত সনদ এবং পরীক্ষার ফলাফলের কপি খতিয়ে দেখা হবে। এরপর ধাপে ধাপে এগোবে সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া। কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এই তালিকা প্রাথমিক, পরবর্তীতে আরও সংশোধন বা সংযোজন-বিয়োজন হতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির জন্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর এবং কমিশনকে প্রশংসা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এক্স-এ তিনি লেখেন, তপশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন আজ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের বিস্তৃত তথ্যসম্বলিত সাক্ষাৎকার-যোগ্য প্রার্থীদের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেছে। নথিপত্র যাচাই প্রক্রিয়া ১৮ নভেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিসেম্বরের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার যে অঙ্গীকার রয়েছে, এই পদক্ষেপ তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।দ সঙ্গে তিনি যোগ করেন, ত্চাকরিপ্রার্থীদের প্রতি আমাদের আন্তরিক বার্তা; ভরসা রাখুন, ভরসা থাকুক।দ ব্রাত্যের এই মন্তব্যে অভিপ্রায় স্পষ্ট;এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং প্রতিটি পদক্ষেপ হচ্ছে আদালতের নির্দেশ ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ভিত্তিতে। এসএসসি-র এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পর। উল্লেখ্য, আদালতের নির্দেশে ২৫,৭৫২ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছিল। বহু বছর ধরে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে ছেয়ে ছিল রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। সেই সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, বাতিল হওয়া চাকরিগুলির ক্ষেত্রে মেধা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নতুন নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ করতে হবে। তারপরই ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের নতুন পরীক্ষা নেয় কমিশন। হাজার হাজার চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা এই পরীক্ষায় ফের বসেন, পাশাপাশি নতুন প্রার্থীরাও আবেদন করেন। সেই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকাশিত হলো সাক্ষাৎকারের প্রথম তালিকা। তবে তালিকা প্রকাশ হতেই নতুন করে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে চাকরিহারা প্রার্থীদের একাংশের মধ্যে। অনেকেই দাবি করছেন, তাঁরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তালিকায় জায়গা পাননি। বিশেষ করে যাঁরা পূর্বে চাকরি করতেন, তাঁদের দাবি; তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার ফলাফল সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশের ঝড় দেখা গেছে। কেউ কেউ এসএসসির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন যে, তালিকা প্রকাশে তাড়াহুড়ো করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রশাসনিক মহল জানিয়েছে, এই তালিকা সম্পূর্ণ প্রাথমিক। নথি যাচাইয়ের পরই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে। কমিশনের এক কর্তা জানান, তপ্রথম তালিকায় অনেক সময় প্রযুক্তিগত বা তথ্যগত কারণে কিছু বাদ পড়তে পারে। নথি যাচাই চলবে, সব অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। যোগ্য প্রার্থী কেউ বাদ পড়বেন না;এটাই লক্ষ্য।দ শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য থেকেও পরিষ্কার যে, সরকারের লক্ষ্য আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই নতুন শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করা। স্কুল শিক্ষা দপ্তরও জানিয়েছে, নতুন শিক্ষক নিয়োগে কোনও রাজনৈতিক প্রভাব বা প্রশাসনিক অসঙ্গতি যাতে না থাকে, সেদিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এবং জনস্বচ্ছতার ভিত্তিতে চলছে। এই পরিস্থিতিতে প্রার্থীদের উত্তেজনা যেমন রয়েছে, তেমনই অপেক্ষা রয়েছে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র জমা দেওয়ার। বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ইতিমধ্যে শূন্যপদ তৈরি হয়েছে। ফলে শীঘ্রই এই নিয়োগ সম্পন্ন হলে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। বহু বিতর্কের পর, বহু মামলা-আদালতের লড়াই শেষে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া এবার গতি পেল। এখন নজর নথি যাচাইয়ের ১৮ নভেম্বরের দিকে। কাদের ভাগ্যে সাক্ষাৎকারে বসার সুযোগ আসে, আর কারা বাদ পড়েন; তা জানতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাজ্যের লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর।

দিল্লি বিস্ফোরণের নেপথ্যে ছিল 'শয়তানের মা'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিস্ফোরণ জগতে এই 'শয়তানের মা' শব্দটি বেশ নতুন। অভিনব কায়দায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অনেক ক্ষতি করাই এর লক্ষ্য। দিল্লি বিস্ফোরণের নেপথ্যে ছিল 'শয়তানের মা'! ফরেনসিক তদন্ত থেকে এমনই দিক উঠে আসছে। মনে করা হচ্ছে সম্ভবত, ওই বিস্ফোরকই ব্যবহৃত হয়েছিল হামলায়। যার পোশাকি নাম ট্রায়াকিটোন ট্রাই পারক্সাইড। এতদিন মনে করা হচ্ছিল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটই ব্যবহার করা হয়েছিল সেদিন। কিন্তু এবার সেই ধারণাকে 'ভুল' বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। কি এই ট্রায়াকিটোন ট্রাইপারক্সাইড? সংক্ষেপে টি.এ.টি.পি. নামে পরিচিত এই বিস্ফোরকের জন্য 'ডিটোনেটর' লাগে না। কেবল অতিরিক্ত তাপমাত্রা পেলেই সেটি বিস্ফোরিত হয়। পাশাপাশি জোরে চাপ পড়ে গেলে, ঘষা লাগলেও একই পরিণতি হতে পারে। সুতরাং আপাত ভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট যেখানে রাসায়নিক কিংবা তাপমাত্রা- দুই দিক থেকেই স্থিতিশীল। সেখানে ট্রায়াকিটোন ট্রাই পারক্সাইড অত্যন্ত বিপজ্জনক। তদন্তকারীরা এও মনে করছেন, উমর জনাকীর্ণ এলাকায় প্রবেশের আগে টি.এ.টি.পি.-এর প্রকৃতি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল। বিস্ফোরণের স্থানটি ছিল চাঁদনি চকের পাশে, যা পুরনো দিল্লির সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলির মধ্যে একটি। উল্লেখ্য, দিল্লিতে বিস্ফোরণে অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। জঙ্গি হামলা হিসেবে ঘোষণা না করা হলেও তদন্তের গতিপথ সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

মতুয়াগড়ে তৃণমূলের তিন প্রতিনিধি - বার্তা অভিষেকের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ 'এস.আই.আর.' একটা বড় জাতীয় সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলার সীমান্তবর্তী জেলা ও মতুয়া গড়ে। নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কায় মতুয়ারা। ইতিমধ্যে এস.আই.আর.-এর প্রতিবাদে ঠাকুরবাড়িতে অনশনে বসেছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে মতুয়াদের পাশে দাঁড়াতে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে পৌঁছলেন তৃণমূলের তিন প্রতিনিধি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে পৌঁছলেন শশী পাঁজা, স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং তন্ময় ঘোষরা। এর আগে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীও মতুয়াদের অনশন মঞ্চে যান। এখন পর্যন্ত বিস্তারিত খবর না আসলেও তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়া নাগরিকদের খবর পাঠিয়েছেন, তারা যেন কোনো কারণেই নাগরিকত্ব হারানোর ভয় না পান।

দিল্লি বিস্ফোরণ, নিরাপত্তায় হাওড়া-শিয়ালদহ স্টেশন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের জের! কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে শিয়ালদহ এবং হাওড়া স্টেশন চত্বর। গাড়ি, ট্যাক্সি, অ্যাপ ক্যাব কোনো কিছুই যেতে দেওয়া হচ্ছেনা শিয়ালদহ স্টেশনের মেন গেটের কাছাকাছি এলাকায়। বেশ কিছুটা দূর থেকে ব্যারিকেড করে সব গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গাড়ি নিয়ে স্টেশনে আসা সব যাত্রীদের কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ওঠা এবং নামানো করতে হচ্ছে। কোনো গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছেনা স্টেশন চত্বরের বাহঋ রে। শিয়ালদহ শেষ্টনের বাইরে থাকা পার্কিংয়ে চলছে অনবরত ট্রুঞ্চ এর নজরদারি। প্রত্যেকটি গাড়ি ধরে ধরে তল্লাশি চালানোর পর পার্কিং স্পেসে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। যাত্রীদের সঙ্গে থাকা লাগেজ কয়েক দফায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে ট্রুঞ্চ এর তরফে।স্টেশন চত্বরের বাইরে তল্লাশি চালাচ্ছে বোম্ব স্কোয়াড। শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন স্বশস্ত্র ট্রুঞ্চ জওয়ান। প্রসঙ্গত, দিল্লির ঘটনার পরে বৈঠকে বসে লালবাজারের কর্তারা। পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে কোন অচেনা ব্যক্তি কোন এলাকায় অযথা ঘুরলে বা সন্দেহ হলে নজর রাখতে হবে। নাকা চেকিং পয়েন্ট জোরদার করতে হবে, একই জায়গায় না করে বিভিন্ন জায়গায় নাকা করার নির্দেশ। প্রতিটি হোটেলে নজরদারি আরও বেশ করে চালাতে হবে। কোন তথ্য পেলে তৎক্ষনাৎ ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি বাহঋ রে থেকে লোক এলে কারা কেন এবং কতদিনের জন্য এল, তা জানতে হবে। পুলিশকে তথ্য ভান্ডার বাড়াতে হবে। সেই মোতাবেক তৎপর কলকাতা পুলিশ। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় আবার বাংলার উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থেকে এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ।

দল পাশে নেই, কারাবাস শেষ করে 'জনবাক্স' নিয়ে জনতার কাছে পার্থ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তিন বছর সড়ে তিন মাসের দীর্ঘ কারাবাস শেষ করে জামিনে মুক্ত হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও তৃণমূলের একদা মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মুক্তি পেয়ে তিনি ফিরে এসেছেন নিজের পুরনো রাজনৈতিক কেন্দ্র বেহালা পশ্চিমে। কিন্তু এই ফিরে আসা অনেকটাই নিঃসঙ্গ। দল (তৃণমূল) তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি। তাই এবার পার্থর লক্ষ্য; সরাসরি মানুষের আদালতে নিজের গ্রহণযোগ্যতার পরীক্ষা দেওয়া। বেহালা পশ্চিমের যে পার্টি অফিস এক সময় পার্থর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল, তাঁর গ্রেফতারের পর সেটি তালাবন্ধ হয়ে পড়েছিল। অস্থায়ী ঘরটি পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয়। সেই পরিত্যক্ত অফিসের সামনেই এখন নতুন সাজে শুরু হচ্ছে পার্থর জনসংযোগ। তৈরি হয়েছে একটি 'জনবাক্স', যেখানে কেন্দ্রের ভোটাররা জনমত, অভিযোগ ও পরামর্শ জানাতে পারবেন। ইতিমধ্যেই তাঁর অনুগামীরা এলাকায় লিফলেট বিলি শুরু করেছেন। সেখানে পার্থর স্পষ্ট বক্তব্য, 'আমি কার কাছ থেকে চাকরির বদলে টাকা নিয়েছি? প্রমাণ নিয়ে আসুন। কেউ যদি আমার নামে টাকা নিয়ে থাকে, তাও জানান। ব্যবস্থা নেব আমি।' টাকা ডঙ্খ দ্ধারের পর পার্থর বান্ধবী অর্পিতাকে নিয়েও কম কথা হয়নি। বিড়ম্বনা এড়াতে তৃণমূলও দূরত্ব বাড়িয়েছে। জামিনে ছাড়া পেয়ে দ্য ওয়ালকে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন পার্থ। তাতে তিনি বারবার বান্ধবী অর্পিতা মুখে াপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কের কথা তুলেছেন। স্ত্রী বিয়োগের পর অর্পিতা কীভাবে তাঁর জীবনের শূন্যতা পূরণ করে দিয়েছেন, তা তুলে ধরেছেন। এও বলেছেন, 'অর্পিতা ছিল আছে থাকবে'। অর্পিতা ওড়িয়া চলচ্চিত্রের এক নম্বর নায়িকা ছিলেন বলে দাবি করে গর্ব-গর্ব মুখে পার্থ এও জানিয়েছেন, এই সম্পর্ককে তিনি কখনওই অস্বীকার করবেন না। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় জামিন পেলেও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এখনও ক্লিনচিট মেলেনি। অভিযোগ আদালতের বিচারাধীন। এই কারণেই তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব স্পষ্ট; এমনটাই সূত্রের দাবি। ফলে দলীয় আশ্রয় না পেয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী এবার ভরসা রাখছেন 'জনতার আদালত'-এ। শুক্রবার থেকেই জনসংযোগে নামার কথা থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। তবে সূত্র বলছে, রবিবার পুরনো অফিসের সামনেই রাখা জনবাক্সে জমা পড়া অভিযোগ ও প্রতিক্রিয়া সরাসরি শুনতে পারেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘ নির্বাসনের পর নিজের রাজনৈতিক জমি ফের শক্ত করতে পার্থর এই 'জনমুখী' উদ্যোগ কতটা ফল দেবে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে বেহালা পশ্চিম।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো শিশুদের নিয়ে কোলাহল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ জহরলাল নেহেরুর জন্মদিনে শিশু দিবস উপলক্ষে সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অসহায় শিশুদের নিয়ে কসবা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হলো কোলাহল। গণ উন্নয়ন পরিষদ এর ব্যবস্থাপনায় প্রায় পাঁচশো জন শিশু এই কোলাহল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে ছবি আঁকা থেকে শুরু করে গান, নাচ, খাওয়া-দাওয়া, নাটক, আবৃত্তি সবই ছিল এই শিশুদেরকে নিয়ে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিয় সরকার প্রাক্তন যুগ্ম অধিকর্তা ডিসিআরটি, ছিলেন কমলা সাহা প্রাক্তন ডেপুটি ডাইরেক্টর ডিসিআরটি, উপস্থিত ছিলেন মহুয়া সুর রায় প্রাক্তন ডেপুটি ডাইরেক্টর ডিসিআরটি, পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত কাজী মাসুম আক্তার, মলয় দেওয়ানজি ও সুতপা সরকার, কুন্তল মজুমদার, অনন্যা ভট্টাচার্য এমডি নাদিম, সুব্রত দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এই প্রসঙ্গে পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক কাজী মাসুম আক্তার বলেন, কোলাহল মানে শিশুদের কোলাহল। শিশু হল দেব শিশু। আমরা সমাজটাকে নষ্ট করে ফেলেছি। কিন্তু শিশুদের কোলাহলের মধ্যে আনন্দ রয়েছে, নির্মলতা রয়েছে, পবিত্রতা রয়েছে, ভালবাসার অবগাহন রয়েছে। এই ছেলেরা হচ্ছে প্রান্তিক ঘরের ছেলে। এরা হচ্ছে দেশের সম্পদ। ওরা এগিয়ে যাও মানে দেশ এগিয়ে যাওয়া। আমরা যখন বলি যে ভারতবর্ষ এগোচ্ছে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে প্রান্তিক শিশুরাই এগোচ্ছে কিনা। সেই শিশুদের কোলাহল আমরা এখানেই দেখছি। শিশু দিবসকে কেন্দ্র করে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি গণ উন্নয়ন পর্ষদকে। যিনারা এই আয়োজন করেছেন। সুতপা ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানাবো। এই প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ ছড়িয়ে যাক। ওদের নাচ দেখতে পাচ্ছি, গান দেখতে পাচ্ছি, ড্রয়িং, নাটক, ওরাও তো ভারতবর্ষ। ওরাও তো পৃথিবী, ওরাও তো আগামী। ওদের মধ্যে প্রতিভা গুলো সুপ্ত থাকে। কেউ যদি বিচ্ছুরিত করার সাহায্য করে সেটাই বা কম কিসের। এই সন্ধ্যেবেলা কসবা অঞ্চলে এই কোলাহল প্রাঙ্খ ঙ্গণে সেটাই দেখছি। মন ভরে যাচ্ছে। নাচছে, গাইছে, খেলছে, দেখছে, খাচ্ছে। আমরা ওদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে আমরা শৈশবকে পুনর্জীবিত করছি। গণ উন্নয়ন পরিষদের ডিরেক্টর সুতপা সরকার বলেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো অবহেলিত সম্প্রদায় কে নিয়ে কাজ করা আমাদের মূল লক্ষ্য। একদম সমাজে যারা পিছিয়ে পড়া নারী-পুরুষ থেকে শুরু করে শিশুদের উপরে আমার কাজকর্ম করে থাকি। সমাজের নারী এবং শিশুরা বেশি অবহেলিত। তাদের ভেতরের যে সত্তাটাকে আমরা বিভিন্নভাবে জাগিয়ে তুলি। ৪২ বছর ধরে আমরা এমনই কাজ করে চলেছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যা রাজ্যে আমাদের এই কাজ চলছে। এই অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণের চারিদিকে ছিল বিভিন্ন রকমের মুখরোচোখ খাবার। এবং একদিকে চলছে অনুষ্ঠান, আর অন্যদিকে রয়েছে দেখানো হচ্ছে ছোট ছোট কচিকাঁচাদের নিজের হাতে আঁকা ছবি। সত্যি খুব আনন্দদায়ক একটি অনুষ্ঠান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বলেন, এরকম শিশুদের নিয়ে এই ধরনের প্রোগ্রাম সচরাচর দেখা যায় না। শিশুরা কত আনন্দে উল্লাসে এই অনুষ্ঠানে তারা একত্রিত হয়।

বোলপুরে অতিরিক্ত কাজের চাপে অসুস্থ বি.এল.ও.

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের লোহাগড়ের ১৭৮ নম্বর বুথের বুথ লেভেল অফিসার (বি.এল.ও.) গোলাম নেহেরু মণ্ডল অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও শারীরিক ক্লান্তির জেরে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। গত কয়েকদিন ধরে বিরামহীনভাবে এসআইআর সংক্রান্ত দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে বলে জানা গেছে। পরিবার সূত্রের খবর, দিন-রাত একটানা কাজের চাপ থেকে তীব্র অবসাদ, মানসিক চাপ ও শারীরিক দুর্বলতায় ভুগছিলেন গোলাম নেহেরু। পরিস্থিতি জটিল হলে দ্রুত তাঁকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। অসুস্থ বি.এল.ও.-র স্ত্রী সোনা হারা খাতুন জানান, 'স্বামীর শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে যদি তাঁকে আবার এসআইআর কর্মসূচির অধীনে বি.এল.ও.-র দায়িত্ব না দেওয়া হয়, তবেই তাঁর জন্য ভালো হবে।' হঠাৎ অসুস্থতায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে পরিবার, সহকর্মী এবং প্রশাসনিক মহলে। নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সময় অতিরিক্ত চাপ নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৫৩, সংখ্যা, সোমবার ২৯ কার্তিক ১৪৩২

আলিপুর জেলখানার শহিদ

অমর বিপ্লবী নির্মলজীবন ঘোষ। ফাঁসির দড়িতে চুম্বন করা এক মহান বিপ্লবী। দেশের জন্য যিনি ফাঁসির দড়িকে ভালোবেসে হাসিমুখে আলিঙ্গন করেছিলেন, যিনি মৃত্যুর মুহূর্তেও উচ্চারণ করেছিলেন -বন্দে মাতরম্! তিনি ছিলেন বাংলার এক অমর সন্তান, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া এক মহান বীর। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় সাহস, আত্মত্যাগ আর দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নির্মলজীবন ঘোষ। নির্মলজীবন ঘোষ ছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামে এক অমর বিপ্লবী। মৃত্যুকে তিনি দেখেছিলেন দেশের মুক্তির সোপান হিসেবে। তাঁর এক ভাই নবজীবন ঘোষও ছিলেন দেশপ্রেমিক বিপ্লবী, যিনি ব্রিটিশ পুলিশের নির্মম অত্যাচারে জেলেই প্রাণ হারান। আরেক ভাইও ছিলেন মহান বিপ্লবী। বলা চলে, তাঁদের পরিবারই ছিল দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গীকৃত এক পরিবার। যেমন মহারাষ্ট্রের তিন ভাই 'চাপেকর ভ্রাতা' স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদান দিয়েছিলেন, তেমনই বাংলার এই ঘোষ পরিবারও ইতিহাসে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলেন অনন্য সাহসের প্রতীক হিসেবে। হুগলির ধামসিন গ্রামে ১৯১৬ সালের ৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন নির্মলজীবন ঘোষ। পিতা যামিনীজীবন ঘোষ। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও দেশপ্রেমিক। মেদিনীপুর কলেজে আই.এ. শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় তাঁর মনে দেশপ্রেমের আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি যোগ দেন গোপন বিপ্লবী সংগঠন 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এ। এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের শোষণনীতি রুখে দাঁড়ানো এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা। সেই সময় মেদিনীপুর জেলার ব্রিটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ সাহেব ছিলেন বিপ্লবীদের জন্য এক ভয়ঙ্কর বাধা। তাঁর অত্যাচার, অপমান, ও বিদ্রূপে তিলে তিলে জ্বলছিল তরুণ বিপ্লবীদের হৃদয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়; এই দানবীয় প্রশাসকের অবসান ঘটাতেই হবে। ১৯৩৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর, মেদিনীপুর কলেজ মাঠে ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন সময়ে বিপ্লবীরা পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করেন বার্জ সাহেবকে। বিপ্লবী অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত খেলার ছলে মাঠে প্রবেশ করেন এবং কাছ থেকে গুলি চালান। ঘটনাস্থলেই বার্জ মারা যান, আহত হন জোন্স নামে এক ইংরেজ। দুই বীর বিপ্লবী তৎক্ষণাৎ পুলিশের গুলিতে মারা যান, অন্যরা সাফল্যের সঙ্গে পালিয়ে যান। এরপর শুরু হয় ব্যাপক অভিযান। একে একে ধরা পড়েন নির্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নন্দদুলাল সিং, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন এবং সনাতন রায়। দীর্ঘ বিচার শেষে তিনজন বিপ্লবীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়; নির্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী এবং রামকৃষ্ণ রায়। ১৯৩৪ সালের ২৫ অক্টোবর ফাঁসিতে ঝোলানো হয় ব্রজকিশোর চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ রায়কে। আর ২৬ অক্টোবর, ভোরের আলো ফোটার আগেই নির্মলজীবন ঘোষ মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের ফাঁসির মঞ্চে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। তাঁর ঠোঁটে তখনও জ্বলছিল স্বাধীনতার মন্ত্র ; বন্দে মাতরম্! এই মহাবীরের আত্মত্যাগ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অমর অধ্যায়।

ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান

ভারতে ডায়াবেটিসের আধুনিক চিকিৎসার জনক তিনি, মৃত্যুর ৫০ বছর পর পেয়েছিলেন স্বীকৃতি - ডায়াবেটিস রোগটির সাথে আমরা প্রায় সকলেই পরিচিত। সারা দুনিয়ায় প্রায় ৪০ কোটি এবং ভারতের প্রায় ৭-৮ কোটি মানুষ ডায়াবিটিসে ভোগেন। গত ২০ বছরে ভারতে ডায়াবেটিস বেড়েছে ১২৩ শতাংশ। ডায়াবেটিস আক্রান্তের সংখ্যায় ভারত এখন ২ নম্বরে। অতিমারী আবহেও গতবছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা উদ্‌যাপন করছে ইনসুলিন আবিষ্কারের শতবর্ষ। ১৯২১ সালে লিওনার্ড থম্পসন নামে এক কিশোরের শরীরে প্রথম ইনসুলিন প্রয়োগ করেন কানাডার ফ্রেডরিক বেন্টিং ও চার্লস বেস্ট। ১০০ বছর ধরে লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে চলেছে এই ওষুধ । এদেশে প্রথমবার কলকাতা শহরে বসে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ রোগীকে ইনসুলিন দিয়েছিলেন বাঙালি চিকিৎসক জ্যোতিপ্রকাশ বসু । সেটা ১৯২৩ সাল;পৃথিবীতে ইনসুলিন আবিষ্কারের মাত্র দু'বছর পর। দেশের মধ্যে প্রথম ডায়াবেটিস ক্লিনিক চালু করেছিলেন তিনি। সেটাও এই শহরে বসেই। কে জানত এই তথ্য? চলতি আগস্ট মাসে দেশের তাবড় তাবড় সুগারের চিকিৎসকদের সম্মিলিত গবেষণাপত্র প্রকাশিত না হলে এই তথ্যও থেকে যেত লোকচক্ষুর আড়ালে। অবশ্য সেটাও এল তাঁর মৃত্যুর (১৯৭০) অর্ধশতাব্দীরও পর। ইনসুলিন আবিষ্কারের শতবর্ষ পর, আর তাঁর ইনসুলিন প্রয়োগের ৯৮ বছর পর। ঘটনাগুলি শুনলে মনে পড়েই যেতে পারে ডাঃ টি সি আনন্দ কুমার এবং ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা। আনন্দ কুমার নিজের প্রতিষ্ঠা পিছনের সারিতে চলে যাবে জেনেও সুভাষবাবুর প্রথম টেস্ট টিউব বেবি আবিষ্কারের কথা সামনে এনেছিলেন। না হলে দিকপাল সুপ্রজননবিদ সুভাষবাবুর দুর্গাকে সৃষ্টির কথা হয়ত অজানাই থেকে যেত। ঠিক একই কাজ করেছেন 'ভারতে ডায়াবেটিস চিকিৎসার পথিকৃত' বলে পরিচিত চেন্নাইয়ের ডাঃ এম বিশ্বনাথনের ছেলে দিকপাল ডায়াবেটোলজিস্ট ডাঃ ভি মোহন। ডাঃ মোহনের কথায়, 'জেপি বসু ১৯২৩ সালে এ দেশে প্রথম ইনসুলিন প্রয়োগ করেন কুমুদিনী নামে ১২ বছরের একটি মেয়ের শরীরে। ১৯২৩ সালের আগে বাণিজ্যিক উৎপাদন হতো না ইনসুলিনের। সেই অর্থে, দেরিতে নয়, জ্যোতিপ্রকাশের কল্যাণে বরং সারা পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়েই ইনসুলিন ব্যবহার শুরু হয় ভারতেও।' নিজের বাবার প্রতিষ্ঠা হয়তো বা কোথাও একটু খাটো হবে জেনেও, গলা ফাটিয়ে বাঙালি চিকিৎসক ডাঃ জে পি বসুর প্রতিষ্ঠার জন্য ওই গবেষণাপত্রে সওয়াল করেছেন তিনি। ভারতে ডায়াবেটিসের আধুনিক চিকিৎসার জনক।'

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

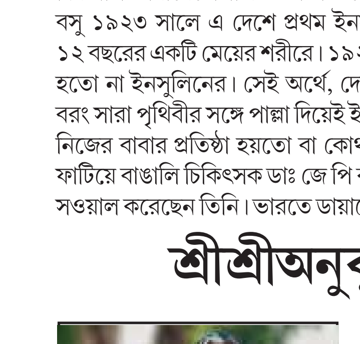

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান।

সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক।

'ঘোড়ার ডাক্তার' ও 'টাকায় যুবতী ডাক্তারের সেবা' চিকিৎসক কাদম্বনীকে নিয়ে কুৎসা

রবীন্দ্রকুমার শীল

সংবাদপত্রের হেডলাইন দেখে গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ির বড় কর্তা হাতের খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে তার স্ত্রীকে ডেকে বললেন, মেজো বউকে একবার ডেকে দাও তো। একগলা ঘোমটা দিয়ে ভাসুর ঠাকুরের সামনে এসে দাঁড়ালেন কাদম্বিনী। ডেকেছেন দাদা? ভাসুরের কণ্ঠে যেন মেঘ ডাকল। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা

বঙ্গবাসী পত্রিকাটি দেখিয়ে বললেন, পড়ে দেখ। তোমার জন্য তোমার স্বামীর, আমাদের পরিবারের সম্মান আজ কোথায় নেমেছে। নিজের জেদটাকেই চিরকাল বড়ো করে দেখলে। আর দ্বারকাও তোমার তালেই তাল দিয়ে গেল। ছি ছি, খবরের কাগজ দেখে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।

কৌতূহলের সঙ্গে পত্রিকাটি তুলে নিলেন কাদম্বিনী দেবী। প্রথম পাতাতেই চোখ আটকে গেল। কান মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল রাগে। কী নির্লজ্জ আক্রমন, কী কুৎসিত কার্টুন। দ্বারকানাথ রূপী একটি ভেড়া, তাকে দড়ি বেঁধে ঘোরাচ্ছেন কাদম্বিনী। তার পাশে রসিয়ে রসিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তার খবর। রাত বিরেতে কলে যাওয়ার জন্য তুলনা করা হয়েছে বারবনীতার সঙ্গে। ফিজ দিলেই শহরে মিলবে যুবতী ডাক্তারের সেবা। কি নির্লজ্জ ইঙ্গিত!

রাগে অভিমানে চোখে জল এল তার। একটা মেয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচবে, ঘর সংসার সামলে পড়াশোনা করবে, তাতে সমাজের এতো জ্বালা কিসের? তার স্বামী এতে সমর্থন দিয়েছে বলে এতো কুরুচিকর আক্রমন! আর বাইরে কাকে বলবেন? তার ভাসুর, তার শ্বশুরবাড়ির সকলেই তো অমনটাই ভাবেন। তবে স্বামী পেয়েছেন ভাগ্য করে। নারী উন্নতির ফাঁকা বুলি না, মন থেকে বিশ্বাস করেন নারীদের শিক্ষা,নারীদের সাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। নিজের স্ত্রীর পাশে সর্বান্তকরণে দাঁড়িয়েছেন সবসময়। দোষ কী কাদম্বিনীর? ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম মহিলা স্নাতকের ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি চেয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে। বাধা এসেছিল পদে পদে। প্রথমে সমাজ, প্রতিবেশী, আত্মীয় সকলে চমকে উঠেছিল। সে কি! মেয়ে পড়বে ডাক্তারি! সব ছেলেদের মাঝে একা! শরীর নিয়ে শিক্ষা। ইজ্জত থাকবে সেখানে? সমাজ কী বলবে?

চারদিকে নেতিবাচক কথার মাঝে সায় দিলেন বাবা। তুই ডাক্তারী পড়। সমাজের ফালতু কথায় কান দিস না। মহিলা ডাক্তার খুব দরকার এই পোড়া দেশের। এরা ধর্ম ধরে বসে থেকে বাড়ির মেয়েদের পুরুষ ডাক্তার দেখাবে না, আবার মেয়েদের ডাক্তারও হতে দেবে না। মাঝখান থেকে মরবে ঘরের মেয়েগুলো।

ডাক্তারি পড়ার সময়ও নানা অসুবিধা। ছাত্রদের থেকে তার প্রতি আগ্রহ যেমন ছিল, টিপ্পুনি ও ভেসে আসতো সময় সময়। সে যেন অন্য গ্রহের জীব। সে প্র্যাকটিকাল ক্লাস করবে কী করে? স্টুডেন্টরা পরস্পরের শরীর চেক আপ করে। কাদম্বিনীর ক্ষেত্রে কী হবে? সেই সময় এগিয়ে এলেন এক শিক্ষক। তিনি জানান, এইসব নিয়ে ভেবো না। আমি ব্যবস্থা করে দেব। যে কোনো প্রয়োজনে এগিয়ে আসতেন তিনি। উৎসাহ দিতেন। কখন যেন কাদম্বিনীর লড়াইয়ের শরিক হয়ে গেলেন সেই শিক্ষক। ভরসা পরিণত হল প্রণয়ে। সেই থেকে তাঁকে লড়াইয়ের জীবন সঙ্গী করে নিলেন কাদম্বিনী। বয়সে ১৮ বছরের তফাৎ,বিপত্নীক কিছুই বাধা হল না। ব্রাহ্ম সমাজের নেতা, সমাজ সংস্কারক এই লোকটির মধ্যে কাদম্বিনী খুঁজে পেলেন এক প্রকৃত মানুষকে। তাঁর উৎসাহ ও চেষ্টাতেই কাদম্বিনী পেলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ডিগ্রি। সেই উদার মানবতাবাদী সমাজসংস্কারক মানুষটির নামে এমন কুৎসা! উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক মহেশ পালকে। আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। দ্বারকানাথ বললেন, ছেড়ে দাও, কী দরকার এই সবে? কিন্তু কর্তব্যে অটল কাদম্বিনী। বললেন, না। এই লড়াই আমার নিজের জন্য নয়, বাংলার ঘরে ঘরে যেসব মেয়েরা শিক্ষার জন্য গুমরে মরছে, সমাজের ভয়ে এগোতে পারছে না। এ লড়াই তাদের জন্য। যাতে শিক্ষার জন্য এগিয়ে আসা নারীদের কেউ কলঙ্ক লাগাতে না পারে, এ লড়াই তার জন্য লড়াই। মামলা করলেন তিনি। মহেশ পালকে ১০০ টাকা জরিমানা আর ৬ মাসের কারাবাসের ব্যবস্থা করে তবে থামলেন।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৬৯ সালে এটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় হিসাবে প্রকাশ লাভ করে। এর সম্পাদক ছিলেন তিনি স্বয়ং। মেয়েদের দুঃকে দূর করতে তিনি এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে মহিলাদের নানাবিধ সামাজিক অসুবিধার কথা লেখা হতো। মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার বলে তিনি দাবি করতেন। ১৮৭০ সালে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সময়ে তাঁর 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কেউই আর্থিক সাহায্য করছিল না। সেই সময়ে ব্রাহ্ম ধর্ম এর জোয়ার এলো। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। তখনকার ব্রাহ্মধর্ম দীক্ষিত সুশিক্ষিত সমাজ 'অবলাবন্ধব' পত্রিকা যাতে প্রকাশিত হতে পারে তার জন্য অর্থ সাহায্য করতে থাকলো। শুধু অর্থ সাহায্যই শুধু নয়, তখনকার সময়ে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত পণ্ডিতেরাও কুসংস্কার সমাজের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে এই পত্রিকাতে লিখতে শুরু করে দিলেন। তার ফলে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে বেশি সময় নিল না 'অবলাবন্ধব' পত্রিকার। তখন এই পত্রিকা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির প্রত্যেক সদস্যরা পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্রীরা ছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের স্ত্রী অবলা বসু, তাঁর ভগিনী স্বর্ণপ্রভা বসু, সরলা রায়, গিরিজাকুমারী সেন, কাদম্বিনী বসু, শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমতলা দেবী সহ আরও অনেকে। তাঁর প্রতিটি ছাত্রীর সুনাম অর্জন করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি কাদম্বিনীকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রথম মহিলা ছাত্রী হিসাবে নাম লেখান কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় চেয়ে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ডাক্তারি পাশ করে বাংলার দুস্থ পরিবারদের চিকিৎসা করুক। বাংলাবাসী মহিলাদের রোগের চিকিৎসা করার মতো মহিলা চিকিৎসক নেই। মহিলা চিকিৎসক না থাকার ফলে মহিলা বহু সময়ে পুরুষ চিকিৎসকদের কাছে রোগের সব কথা খুলে বলতে পারতো না। তার ফলে সঠিক চিকিৎসা করা অসম্ভব হতো পুরুষ চিকিৎসকদের। সেই কারণে মহিলা চিকিৎসকের খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রীকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন বহু সংগ্রাম করে। তখন মেডিকেল কলেজে মহিলাদের ছাত্র হিসাবে ভর্তি করা একেবারে অসম্ভব ছিল। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়াশুনা করার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সেই আবেদনকে একেবারে নাকচ করে দিয়েছিল কাউন্সিল। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সেই সময়কার বাংলার লাট সাহেবকে চিঠি লিখে বিস্তারিত ভাবে লিখে আবেদন করেছিলেন। বাংলার লাট তাঁর অনুরোধকে রক্ষা করেছিলেন। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ডাক্তারি পাশ করেছিলেন। তারপরে তিনি বিলাতে গিয়ে ডাক্তারি পাশ করেন। সে ব্যাপারেও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রীকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ কাদম্বিনীকে বিবাহ করতে চাননি। কিন্তু কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারকানাথকে বিবাহ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কারণ দ্বারকানাথের প্রথম স্ত্রী ভবসুন্দরী দেবী পরলোকগমন করেছেন। তাঁর ছোট সন্তানদের দেখার কেউ ছিল না। পিতা দ্বারকানাথ বিভিন্ন সামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার ফলে তাঁর সন্তানদের দেখভাল করতে পারছিলেন না। সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তাঁর শিক্ষকের দুর্দশাকে মোচন করবেন। সেই কারণে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করবেন। দ্বারকানাথের এ ব্যাপারে সম্মতি ছিল না। কিন্তু ছাত্রী কাদম্বিনীর চাপে পড়ে তাঁকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে বহু সমাজপতিরা উপস্থিত থাকেননি। তারা এই বিবাহ অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলেন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন কাদম্বনী গঙ্গোপাধ্যায়। আর তাকে সহযোগিতা করেছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ভার্সেটাইল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সৌমিত্র

বিশেষ প্রতিবেদক

সৌমিত্র এবং অন্য তারকাদের মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্য ছিল। অন্যরা সকলেই ওয়ান ডাইমেনশনাল। মানে, ওঁদের লোকেরা মনে রাখবেন শুধুমাত্র অভিনয়ের জন্য। কিন্তু সৌমিত্র হল মাল্টি-ডাইমেনশনাল। অভিনয়, আবৃত্তি, নাটক, লেখালেখি, ছবি আঁকা..... এরকম বহুমুখী প্রতিভাকে বাঙালি কিন্তু তাঁর টোটালিটির জন্য মনে রাখবে। আর এখানেই সৌমিত্র অন্য তারকা দের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল ওর শেষযাত্রায়। কোভিডের মধ্যেও কলকাতার রাস্তায় মানুষের ঢল নামা দেখে অবাক হতে হয়! শুধুমাত্র এপার বাংলাতেই নয়, ওপার বাংলাতেও সৌমিত্রকে লোকেরা ভীষণ ভাল বাসেন। আমার কাছে সৌমিত্র ছিল খুব কাছের এক বন্ধু। আমাদের এই বন্ধুত্বের বয়স প্রায় ৬০ বছর। প্রিয় বন্ধুকে হারানো কতটা কষ্টের, তা আপনারা বুঝতেই পারছেন। ওকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম।

শুধুমাত্র ভার্সেটাইল অভিনেতা নয়, ওর হাতের লেখা, কবিতা, সব বিষয়ে জ্ঞান, পড়াশোনা, মূল্যবোধ, সাহসিকতা, আমাকে বরাবর মুগ্ধ করত। জীবনে এত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও, সৌমিত্র প্রত্যেক মুহূর্তে চেষ্টা করত নিজের কাজকে আরও উন্নত করার। ওর মধ্যে কখনও কোনও ইগো দেখিনি। খুবই বিনয়ী স্বভাবের ছিল। খেলা থেকে রাজনীতি, সব বিষয়ে জ্ঞান থাকলেও, এটা কখনও দেখাত না যে ও কত বেশি জানে! এছাড়া সৌমিত্রর আরও একটা দিক ছিল। শুধুই কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট ওর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মানছি, ছবিতে এটা খুব জরুরি, কিন্তু একই সঙ্গে কাদের সঙ্গে কাজ করছে, কী বিষয়, ওর চরিত্রটা কতটা মানুষের মনে ধরতে পারে, এগুলোও ওর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বন্ধুদের খুব সম্মান দিত। নিজের কমিউনিটির কথা ভাবত, দেশের কথা ভাবত। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কখনও ভয় পায়নি। এত মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ আমি সত্যিই আর দেখিনি।

সৌমিত্রর আর একটা গুণ ছিল, যে কোনও আড্ডার আসর জমিয়ে দিতে পারত। এত ভাল স্টোরি টেলার এবং এন্টারটেনার ছিল যে, কী বলব! আসলে ওর মধ্যে এত রসদ ছিল যে, ওর কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে হত। তা সে কারেন্ট অ্যাফেয়ারস নিয়ে কিছু বলুক কিংবা কবিতাপাঠ। তার সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত তো থাকতই। আসলে ও তো কলকাতা শহরের অনেক পরিবর্তন দেখেছে, দেশের স্বাধীনতার সাক্ষী থেকেছে। অনেক কিছু শোনার থাকত ওর কাছ থেকে। আর ছিল ওর অপরূপ ক্যারিশমা, কী সুন্দর হাসি! মুখে সবসময় একটা ঔজ্জ্বল্য। ওর মুখের দিকে তাকালেই মন ভাল হয়ে যেত। চোখ বন্ধ করেও ওর হাসি মুখটা কল্পনা করা যায়। ওর সঙ্গে কাজ করার প্রচুর স্মৃতি রয়েছে। তার মধ্যে 'অপুর সংসার'-এর শুটের সেই দৃশ্যটির কথা মনে আছে। আমার দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে 'অপু'র সিগারেট ধরানোর কথা আর সৌমিত্র আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার চোখে কী আছে বলো... আমি তখন খুবই ছোট। দেশলাই দিয়ে সিগারেট জ্বালাতে খুব ভয় পাচ্ছিলাম। সৌমিত্র আমার অস্বস্তি বুঝতে পেরে একটি আইডিয়া দেয়। কেউ দেশলাই জ্বালিয়ে দেবে, তারপর আমার দিকে ক্যামেরা তাক করবে জ্বলন্ত দেশলাই হাতে। আর একবার মনে আছে, আমরা শুটিং সেরে ট্রেনে করে ফিরছি। রাঁচি স্টেশনে হঠাৎ আমাদের ট্রেন ঘিরে মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। ট্রেনের উপর লোকেরা চেপে যায়! প্রায় দু'ঘণ্টারও বেশি ট্রেন এগোতেই পারছে না। আমি তখন বলিউডের নায়িকা। ওদের দাবি, আমাকে বাইরে এসে ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, অটোগ্রাফ দিতে হবে। সৌমিত্র দেখলাম বাইরে গিয়ে জনতাকে শান্ত করল। ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে, ওদের বোঝাল। শুধু আমি বলে নয়, সৌমিত্র বরাবরই সমস্ত মহিলা সদস্যদের প্রতি খুব প্রোটেক্টিভ ছিল। আর ছিল ওর মারাত্মক এনার্জি। উত্তরবঙ্গে আমরা 'আবার অরণ্যে'-র শুটিং করছিলাম। প্রায় অনেকটা পথ ড্রাইভ করে শুটিং স্পটে পৌঁছতে হত। সারাদিন শুট হত। শেষবেলায় আমরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে যেতাম, কিন্তু সৌমিত্রর মধ্যে কোনও ক্লান্তির রেশ থাকত না। হি ওয়াজ অলওয়েজ ফিট। নিয়মিত মর্নিংওয়াক করত। যোগাসন, সিট আপ সহ ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ, কখনও বাদ দিত না। আলাদা করে গলার যত্ন নিত।

সৌমিত্র বরাবরই কমন ম্যানস ইমেজ ধরে রেখে গিয়েছে। ওর মধ্যে স্টারসুলভ কোনও ব্যাপারই ছিল না। নিজে গিয়ে বাজার করত, ব্যাঙ্কের কাজ করত। ও এই স্বাধীনতাটা উপভোগ করত। বলত, 'সিনেমার নায়ক মানে কি নিজেকে ব্লক করতে হবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে?' আর যেহেতু ও এটা মেনটেন করত, তাই সাধারণ মানুষও কিন্তু ওকে সেভাবেই আপন করে নিয়েছিল। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেও কেউ ওকে বিরক্ত করত না। এটাই ছিল আমার বন্ধু সৌমিত্রর ইউএসপি। যখন ও হাসপাতালে ভর্তি ছিল, আমি ওর মেয়ে পৌলোমীর সঙ্গে ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছি। সৌমিত্র সত্যি ভাগ্যবান, ওর মতো মেয়ে পেয়ে। একটা সময় সৌমিত্র যেমন মেয়ের 'স্তম্ভ'।

শহর কলকাতা প্রিয় হয়ে ওঠে সাবিত্রীর কাছে

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

কলকাতাকে সবাই ভালোবেসেছে। কলকাতায় ওসেছিলেন মুম্বই অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। তিনি এক সময়ে চাকরি করতেন এই শহর কলকাতায়। সেই কথাও তিনি কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে বলেছেন। আবার কলকাতার মেয়ে বাঙালি মেয়েকে বিবাহ করেছেন। কলকাতায় থাকতে থাকতে তিনি বাঙালিদের প্রতি আগহ দেখাতে শুরু করেন। বাংলা অভিনেত্রী

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় কলকাতকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। ছোটবেলায় কলকাতার কত নাম শুনে ছিলেন য দেশভাগ হলে ছোট সাবিত্রী কলকাতায় পা রেখে রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলেন। স্বপ্নের শহর কলকাতা।

প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক ধীরেন দেবের তোলা ছবিতে অভিনেত্রী সাবিত্রী অকপট ছিলেন উত্তমকুমারের প্রতি প্রেম নিয়ে, সংসারের অভাবেই অভিনয়ে আসেন 'সাবু'। নতুন শহরে কুটুমবাড়িতে আশ্রিতা সাবিত্রী পড়লেন মহাবিপাকে। বাধ্য হয়ে বিভিন্ন জায়গায় নাচের অনুষ্ঠান করতেন তিনি।

বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলোর অবসর তাঁর কেটেছিল ক্যামেরার সামনে। সংসারের অভাব তাঁকে বাধ্য করেছিল ছবিতে অভিনয় করতে। পরে পূর্ববঙ্গের সেই মেয়ের বাঙ্ময় চোখই জয় করল এ পারের চলচ্চিত্র মহল। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের মতো সহজাত, স্বচ্ছন্দ অভিনেত্রী বিরল বাংলা ছবির জগতে।

বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলোর অবসর তাঁর কেটেছিল ক্যামেরার সামনে। সংসারের অভাব তাঁকে বাধ্য করেছিল ছবিতে অভিনয় করতে। পরে পূর্ববঙ্গের সেই মেয়ের বাঙ্ময় চোখই জয় করল এ পারের চলচ্চিত্র মহল। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের মতো সহজাত, স্বচ্ছন্দ অভিনেত্রী বিরল বাংলা ছবির জগতে।

সাবিত্রীর জন্ম ১৯৩৭ সালে, বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়। তাঁর বাবা ছিলেন স্টেশনমাস্টার। ১০ বোনের মধ্যে সাবিত্রী ছিলেন সবথেকে ছোট। পরবর্তীতে ঢাকায় বাগান-সহ বাড়ি তৈরি করেছিলেন তাঁর বাবা। শৈশবের সেই স্মৃতি এখনও সজাগ তাঁর মনে।

দেশভাগের পর পরই সাবিত্রী চলে এসেছিলেন কলকাতায়। তাঁর এক বিবাহিত দিদির পরিবার কলকাতায় এসেছিল। তাঁদের সঙ্গেই ছোট্ট সাবিত্রী পা রেখেছিলেন এই শহরে। তখন তাঁর কাছে কলকাতা মানেই অপার বিস্ময়। কলকাতাতে ছিল তাঁর মেজদির শ্বশুরবাড়ি। মেজদি তাঁর ছেলের কর্মস্থল জলপাই গুড়িতে থাকলেও তাঁর পরিবারের অন্যান্যরা থাকতেন কলকাতায়। সেখানেই ঠাঁই হল সাবিত্রীর।

দেশভাগের পর পরই সাবিত্রী চলে এসেছিলেন কলকাতায়। তাঁর এক বিবাহিত দিদির পরিবার কলকাতায় এসেছিল। তাঁদের সঙ্গেই ছোট্ট সাবিত্রী পা রেখেছিলেন এই শহরে। তখন তাঁর কাছে কলকাতা মানেই অপার বিস্ময়। কলকাতাতে ছিল তাঁর মেজদির শ্বশুরবাড়ি। মেজদি তাঁর ছেলের কর্মস্থল জলপাই গুড়িতে থাকলেও তাঁর পরিবারের অন্যান্যরা থাকতেন কলকাতায়। সেখানেই ঠাঁই হল সাবিত্রীর।

আশ্রয় জুটল নতুন শহরে। ভর্তি হলেন স্কুলেও। শৈশবেই সঙ্গী হল অভাব। তাঁর বাবা ঢাকা থেকে অর্থসাহায্য পাঠাতে পারছেন না। এ দিকে নতুন শহরে কুটুমবাড়িতে আশ্রিতা সাবিত্রী পড়লেন মহা বিপাকে। বাধ্য হয়ে বিভিন্ন জায়গায় নাচের অনুষ্ঠান করতেন তিনি।

আশ্রয় জুটল নতুন শহরে। ভর্তি হলেন স্কুলেও। শৈশবেই সঙ্গী হল অভাব। তাঁর বাবা ঢাকা থেকে অর্থসাহায্য পাঠাতে পারছেন না। এ দিকে নতুন শহরে কুটুমবাড়িতে আশ্রিতা সাবিত্রী পড়লেন মহা বিপাকে। বাধ্য হয়ে বিভিন্ন জায়গায় নাচের অনুষ্ঠান করতেন তিনি।

সে রকম একটা সময়েই তাঁর পরিচয় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অভিনেতা নিজে এসে আলাপ করেছিলেন সাবিত্রীর সঙ্গে। তখন অবশ্য সাবিত্রীর কাছে তিনি 'ভানু' নন, বরং সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাবিত্রীর মুখে বাঙাল টানে কথা তাঁর ভাল লেগেছিল। সে সময় 'নতুন ইহুদি' নাটকের জন্য নতুন মুখ খুঁজছিলেন ভানু। তিনি সরাসরি সাবিত্রীর বাবার কাছে অভিনয়ের প্রস্তাব দিলেন। সে সময় সাবিত্রীর বাবা এসেছিলেন কলকাতায়।

সে রকম একটা সময়েই তাঁর পরিচয় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অভিনেতা নিজে এসে আলাপ করেছিলেন সাবিত্রীর সঙ্গে। তখন অবশ্য সাবিত্রীর কাছে তিনি 'ভানু' নন, বরং সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাবিত্রীর মুখে বাঙাল টানে কথা তাঁর ভাল লেগেছিল। সে সময় 'নতুন ইহুদি' নাটকের জন্য নতুন মুখ খুঁজছিলেন ভানু। তিনি সরাসরি সাবিত্রীর বাবার কাছে অভিনয়ের প্রস্তাব দিলেন। সে সময় সাবিত্রীর বাবা এসেছিলেন কলকাতায়।

ঘটনাচক্রে দেখা গেল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মীয় হন সাবিত্রীর। তাঁর মেজদি ছিলেন সম্পর্কে ভানুর মামি। ক্রমে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ই হয়ে উঠলেন অভিনয় জগতে সাবিত্রীর অভিভাবক। তাঁর বোনের চরিত্রে 'নতুন ইহুদি' নাটকে কাজেই ছিল সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম অভিনয়। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরাই ছিলেন নাটকের বিষয়। নাটকের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ছিলেন অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি-ই সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী'-র 'হরিহর'। অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি-ই সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী'-র 'হরিহর'। তার সঙ্গে পরিচয় হল সাবিত্রীর। ক্রমে সাবিত্রীর বাবা এবং পরিবারের অন্য সদস্যরাও ঢাকা থেকে চলে এলেন কলকাতায়। টালিগঞ্জের একটি এক কামরার বাড়িতে মাথা গুঁজেছিলেন পরিবারের সব সদস্য। সংসারের হাল ধরতে সে সময় অভিনয়ের পাশাপাশি নাচের অনুষ্ঠানও করতেন সাবিত্রী। ১৯৫১ সালে প্রথম ছবিতে অভিনয় করেন সাবিত্রী। অগ্রদূত পরিচালিত সেই ছবির নাম ছিল 'সহযাত্রী'। নায়ক ছিলেন উত্তমকুমার। ছবিতে পার্শ্বনায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সাবিত্রী। অভিনয়ের আগেই অবশ্য দেখেছিলেন নায়ককে। তাঁকে প্রথম বার দেখার স্মৃতি এখনও মনে অমলিন। বহু সংগ্রাম করেই তবে তিনি বাংলার সিনেমার অন্যতম অভিনেত্রী হতে পেরেছিলেন। উত্তম কুমারের সঙ্গে নিশিপদ্ম ছবিতে ভালো অভিনয় করেছেন।

পাঠকের দরবার

প্রতাপ চন্দ্র দাস

মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র

মুখ্যমন্ত্রী বিধানবাবু নিয়ম করে দিয়েছিলেন, বিকাল পাঁচটার পর মহাকরণে কেউ যেন না থাকে। সবাইকে বাড়ি চলে যেতে হবে। এমনকি, লিফটম্যানদের বাড়ি চলে যেতে বলতেন তিনি। শুধু তিনি থাকতেন। সেই সময়টায় ফাইল দেখেন একটার পর একটা। বিধানবাবুর কাজ চলত রাত ৮.০০ থেকে ৮.৩০ পর্যন্ত। বেরোনোর সময় মহাকরণে শুধু থাকতেন সুশান্তবাবু এবং একজন সার্জেন্ট। একদিন কাজ করতে করতে ন'টা বেজে গেল। এদিকে, ঘড়ি ধরে সাড়ে ন'টার সময় রাতের খাওয়া সেরে নেওয়ার অভ্যাস বিধানবাবু। নটা বেজে গিয়েছে শুনে তড়িঘড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিন তলায় এক সাফাইকর্মী ঝাড়ু দিচ্ছে। সেটা অবশ্য তাকে আকর্ষণ করেনি। বিধানবাবুকে ভাবিয়েছিল ওই কর্মীর বিশ্রী শব্দের কাশি। বিধানবাবু সুশান্তবাবু বললেন, 'ওকে ডেকে আন তো'।

কাকাবাবু'কে যতই ভালোবাসুন না কেন, তাঁর চিন্তা-ভাবনা তল কিন্তু সুশান্তবাবু পেতেন না। সাফাই কর্মীকে তলব করায় তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, কেন ডাকল রে বাবা? উপর থেকে ধুলোটুলো পড়ল না তো বিধানবাবুর গায়ে! চাকরিটা বোধহয় গেলই সাফাই ওয়ালার। সেই লোকটি এসে দাঁড়ানো মাত্রই বিধানবাবু ধমক, 'কী ভেবেছেন কী? সাফাইকর্মী তাঁর হাতে পায়ে ধরে বলতে চেষ্টা করলেন, 'আমার চাকরিটা খাবেন না হুজুর'। এবার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিধানবাবু বললেন, আগে তো প্রাণে বাঁচুন তারপর চাকরি!' এ কথা শুনে সুশান্তবাবু তো কিছুই কুলকিনারা পাচ্ছেন না। বিধানবাবু সেই সার্জেন্টকে ডাকলেন 'গাড়ি তৈরি। তো?' সার্জেন্ট উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। বললেন এক্ষুণি লোকটাকে গাড়িতে করে যাদবপুর টিবি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। ওঁর গ্যালপিং টিবি হয়েছে। সুপারকে বলুন, বিধানবাবু পাঠিয়ে ছেন। সার্জেন্ট তাই করলেন।

এদিকে, সুশান্তবাবু তো হতভম্ব হয়ে গোটা ব্যাপারটা দেখলেন। তাঁর সন্দেহ হল, অত দূর থেকে কাশির শব্দ শুনে বিধানবাবু কীভাবে বুঝে গেলেন লোকটির গ্যালপিং টিবি হয়েছে! সন্দেহ দূর করতে সুশান্তবাবু পরদিন সকালে ফোন করলেন হাসপাতালের সুপারকে। বললেন, 'বিধানবাবু জানতে চাইছেন, সেই সাফাইকর্মী কী হয়েছে? এখন কেমন আছেন তিনি? সুশান্তবাবুকে তাজ্জব করে দিয়ে সুপার বললেন, আপনি কী বলছেন?এই তো সকালে আমার ডাঃ রায়ের সঙ্গে ফোনে কথা হল। তাঁকে বললাম, রোগীর গ্যালপিং টিবিই হয়েছে। ওঁর কী কী ওষুধ লাগতে পারে সে ব্যাপারেও পরামর্শ দিলেন উনি। সেদিন মহাকরণে এসে ওই সাফাই কর্মীর ফাইল দিয়ে পাঠালেন বিধানবাবু। সচিবকে বললেন, ওই সাফাইকর্মীর লিভ উইথ ফুল পে আনটিল রিকভারি মঞ্জুর করে দিন। অবাক সচিব বললেন, 'মানে.... আমি তো একটা দিনের জন্য এটা করতে পারি। এতদিনের করতে গেলে সেটা তো রুলের বাইরে চলে যাবে...। তাকে থামিয়ে বিধানবাবু বলে উঠলেন, 'নিকুচি করেছে আপনার রুলের।' তিনি ফাইলটি নিয়ে নিজেই সই করে দিলেন। বললেন, একে তো জটিল যক্ষ্মা হয়েছে। তার উপর যদি ছুটি না পায়, তাহলে তো লোকটা এমনিই মরে যাবে! আজকের দিনে এই মানসিকতার কোন রাজনীতিকের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। বর্তমান কালে মানবিকতা বোধটা নিয়ে কোনও শিক্ষা নেই।

জেলে বসেই টাকা নিচ্ছেন জীবন? অডিয়ো ফাঁস শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ১৬ নভেম্বরঃ জেলে বসেই চাকরি বিক্রি করছেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য তৃণমূল বিধায়ক জেলে বসেই ফোন ব্যবহার করছেন। শুধু তাই নয়, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াও তিনি প্রভাবিত করেছেন। আজ অর্থাৎ রবিবার (১৬ নভেম্বর) সাংবাদিক বৈঠক করেন শুভেন্দু। সেখান থেকে তিনি নিজের মোবাইল ফোন থেকে কিছু ছবি, ভিডিয়ো আর অডিয়ো দেখান। আর দাবি করেন, সেই ভিডিয়ো-অডিয়ো সবটাই জীবনকৃষ্ণের। শুভেন্দু অধিকারী আজ বলেন, ''নতুন এই পরীক্ষার রেজাল্টেও প্রভাব খাঁটিয়েছেন জীবনকৃষ্ণ সাহা। জেলে ফোন ব্যবহার করেছেন। জেলে গেলে কিছু হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাতে হবে। এই পার্থ-জীবনের মতো লোকজনকে ইডি ধরে পাঁচদিন পিসিতে রাখছে। তারপর তো জেলে পাঠাতে হচ্ছে। সেখানে ফাইভ স্টার ব্যবস্থা। গরমকালে এসি। শীতকালে গরম জল। তৃণমূলের লেভেল হাই চোর হলে পিজির উডবার্ন ওয়ার্ড আছে।'' তারপরই একটি ফোন বের করেন। আর সেই ফোন থেকে অডিয়ো শোনান।

বিরোধী দলনেতা দাবি করেন, এই অডিয়ো কলটি ১৬/১১-র অডিয়ো। সংশ্লিষ্ট অডিয়ো থেকে শোনা যায়-

পুরুষকণ্ঠ (জীবনকৃষ্ণ বলে দাবি শুভেন্দুর)ঃ এই মুহূর্তে ৫০ টাকা আগে পাঠাতে হবে...

নারীকণ্ঠঃ হ্যাঁ স্যর টাকা চলে এসেছে। আমি পাঠাচ্ছি। স্যর ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার আপনাকে দেওয়া হল।

ফোন কেটে যায়। আরও একটি অডিয়ো শোনান শুভেন্দু অধিকারী...

নারীকণ্ঠঃ আপনি কবে ফিরবেন স্যর?

পুরুষকণ্ঠ (জীবনকৃষ্ণ বলে দাবি শুভেন্দুর)ঃ তাড়াতাড়ি চেষ্টা করছি...

নারীকণ্ঠঃ একই জিনিস বারবার রিপিট।

পুরুষকণ্ঠ (জীবনকৃষ্ণ বলে দাবি শুভেন্দুর)ঃ হ্যাঁ সত্যি! বিরক্ত লাগে এইভাবে।

নারীকণ্ঠঃ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। পীযুসকান্তিবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে অবশেষে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি...

পুরুষকণ্ঠ (জীবনকৃষ্ণ বলে দাবি শুভেন্দুর)ঃ তাড়াতাড়ি চেষ্টা করছি বেরনোর। এইভাবে যদি হুটহাট করে টেনে নিয়ে চলে যায়। বিরক্তিকর ব্যাপার...

নারীকণ্ঠঃ একই জিনিস... অবাক হয়ে গেলাম আমরা।

নারীকণ্ঠঃ আপনি আগে খবর পাননি স্যর?

পুরুষকণ্ঠ (জীবনকৃষ্ণ বলে দাবি শুভেন্দুর)ঃ খবর কীভাবে পাব? ওরা খবর দিয়ে আসে?

পুরুষকণ্ঠ (জীবনকৃষ্ণ বলে দাবি শুভেন্দুর)ঃ একই মানুষকে কতবার ধরবে? আগে সিবিআই ধরল, একবার ইডি ধরছে। যখন ধরবি তো একসঙ্গে ধরে নে...

নারীকণ্ঠঃ সত্যি বাবা। এত হ্যারাস কেন করে?

পুরুষকণ্ঠ (জীবনকৃষ্ণ বলে দাবি শুভেন্দুর)ঃ আমি বেরনোর চেষ্টা করছি।

নারীকণ্ঠঃ আপনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসুন স্যর।

প্রসঙ্গত, একবার নয় পরপর দুবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হয়েছেন জীবনকৃষ্ণ সাহা। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বারেবারে নাম জড়িয়েছে তাঁর। প্রথমে গ্রেফতারের পর জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে ফের ইডির হাতে ধরা পড়েন জীবন।

নদিয়ার ছেলে কথা বলত জঙ্গি ডাক্তার শাহিনের সঙ্গে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ১৬ নভেম্বরঃ দিল্লির ঘটনার তদন্ত চলছে। দেশজুড়ে তল্লাশি চালাচ্ছে এনআইএ গোয়েন্দারা। ইতিমধ্যেই উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহারের মতো একাধিক জায়গায় গোয়েন্দারা পা রেখেছেন। আর এবার নদিয়ার পলাশী পাড়ায় হাজির গোয়েন্দারা। সেখানকার বাসিন্দা সাবির আহমেদের নাম জড়িয়েছে এই ঘটনায়। তবে জানা যাচ্ছে, এই সাবির এখন প্রেসিডেন্সিতে জেলে বন্দি রয়েছেন। বেআইনি মাদক পাচারের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। বন্দি অবস্থাতেই কি তিনি দেশবিরোধী কাজকর্ম চালাতেন? সেই নিয়ে তদন্ত করছেন গোয়েন্দারা। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শাহিন শাহিদের গ্রুপে সক্রিয় ছিলেন সাবির আহমেদ। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত বিভিন্ন সময় ভারত বিরোধী প্রচার এবং দেশবিরোধী কাজের উৎসাহ প্রদান করতেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। আজ অভিযুক্তকে জেলেই দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা। জেলবন্দি থাকা অবস্থার মধ্যেও কীভাবে ফোনে যোগাযোগ করছিলেন তিনি তার তদন্ত করছেন গোয়েন্দারা। সাবিরের ঠাকুমা ইসমা বিবি তারা বলেন, ''সম্পর্কে আমার নাতি হয়। এখন জেলে আছে। প্রায় তিন বছর জেলে আছে। ও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছে কি না সেটা জানি না। জেলে কেন আছে বলতে পারব না। শুধু জানি, একদিন বের হয়েছিল বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে তখন বের করে দেয়। আমাদের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ নেই।'' স্থানীয় বাসিন্দা মিঠুন শেখ বলেন, ''জানতাম তো ভাল ছেলে। ভাল পরিবার। এখন জেলে যাওয়ার পর কী হয়েছে বলব কীভাবে? জেলে যাওয়ার পর ওর পরিবার যোগাযোগও রাখেনি।'' গত সোমবার লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। মৃত্যু হয় একাধিকের। আহত প্রচুর মানুষ। তারপরই গোটা দেশজুড়ে অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছে এনএনআই।

চারজন শিক্ষকের চারজনই বিএলও, সিলেবাসের কী হবে? প্রশ্ন অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জামালপুর, ১৬ নভেম্বরঃ রাজ্যে পুরোদমে চলছে ভোটার তালিকা পরিমার্জনের কাজ। বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন বিএলও-রা। কিন্তু উদ্বেগ বেড়েই চলেছে রাজ্যের শিক্ষা মহলে। সিংহভাগ জায়গাতেই বিএলও-র দায়িত্ব এসে পড়েছে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের কাঁধে। স্কুলে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। এখন স্কুল যাতে বন্ধ না হয়ে যায় তাই আমরা প্রত্যেকে একদিন করে স্কুলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছি। স্কুলের শতাধিক পড়ুয়ার মিড ডে মিল যাতে বন্ধ না হয় তাও দেখা হচ্ছে।'' পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ব্লকের স্কুল পরিদর্শক

পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের হালাড়া প্রাথমিক বিদ্যলয়ে শিক্ষকের সংখ্যা চার। চারজনই বিএলও। সামনেই আবার বার্ষিক পরীক্ষা। কিন্তু কীভাবে শেষ হবে সিলেবাস? পঠনপাঠন শেষ হওয়ার আশঙ্কায় চিন্তা বাড়ছে পড়ুয়া থেকে অভিভাবকদের। অভিভাবকরা বলছেন অবস্থা যা তাতে গোটা স্কুলের পঠনপাঠন শিকেয় উঠেছে বললেও কম বলা হয়। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলের অদূরেই রয়েছে জামালপুর ব্লক প্রশাসনের অফিস। বিদ্যালয়ে এখন মোট পড়ুয়া সংখ্যা ১১২ জন। চার শিক্ষকের মধ্যে রয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত মালিক, সুজিত বাগ, অভিজিৎ মিত্র এবং সুজাতা মিশ্র মুখোপাধ্যায়। কিন্তু চারজনই এখন বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত। এর মধ্যে সুজিত বাগের মাথায় রয়েছে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব। স্কুলের পঠনপাঠন নিয়ে চিন্তিত তিনিও। উদ্বেগের সুরেই তিনি বলছেন, ''গত ৪ নভেম্বর থেকে আমি ও আমার স্কুলের বাকি তিন শিক্ষক-শিক্ষিকার ইটলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহম্মদ আসিফ ফির্দৌসিকে আপাতত হালাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহাল করেছেন। তিনি এখনও কোনওরকমে স্কুলটি সামলাচ্ছেন। তবে চাপ যে আছে মানছেন তিনিও। সহ-শিক্ষক অভিজিৎ মিত্রের গলাতেও উদ্বেগের সুর। তিনি বলছেন, ''আমাদের চারজনকেই বিএলও করে দেওয়ায় যথেষ্ট বিড়ম্বনায় পড়েছি। পড়ুয়াদের ঠিক মতো পড়াতে না পেরে আমাদেরও খারাপ লাগছে।'' স্কুলেরই এক পড়ুয়ার মা দেবিকা পোড়েলও ভেবে পাচ্ছেন না কীভাবে সিলেবাস শেষ হবে। তিনি বলছেন, ''সামনেই ডিসেম্বর। বার্ষিক পরীক্ষা রয়েছে। অন্য স্কুলের একজন শিক্ষক এখন স্কুল সামলাচ্ছেন। এভাবে কী হয়?'' জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মধুসূদন ভট্টাচার্য যদিও কমিশনের দিকেই আঙুল তুলছেন। খানিক ক্ষোভের সঙ্গেই বলছেন, ''নির্বাচন কমিশন যদি রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের শিক্ষা দফতরে সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিত তাহলে এই সমস্যা তৈরি হতোই না।''

ফের এসআইআর আতঙ্ক? রেললাইনে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা প্রৌঢ়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেলডাঙা, ১৬ নভেম্বরঃ কখনও অতিরিক্ত চিন্তার কারণে শরীর খারাপ, কখনও উদ্বেগের কারণে আত্মহত্যার চেষ্টা, এসআইআরের মূল পর্ব শুরু হতেই বিগত কয়েকদিনেই একের পর এক মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। একের পর এক মৃত্যুর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে এসআইআর তত্ত্ব। বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। পাল্টা বিজেপির দাবি, যে কোনও কারণেই মৃত্যু হলে সবের সঙ্গেই এসআইআর জুড়ে দিচ্ছে রাজ্যের শাসকদল। এমনকি এসআইআর নিয়ে অকারণে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে। এ নিয়ে তরজা-চর্চার মধ্যেই রেল লাইনে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা প্রৌঢ়া। ঘটনাকে কেন্দ্র

করে ব্যাপক চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার সারুলিয়া এলাকায়। মৃতের নাম শাকিলা বিবি (৫৫)। তাঁর আত্মীয়দের দাবি, এসআইআর নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরেই ব্যাপক আতঙ্কিত ছিলেন শাকিলা। রবিবার সকালে আচমকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে লালগোলা-শিয়ালদহ শাখায় সারুলিয়া এলাকায় রেল লাইনে মাথা দিয়ে দেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম ছিল শাকিলা বিবির। কিন্তু নামের বানান নিয়ে সংশয় ছিল। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, বিগত তিন চারদিন থেকেই তাঁর চিন্তার গ্রাফ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। সারাক্ষণ উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। বাড়ির লোকজন তাঁকে আশ্বস্ত করলেও তাতে কোনও কিছুই কাজ হয়নি। উদ্বেগের কথা মানছেন জামাই সেকেন্দর আলিও। তিনি কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। মাঝে শাশুড়ির সঙ্গে কথাও হয়। তিনিও বলছেন একই কথা। খানিক উদ্বেগের সুরেই তিনি বলছেন, ''ওকে অনেক বুঝিয়েছিলাম। বলছিলাম কিছুই হবে না। কিন্তু ও শুধুই বলছিল ধরে নিয়ে যাবে। আমি তো কাজে ছিলাম। কাজ থেকে এসে দেখি এই অবস্থা। ততক্ষণে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়ে গিয়েছে।''

চেয়ারম্যান ঘিরে বিবাদ তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৬ নভেম্বরঃ নয়া চেয়ারম্যানকে মানতে নারাজ একাধিক কাউন্সিলর। তাই পৌরপ্রধানকে ছাড়াই চলছে পুরসভা। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার ক্ষীরপাই পৌরসভার। সেখানে বেশ কয়েক দিন আগেই দলীয় নির্দেশ মেনে চেয়ারম্যান দুর্গাশঙ্কর পান নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এরপর নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণার পালা। নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে ক্ষীরপাই পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিকাশ দাসকে চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচন করে দল। এরপরেই বেঁকে বসেন অন্য কাউন্সিলররা। বিকাশকে চেয়ারম্যান হিসাবে মানতে পারবেন না বলে জেলা নেতৃত্বের কাছে একটি চিঠি জমা দিয়েছেন কাউন্সিলররা। কিন্তু নয়া চেয়ারম্যান ঘিরে কেন এত আপত্তি? কাউন্সিলরদের দাবি, ওই ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটে পিছিয়ে তৃণমূল। তাই তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে চেয়ারম্যান করা হোক।

বাংলাদেশের জেলবন্দি ভারতীয় মৎস্যজীবীর মৃত্যুতে কূটনৈতিক স্তরে হস্তক্ষেপের দাবি পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ, ১৬ নভেম্বরঃ বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলে বন্দি ভারতীয় মৎস্যজীবী বাবুল দাসের (২৫) মৃত্যুকে ক্রমেই ঘনাচ্ছে রহস্য। তীব্র আলোড়ন কাকদ্বীপে। বাড়ি কাকদ্বীপের পশ্চিম গঙ্গাধরপুরে। কানেও শুনতে পেতেন না, কথাও বলতে পারতেন না। তাঁর এই চরম পরিণতি কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না পরিবারের সদস্যরা। মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রে খবর, শনিবার দুপুরে বাংলাদেশে থাকা ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনের অফিস থেকে কাকদ্বীপের সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তখনই বাবুল দাসের মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়। তাতেই চাপানউতোর শুরু হয়ে যায় প্রশাসনিক মহলে। তবে মূল ঘটনার সূত্রপাত আরও বেশ কিছুদিন আগে। গত ১৪ জুলাই গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে পড়েছিল মা মঙ্গলচণ্ডী ট্রলার। তাতেই ছিলেন ১৭ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী। কিন্তু বাংলাদেশের জলসীমা পার করতেই তাঁদের আটক করে সে দেশের উপকূল রক্ষী বাহিনী। তারপর থেকে তাঁরা বাংলাদেশের জেলেই বন্দি ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কোনও যোগাযোগ ছিল না। ওই দলেই ছিলেন বাবুল। এখন তাঁর মৃত্যুর খবর সামনে আসতেই উদ্বেগ বেড়েছে বাকি ১৬ জন মৎস্যজীবীর পরিবারেও। পরিবারে অভাব। বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী ও পুত্র সন্তানকে নিয়ে কোনওমতে চলে সংসার। বাবুলের কাঁধে ভর করেই চলত সংসার। কিন্তু এখন আচমকা তাঁর মৃত্যুতে দিশাহীন হয়ে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। উঠেছে কান্নার রোল। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, কোনও শারীরিক সমস্যা নয় বাবুলের

আসল মৃত্যুর প্রকৃত কারণ গোপন করা হচ্ছে। বাবুল বিশেষভাবে সক্ষম থাকার কারণে তাঁর উপর কোনওরকম নির্যাতন চলেছে কিনা তাও খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছেন তাঁরা। পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পাশাপাশি ভারতের তরফে কূটনৈতিক হস্তক্ষেপেরও দাবি করছেন তাঁরা। অন্যদিকে মৎস্যজীবী সংগঠনের তরফে বাবুলের দেহ দ্রুত দেশে ফেরানোর সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। এদিকে তথ্য বলছে, চলতি বছরে আরও চারটি ভারতীয় ট্রলার বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক হয়েছে। বর্তমানে ৬১ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী বাংলাদেশের জেলে বন্দী রয়েছেন। তাঁদেরও দ্রুত দেশে ফেরানোর দাবি উঠেছে।

নদীর ধারে স্ত্রীর গলাকাটা দেহ, গাছে ঝুলছে স্বামী! সাতসকালে ভয়ঙ্কর কাণ্ড শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বরঃ জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে সাতসকালেই ব্যাপক চাঞ্চল্য শিলিগুড়িতে। ভক্তিনগর থানার আশিঘর আউট পোস্ট এলাকার থারোঘাটিতে উদ্ধার হল স্বামী-স্ত্রীর মৃতদেহ। নদীর ধার থেকে গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে অনিমা মণ্ডলের (৪০) দেহ। জঙ্গল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে তাঁর ৫০ বছরের স্বামী তপন মণ্ডলের দেহ। খবর চাউর হতেই সকালে শোরগোল পড়ে যায় প্রতিবেশীদের মধ্যে। কী কারণ এমন কাণ্ড তা কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না। খুন নাকি আত্মহত্যা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে চাপানউতোর। খবর পেতেই দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুরোদমে শুরু হয়েছে তদন্ত। কথা বলা হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে। দম্পতির দেহ উদ্ধার করে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে আসিঘড় আউটপোস্টের পুলিশ। এদিনই হবে ময়নাতদন্ত। রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর আসল কারণ সম্পর্কে ধোঁয়াশা অনেকটাই কাটবে বলে মনে করছেন

তদন্তকারীরা। পরিবারের সদস্যরা যদিও বলছেন বাড়িতে কোনও সমস্যাই ছিল না। কারও সঙ্গে কোনও ঝগড়া-বিবাদ কিছুই হয়নি। তাই হঠাৎ কেন এই কাণ্ড তা নিয়ে দিশাহীন তাঁরাও। অনিমা-তপনের ছেলে বলছেন, ''সন্ধ্যার দিকে আমাকে আমার বউ ফোন করে। তখনই বলে মা এখনও বাড়ি ফেরেনি। বাবা মাকে আনতে গিয়েছে। তারপর সাতটার দিকে ফোন করে বলে কেউ ফেরেনি। রাত বাড়তে থাকায় লাগাতার ফোন করি। কেউ ফোন ধরেনি। আশপাশে খোঁজাখুঁজি করি। কোথাও পাইনি। চিন্তায় চিন্তায় রাতে তো ঘুম হয়নি। ভোর হতেই আবার খোঁজ শুরু করে দিই। তারপরই তো দেখি এই কাণ্ড।''

পেয়েছেন আবাসের ঘর, বাংলাদেশি যুবকের যোগ দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৬ নভেম্বরঃ দিল্লিতে বিস্ফোরণের পরই গোটা দেশজুড়ে তদন্তে নেমেছে এনআইএ। সেই মতোই কোচবিহারের বাসিন্দা আরিফ হোসেনের বাড়িতে হাজির গোয়েন্দারা। তবে খোঁজ মেলেনি তাঁর। তবে এই ঘটনার পরই উঠে আসছে বিস্ফোরক তথ্য। অভিযোগ, ২০১৭ সালে ভোটার লিস্টে নাম

তুলেছেন তিনি। মিলেছে আবাস যোজনার ঘরও। কিন্তু কীভাবে সম্ভব? গ্রাম প্রধানের স্বীকারোক্তি, সে সময় তিনি দায়িত্বে ছিলেন না। অভিযুক্ত প্রথমে দিল্লি-গুজরাটে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল। পরবর্তীতে নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে নান্দিনায় স্থায়ীভাবে বাস করে আরিফ। সব জানার পরেও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কেন পুলিশকে সবটা জানালো না তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন? যদিও গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহেশ চন্দ্র বর্মণ বলেন, ২০১৭-১৮ সালে সরকারি দফতরের লোক এসে সার্ভে করেছিলেন। তারা ওই যুবকের ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড দেখে সার্ভে করেছে। সেই ভিওতিেই ওর লিস্টে নাম এসে থাকতে পারে। তবে প্রশ্ন উঠছে, কী করে বাংলাদেশির নাম ভোটার তালিকায় উঠল তাঁর? কোন জাদু বলে আধার কার্ড ও আবাস যোজনার ঘর পেয়ে গেলেন ওই বাংলাদেশি? উল্লেখ্য, দিল্লির লাল কেল্লার অদূরে বিস্ফোরণের পর থেকেই সারা দেশজুড়ে এনআইএ হানা দেয়। গত বুধবার ভোর চারটা নাগাদ এনআইএর তিন সদস্যের বিশেষ টিম হানা দেয় কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার সীমান্ত গ্রাম নয়ারহাটের নান্দিনায়। সেখানে আরিফ হোসেন নামে এক যুবকের বাড়িতে চার ঘণ্টার বিশেষ অভিযান চালায়। সেখানে আরিফের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-সহ তার যাবতীয় কাগজ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। এবং তার একটি মোবাইল ফোন ও সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করে এনআইএ। আর এনআই-এর অভিযানের দেওয়া সিজার লিস্টে আরিফের বিরুদ্ধে যেসব ধারা দেওয়া হয়েছে তার বেশির ভাগটাই জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার আরিফের বাংলাদেশের পরিচয় স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর শাশুড়ি সায়রা বিবি নিজেই। স্বাভাবিক ভাবেই একদিকে যখন এসআইআর এর আবহ,তখন বাংলাদেশি সন্দেহভাজন জঙ্গি কী করে এতরকম সুবিধা লাভ করতে পারে? উঠছে প্রশ্ন।

পুরুলিয়ার মাটিতে বিপ্লব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই এয়ারস্ট্রিপেই এবার উড়বে বিমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৬ নভেম্বরঃ বিমান পরিবহণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটতে চলেছে পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়া শহর থেকে মাত্র ৮ কিমি দূরে ছররাতে পরিত্যাক্ত বিমানবন্দরকে নতুন করে চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জরুরি পরিস্থিতিতে বিমান ওঠানামার জন্য পুরুলিয়ার মফস্বল থানা এলাকার ছররায় এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করেছিল ব্রিটিশরা। বর্তমানে সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফেলে যাওয়া সেই রানওয়ে অর্থাৎ এয়ারস্ট্রিপকে নতুন করে বিমানবন্দর হিসেবে তৈরি করতে চায় রাজ্য সরকার। সেই মর্মে বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের পরিবহন বিভাগের এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ার, রাইটস ডিপার্টমেন্ট এবং ভূমি দফতরের আধিকারিকরা এই রানওয়ে পরিদর্শন করেন। জমির মানচিত্রও খতিয়ে দেখা হয়। বিমানবন্দরটির দৈর্ঘ্য ১৭২২ মিটার ও প্রস্থ ৩৫০ মিটার। এদিন জেলাশাসক জানিয়েছেন, টেকনিক্যাল ভিজিবিলিটি খতিয়ে দেখার জন্যই এই দলটি পরিদর্শনে এসেছিল। টেকনিক্যাল টিমের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ হল, বিমান ওঠানামায় বেশ কিছু সমস্যা হতে

পারে। এয়ারস্ট্রিপের একদিকে রেললাইন এবং রানওয়ের ওপর হাইটেনশন বৈদ্যুতিক তার থাকার কারণে এয়ারক্রাফ্‌ট নামতে বা উড়তে পারবে না। পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে ওই হাইটেনশন তার সরিয়ে ফেলা যায়। তাহলে পশ্চিম দিক বরাবর ১৯ আসন বিশিষ্ট ছোট এয়ারক্রাফ্‌ট নামানো সম্ভব হবে। রানওয়ের দৈর্ঘ্য সামান্য বাড়ানো গেলে ৪২ আসন বিশিষ্ট বিমানও ওঠানামা করতে পারবে। এছাড়াও, টেকনিক্যাল টিম বিকল্প হিসেবে একটি 'এয়ার ট্রেনিং স্কুল' তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছে। এই এয়ারস্ট্রিপ বিমানবন্দরটি ভৌগলিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। এটি ঝাড়খণ্ড সীমান্ত ঘেঁষা হওয়ায় ঝাড়খণ্ডের একাধিক বড় শহর পাশে রয়েছে। রয়েছে রঘুনাথপুর ও আসানসোলের মতো শিল্পনগর। আঞ্চলিক অর্থনীতির জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের পর্যটনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জেলা হল পুরুলিয়া। অযোধ্যা পাহাড়, মুরগুমা থেকে বড়ন্তী বা দুয়ারসিনি। রয়েছে একাধিক পর্যটনক্ষেত্র। কলকাতা থেকে পুরুলিয়া যেতে যেখানে ৬-৭ ঘণ্টা সময় লাগে, সেখানে বিমান চালু হলে ১ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। ফলে সময় অনেকটাই বাঁচবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, টেকনিক্যাল রিপোর্ট দ্রুত রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু হবে। তবে এই উদ্যোগ এটাই প্রথমবার নয়। ২০০৩-০৪ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার প্রথম উদ্যোগ নিলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ হিসেবে উঠে এসেছিল জমি সংক্রান্ত জটিলতা। এই জমি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের আওতাধীন ছিল। পরবর্তীতে তৎকালীন বাঘমুন্ডির বিধায়ক নেপাল মাহাতোর উদ্যোগে জমি রাজ্য সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হলেও কাজ থমকে যায়। ২০০৮-০৯ এবং ২০১১-১২ সালেও উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। ২০১৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিমানবন্দরটি চালু করার কথা ঘোষণা করলেও কাজ আর এগোয়নি। আপাতত এই বিমানবন্দরকে ঘিরে প্রত্যাশা তুঙ্গে।

অস্থির বাংলাদেশ! ভারতের কোস্টগার্ডের হাতে আটক ওপারের সন্দেহজনক ট্রলার-সহ ২৯

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ, ১৬ নভেম্বরঃ জলসীমা লঙ্ঘন করায় গ্রেফতার করেছিল বালাদেশের কোস্ট গার্ড। আটক করা হয়েছিল এপারের ১৭ জন মৎস্যজীবীকে। তারপর থেকে তাঁরা সেদেশেই জেলবন্দি। এরইমধ্যে কাকদ্বীপের মস্যজীবী বাবুল দাসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঘনাচ্ছে রহস্য। এ নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করার অভিযোগে বাংলাদেশের ২৯ জন মৎস্যজীবী-সহ আটক 'এফবি আমিনা গণি' নামক একটি ট্রলার। ট্রলারটিতে ২৯ জন মৎস্যজীবী ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। এদিকে এবার বিগত কয়েকদিন ধরেই নতুন করে অস্থির হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। এই আবহে তাঁদের পরিচয় নিয়ে কিছু ধোঁয়াশা রয়েই গিয়েছে। বঙ্গোপসাগরে টহল দিচ্ছিল ভারতের উপকূল রক্ষী বাহিনী। তখনই তাঁদের নজরে আসে বাংলাদেশি ওই ট্রলারটি ভারতের জলসীমা লঙ্ঘন করে এদিকে চলে এসেছে। তখনই সেটিকে আটক করা হয়। ২৯ জন মৎস্যজীবী-সহ ট্রলারটিকে নিয়ে আসা হয় সুন্দরবনের ফ্রেজারগঞ্জের উপকূলে। এরপরই বাংলাদেশিদের ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই সময় ছিলেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার সাগরের এসডিপিও এবং ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর অধিকারিকরা। যাঁদের পাকড়াও করা হয়েছে ওই ২৯ জন সত্যিই বাংলাদেশি নাকি অন্য কোনও কারণে তাঁরা ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিল তা জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারীরা। যদিও ধৃতরা বাংলাদেশের কক্সবাজারের বাসিন্দা বলে পুলিশকে জানিয়েছে। এদিনই তাঁদের কাকদ্বীপের মহকুমা আদালতে পেশ করা হচ্ছে। অন্যদিকে চলতি বছরে আবার চারটি ভারতীয় ট্রলার বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক হয়েছেন। বর্তমানে ৬১ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী বাংলাদেশের জেলে বন্দি রয়েছেন। তাঁদেরও দ্রুত ঘরে ফেরানোর দাবিতে সরব হয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

ফের মহামারী! বার্ড ফ্লুতে মৃত্যু ঘিরে শঙ্কিত মার্কিন বিজ্ঞানীরা

ওয়াশিংটনে এক মার্কিন নাগরিকের মৃত্যু ঘিরে ঘনাচ্ছে শঙ্কার মেঘ। জানা গিয়েছে,৫গ৫ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। যে স্ট্রেন তাঁর শরীরে মিলেছে তা এর আগে কখনও কোনও মানুষের শরীরে দেখা যায়নি। স্বাভাবিক ভাবেই বাড়তি নজর রয়েছে সেদিকে। সিএনএনের রিপোর্ট অনুযায়ী, এর থেকে সামগ্রিক ভাবে জনস্বাস্থ্যের বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা নেই। কিন্তু এরই পাশাপাশি একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়ার মতো কিছু দেখছেন না ড. রিচার্ড ওয়েবির মতো গবেষক। তিনি জানিয়েছেন, এই ভাইরাসটির মধ্যে মহামারীর ' থাকতে পারে।

তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, এটা ঠিক কতটা সম্ভব তা নিয়ে তর্ক করতেই পারি আমরা। কিন্তু আসলটা কেউ জানে না। দুর্ভাগ্যবশত, কেবল সময়ই এর উত্তর দেবে। জানা যাচ্ছে, গত জানুয়ারিতে হওয়া এক মৃত্যু-সহ সব মিলিয়ে বর্তমানে ৭০ জন বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন আমেরিকাতে। এর মধ্যে আলাদা করে নজর কাড়ছে সাম্প্রতিক মৃত্যুটি। তবে জানা গিয়েছে নিহত ব্যক্তিটির অন্যান্য শারীরিক সমস্যাও ছিল। এবং তিনি কিছুদিন আগেই সেজন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

কিন্তু কীভাবে ওই ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন তিনি? মনে করা হচ্ছে, বাড়ির পিছনদিকে থাকা পোলট্রি ফার্ম থেকেই সংক্রমিত হন ওই প্রবীণ। কিন্তু কী লক্ষণ এই সংক্রমণের? জানা যাচ্ছে, জ্বর, চোখ লালের মতো সাধারণ উপসর্গ থাকছে। তবে কারও ক্ষেত্রেও শুরুতেই অসুস্থতা আরও তীব্র হতে পারে। কেবল পাখি নয়, গবাদি পশু থেকেও সংক্রমণ ছড়ানোর নজির মিলছে। এই পরিস্থিতিতে যাঁরা পাখি বা গবাদি পশুপালন করেন, তাঁদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে পশুপাখির মলমূত্র সাফ করার সময় বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে।

বিচারব্যবস্থার ক্ষমতা খর্ব, পাকিস্তানে পদত্যাগ আরও এক বিচারপতির

১৬ নভেম্বর ঃ পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের একনায়কতন্ত্রের জেরে ভয়ংকর সংকটের সেদেশের বিচার ব্যবস্থা। পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধনের প্রতিবাদে এবার ইস্তফা দিলেন লাহোর হাই কোর্টের বিচারপতি শামস মেহমুদ মির্জা। এর আগে গত বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি। সবমিলিয়ে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে শক্তিশালী করতে শাহবাজের পাশ করা বিল চরম অচলবস্থা তৈরি করল পাকিস্তানে।

শাহবাজ শরিফ ও আসিম মুনির জুটির কবলে এমনিতেই নিষ্পেষিত পাকিস্তানের গণতন্ত্র। নিজেদের মর্জিমতো সমস্ত কিছু করায়ত্ব করতে সংবিধানে বদল এনেছে শাহবাজ সরকার। সংবিধান সংশোধন করে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের জন্য আনা হয়েছে বিশেষ রক্ষাকবচ। ক্ষমতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে তাঁর। অন্যদিকে ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে সে দেশের সুপ্রিম কোর্টের। নয়া সংশোধনে সংবিধান সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা সুপ্রিম কোর্টের পরিবর্তে সাংবিধানিক আদালতে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এই ব্যবস্থা দেশের গণতন্ত্রকে দুর্বল করবে এবং সেনাকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পিত ষ়যন্ত্র। যাতে পাক সেনাবাহিনী দেশে স্বেচ্ছাচারিতা চালাতে পারে। এরই প্রতিবাদে পদত্যাগ করছেন একের পর এক বিচারপতি।উল্লেখ্য, গত বুধবার পাক পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে সংবিধানের ২৪৩ অনুচ্ছেদ সংশোধন সংক্রান্ত বিল পাশ করে শাহবাজ সরকার। এর ফলে সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল থেকে মুনির হলেন সেনা সর্বাধিনায়ক বা চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস।

এর আগে এরকম কোনও পদ পাক সেনাবাহিনীতে ছিল না। সংবিধান সংশোধনের করে নতুন এই পদ সৃষ্টি করা হল। এর পাশাপাশি নতুন বিলে মুনিরের জন্য বিশেষ আইনি রক্ষাকবচও দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার এই সংশোধনীতে সই করেছেন পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদার। এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবারই পদত্যাগ করেন বিচারপতি সৈয়দ মনসুর আলি শাহ এবং বিচারপতি আথার মিনাল্লাহ। এবার পদত্যাগ করলেন লাহোর হাই কোর্টের বিচারপতি। পাকিস্তানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে পাশ হল সংবিধান সংশোধনী বিল। ফিল্ড মার্শাল থেকে একেবারে সেনা সর্বাধিনায়ক হলেন অসিম মুনির। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা খর্ব করতেও নতুন একটি বিল পাশ করানো হয়েছে বলে খবর। পাক জনতার আশঙ্কা ফের সেনা শাসনের দিকে এগোচ্ছে দেশ। এবার এর বিরুদ্ধে হুঙ্কার জেলবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দলের। দেশজুড়ে বিক্ষোভের সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তানের বিরোধী জোট।

বাংলাদেশে মুক্ত জঙ্গি নেতা!

১৬ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ এশিযার নিরাপত্তা মানচিত্রে নতুন উদ্বেগ তৈরি হযেছে। বাংলাদেশভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন ' বাংলা টিম', যা আল-কাযেদা ইন দ্য ইন্ডিযান সাবকন্টি নেন্ট -এর সহযোগী সংগঠন, তার কার্যকলাপ নিযে ফের তীব্র সতর্কতা জারি করেছে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। একদিকে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সিদ্ধান্তে এবিটি প্রধান জাশিমুদ্দিন রহমানি মুক্তি পেযেছে, অন্যদিকে ভারতের অসম, মুর্শিদাবাদ ও দিল্লিতে ক্রমাগত এবিটি জঙ্গি গ্রেপ্তার হচ্ছে।

ট্রেনের পরিষেবা চালু রাখার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে, রেলের তরফে সাহেবগঞ্জ ও দানাপুরের মধ্যে বিশেষ ট্রেনের পরিষেবা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হযেছে।

শীত পড়তেই কমলালেবুর গন্ধ ম ম করছে,নাগপুরের লেবুর দাপট বাজারে

ঘরের বাজারে বাইরের লেবুর দাপট, মানা যায়। কিন্তু কি করারা আছে। শীত এসেছে, এর মানেই দার্জিলিংয়ের কমলালেবু। কিন্তু পাহাড়ি সেই কমলা মালদহের বাজারে আসতে এখনও অনেক দেরি। সাধারণত ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা দু'মাস বাজারে দার্জিলিংয়ের লেবু পাওয়া যায়। কিন্তু শীতের শুরুতেই মালদহের বাজারে দাপট দেখাচ্ছে নাগপুরের কমলালেবু, বিক্রি হচ্ছে প্রচুর। দামও কিন্তু কম নয়। প্রতি কেজির দাম ৮০ থেকে ১০০ টাকা, কোথাও ১২০ টাকা। তবু কিনে নিতে ছাড়ছেন না খাদ্যরসিক বাঙালি।

তবে এর উলটোদিকও আছে। না জেনে শীতের এই কমলালেবু কিনে ঠকছেন অনেকে। নাগপুরের লেবুকেই দার্জিলিংয়ের কমলালেবু ভেবে কিনে নিচ্ছেন তাঁরা। যদিও বিক্রেতাদের দাবি, এই কমলা যে দার্জিলিংয়ের নয়, সেটা খদ্দেরদের নিশ্চিত করে বলেই দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা কিনছেন তাঁদের কথায়, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো যায় কি। কিন্তু একানে দেখা যাচ্ছে তাই হচ্ছে। দার্জিলিংয়ের কমলা বাজারে না আসা পর্যন্ত নাগপুরই চলুক।

মালদহ শহরের উপকণ্ঠে রবীন্দ্রভবনের কাছে ইংলিশবাজার নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি চত্বরে রয়েছে মূল ফলের আড়ত। সেখান থেকেই ফলমূল পৌঁছে যায় খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে। ফলের আড়তদাররা জানান, দার্জিলিং পাহাড়ের কমলালেবু মালদহের বাজারে আসতে এখনও দেরি আছে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে মালদহের বাজারে তার আমদানি হবে।

বুলেট ট্রেনের গুরুত্ব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গতকাল গুজরাটের সুরাটে নির্মাণাধীন বুলেট ট্রেন স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং মুম্বাই-আহমেদাবাদ হাই-স্পিড রেল করিডোরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। তিনি ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন প্রকল্পের দলের সাথেও মতবিনিময় করেন এবং গতি এবং সময়সূচী লক্ষ্যমাত্রা মেনে চলা সহ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কর্মীরা তাকে আশ্বস্ত করেন যে প্রকল্পটি কোনও অসুবিধা ছাড়াই সুচারুভাবে এগিয়ে চলেছে।

ইলিশ-ভেটকি নয়, স্বাদ বদলে বানিয়ে ফেলুন গন্ধরাজ চিংড়ি পাতুরি, রইল রেসিপি

মাছের প্রতি বাঙালির প্রেম আদি ও অকৃত্রিম। ইলিশ-চিংড়ি নিয়ে বাঙাল-ঘটির যতই দ্বন্দ্ব থাকুক না কেন পাতে সুস্বাদু রান্না পালে সে দ্বন্দ্ব যে অতীত হয়ে যায় সেবিষয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। মাছের মতোই বাঙালির আরও এক খাবারের প্রতি রয়েছে প্রবল দুর্বলতা, আর তা হল পাতুরি। নানা রকমের মাছ দিয়ে পাতুরি খাওয়ায় বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। আজ রইল ভিন্নস্বাদের গন্ধরাজ চিংড়ি পাতুরি কি ভাবে বানানো যায় তার কথা।

উপকরণঃ চিংড়ি মাছ ৫০০ গ্রাম, কুচো চিংড়ি ২৫০ গ্রাম, কলাপাতা ৩-৪টি, গন্ধরাজ লেবুর পাতা ৪টি, গন্ধরাজ লেবুর রস ৪-৫টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ৩ টেবিল চামচ, পোস্ত বাটা ৩-৪ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিলচামচ, সাদা তেল ৩টেবিল চামচ, নারকেল বাটা ৪-৫ টেবিল চামচ, নুন ও গোলমরিচ গুঁড়ো স্বাদমতো।

প্রণালী ঃ প্রথমে চিংড়ি ভালোভাবে ধুয়ে পরিস্কার করে নিয়ে মিক্সার গ্রাইন্ডারে পেস্ট বানিয়ে নিন। এরপর তাতে কুঁচো চিংড়ি ও সমস্ত উপকরণ একে একে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর আগুনে পাতুরির জন্যও কেটে রাখা কলাপাতা সেঁকে নিয়ে তাতে চিংড়ির বেশ খানিকটা মিশ্রণ নিয়ে তার উপর একটা করে গন্ধরাজ লেবুর পাতা রেখে কলাপাতাটি ভালো করে মুড়ে রেখে দিন। এরপর একটি ফ্রাইং প্যানে সামান্য তেল দিয়ে কলাপাতায় মোড়ি চিংড়ি পাতুরির উপকরণ দিয়ে ভালোভাবে দু'পিঠ ভেজে নিয়ে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

পাহাড়ি মোমো বানাতে পারেন কিন্তু স্যুপ বা চাটনি নয়? সহজ রেসিপি

শীত পড়েছে।পাহাড়ী মোমোর কথা মনে পড়ে যায়, তাই এই সময় পাহাড়ে সুযোগ না হলে বাড়িতেই যাতে সেই স্বাদ পাওয়া যায় তাই পাহাড়ি স্বাদে মোমো বানানোর রেসিপি অনেকেই শিখে নেন। বানিয়েও ফেলেন নিজের হেঁশেলে। কিন্তু সঙ্গে পাহাড়ি মোমোর সেই স্যুপ ও চাটনি বাদ সাধে। তা অনেকক্ষেত্রেই সঠিকভাবে বানানো হয়ে ওঠে না। তাই পাহাড়ি মোমোর খাওয়ার সময় তার স্বাদে কিছুটা পার্থক্য থাকে বইকি। সহজ পদ্ধতি মেনে এবার বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন এবার স্যুপ আর ঝালঝাল চাটনি। রইল রেসিপি।

মোমোর চাটনি বানাতে লাগবে শুকনো লঙ্কা ৫-৬টি, ভিনিগার ২ টেবিল চামচ, রসুন ২-৩ কোয়া, নুন- স্বাদমত, চিনি- আধ চা চামচ

প্রথমে শুকনো লঙ্কাগুলো কেটে নিয়ে তা থেকে দানা বের করে দিন। এরপর গরম জলে ১০-১৫মিনিট ভিজিয়ে রেখে দিন। সময় থাকলে ভিনিগারেও ভিজিয়ে রাখতে পারেন বেশি সময় ধরে। এরপর মিক্সার গ্রাইন্ডারে সবটা নিয়ে পেস্ট করে নিন। পেস্ট করার সময় তাতে যোগ করুন রসুন, নুন ও চিনি। চাইলে রসুন পেস্ট না করে কুচি করেও মিশিয়ে নিতে পারেন পেস্টের সঙ্গে। হয়ে গেলে উপর থেকে সামান্য সাদা তেল ছাড়িয়ে নিন। ব্যস আপনার গরম মোমোর সঙ্গে ঝাল ঝাল চাটনি তৈরি।

অন্যদিকে মোমোর স্যুপ বানানোর জন্য লাগবে হাড়সমেত মুরগির মাংস ২৫০ গ্রাম, নুন- স্বাদমতো, পেঁয়াজ কুচি- ২টি, গাজর কুচি- আধ কাপ, গোলমরিচ ৮-১০টি, পেঁয়াজ পাতা- আধ কাপ, তেজপাতা- ২-৩টি, জল ১ লিটার। প্রথমে হাড়সমেত মুরগির মাংস ভালো করে ধুয়ে নিন।

NAME CHANGE

I, Anowara Bibi (Old Name) D/o Ayub Sk Residing at Vill+P.o - Balakhali, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Anoyara Sk (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 14-11-2025. Anowara Bibi (Old Name) and Anoyara Sk (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mustafa Shaikh (Old Name) S/o Amanat Sk Residing at Vill+P.o - Balakhali, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Golam Mostafa Sk (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 14-11-2025. Mustafa Shaikh (Old Name) and Golam Mostafa Sk (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Aminun Shaikh (Old Name) W/o Asraf Sk D/o Abul Kasem Sk Residing at Vill+P.o - Balakhali, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Aminun Sk (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 14-11-2025. Aminun Shaikh (Old Name) and Aminun Sk (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Biswanath Jain (old name) son of Ramkumar Jain, residing at BL-A, 5th Floor, Flat – 5C, 46B, Matheshwartola, Gobinda Khatick Road, Kolkata – 700046, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Bishwa Nath Jain (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/11/2025. Biswanath Jain (old name) and Bishwa Nath Jain (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Subrata Kumar Mukherjee (old name) son of Subodh Kumar Mukherjee, residing at Hijalpukuria, Habra(M), Dist: North 24 Parganas, Pin: 743271, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Subrata Mukherjee (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/11/2025. Subrata Kumar Mukherjee (old name) and Subrata Mukherjee (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Imtiaz (old name) S/O Mushtaque Ahmed, residing at I-82/5, Kasai Para, Po & Ps.- Garden Reach Kolkata, Pin-700024, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Imtiyaj Ahmed (new name) as declared before the notary public at Kolkata, dated 10/11/2025. Imtiyaj Ahmed (new name) and Md Imtiaz (old name) both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Sikandar Buksh (old name) S/O Moin Sheikh, residing at 6D/3, Tiljala Shibtala Lane Kolkata PIN.700039, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sheikh Sikander (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 12/11/2025. Sheikh Sikander (new name) and Sikandar Buksh (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, HAFIZUL S/O SK ABDUL SHUKUR Residing at Nagar Danga, P.O.-Magura, P.S.-Pandua, District - Hooghly, Pin - 712149, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SK HAFIZUL as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Chinsurah vide affidavit No 10254, Dated 31-10-2025. HAFIZUL and SK HAFIZUL both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, SUKUR ALI and ABDUL SUKUR S/O SK KORBAN Residing at Nagar Danga, P.O.-Magura, P.S.-Pandua, District - Hooghly, Pin - 712149, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SK ABDUL SHUKUR as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Chinsurah vide affidavit No 10254, Dated 31-10-2025. SUKUR ALI and ABDUL SUKUR and SK ABDUL SHUKUR both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, MAINUDDIN AHAMED S/O KAJEM ALI PURKAIT Residing at Vill -Dakshin Harindanga, P.O.& P.S.-Dholahat, District - South 24 Parganas, Pin - 743399, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MAINUDDIN AHMED PURKAIT as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore vide affidavit No 41379, Dated 01-07-2025. MAINUDDIN AHAMED and MAINUDDIN AHMED PURKAIT both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, SUTRINA SAHOO W/O AVIJIT HALDER Residing at 86/6, Nabapally Netaji Subhash Road, P.O.-Jaynagar Majilpur, P.S.-Jaynagar, District - South 24 Parganas, Pin - 743337, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SUTRINA HALDER as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated, Dated 14-11-2025. SUTRINA SAHOO and SUTRINA HALDER both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Ranjit Singha (Old Name) son of Late Ramjay Singha, residing at Vill & P.O -Krishna Devpur , P.S.-Kalna, Dist- Purba Bardhaman, Pin-713405, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ranajit Singha (New name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/11/2025.Ranajit Singha (New Name) and Ranjit Singha (Old name).both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mem Singha (Old Name) wife of Ranajit Singha, residing at Vill & P.O - Krishna Devpur , P.S-Kalna, Dist- Purba Bardhaman, Pin-713405, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Bebi Singha (New name) as declared before the notary public at Kolkata dated 14/11/2025.Bebi Singha (New Name) and Mem Singha (Old name).both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kamaluddin Ansari son of Late Year Mohammad, residing at Harish Mitra Road, Muslim Bengali Para, P.O- Hazinagar, P.S- Halisahar, Dist-24 Parganas (North), Pin-743135, West Bengal, India, have changed my father's name Iar Mohammad to Year Mohammad and shall henceforth be known as Year Mohammad (New name) vide affidavit sworn before the notary public at Kolkata dated 12/11/2025.Year Mohammad (New name) and Iar Mohammad (Old name).both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Indrajit Majumdar (old name) son of Santosh Majumder, residing at VIII: Ghugragachi, P.O – Naba Rupdaha, P.S – Hanskhali, Dist: Nadia, Pin: 741502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Indrajit Majumder (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/11/2025. Indrajit Majumdar (old name) and Indrajit Majumder (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Santosh Majumdar (old name) son of Nitai Majumder, residing at VIII: Ghugragachi, P.O – Naba Rupdaha, P.S – Hanskhali, Dist: Nadia, Pin: 741502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Santosh Majumder (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/11/2025. Santosh Majumdar (old name) and Santosh Majumder (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abu Sayed Mohammad Abdul Khaled Molla (Old Name) son of Md Abdus Sattar Molla, residing at ,Vill - Mohammadpur, P.O.-Kadampukur, P.S. -Rajarhat, Dist - 24 Parganas (North), Pin-700135, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as A.S. M.Abdul Khaled Molla (New name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/11/2025. A.S.M. Abdul Khaled Molla (New Name) and Abu Sayed Mohammad Abdul Khaled Molla (Old name).both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Dipayan Mondol (Old Name) son of Late Prasanta Mondal, residing at , Vill - Khamar Shibtala, P.S.-Rajarhat, Dist - 24 Parganas (North), Pin-700135, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Dipayan Mondal (New name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/11/2025.Dipayan Mondal (New Name) and Dipayan mondol (Old name).both are same and one identical person.

NAME CHANGE

Shanta Kundu, W/o, Nadia Behari Kundu resident of Kalikapur Math Para, Bolpur, Dist.-Birthum, Pin-731204 in my Aadhar Card No. (565107518216) my name is written as Shanta Kundu (Rano), I shall henceforth be known as Shanta Kundu (Rano) ad declared before 1st Class Judicial Magistrate at Bolpur Court, Birthum vide Affidavit No.-7376, Dt.-15.11.25. Shanta Kundu & Shanta Kundu (Rano) both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Prasanta Paul, S/o Jiban Paul, residing at Vill Saltia, P.O.& P.S. Habra, Dist. North 24 Pgs. have changed my name and shall henceforth be known as Prasanta Kumar Paul S/o Jiban Krishna Paul as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Barasat vide affidavit No. 7799 dt. 10/11/2025 Prasanta Paul S/o Jiban Paul and Prasanta Kumar Paul S/o Jiban Krishna Paul both are one and same identical person.

NAME CHANGE

I, TAPAN KUMAR CHATTERJEE & TAPAN S/O-LATE NIKHIL CHANDRA CHATTERJEE residing at RAMKRISHNAPALLY PO-MALDA , P.S- ENGLISHBAZAR , DIST-MALDA PIN-732101, do hereby declare that I have changed my name from (old name) TAPAN KUMAR CHATTERJEE & TAPAN to (new name) TAPAN CHATTERJEE and henceforth I, shall be known as (new name) TAPAN CHATTERJEE in all purpose , vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 17/11/2025. (new name) TAPAN CHATTERJEE (old name) TAPANKUMAR CHATTERJEE & TAPAN both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, TAPAN KUMAR CHATTERJEE & TAPAN KUMAR CHATTOPADHYAY S/O-LATE NIKHIL CHANDRA CHAT TERJEE residing at RAMKRI SHNAPALLY PO- MALDA , P.S-ENGLISHBAZAR, DIST-MALDA PIN-732101, dohereby declare that I have changed my name from (old name) TAPAN KUMAR CHAT TERJEE & TAPAN KUMAR CHAT TOPADHYAY to (new name) TAPAN CHATTERJEE and henceforth I, shall be known as (new name) TAPAN CHATTERJEE in all purpose , vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 17/11/2025.(new name) TAPAN CHATTERJEE & (old name) TAPAN KUMAR CHATTERJEE & TAPAN KUMAR CHATTOPADHYAY both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ALI NEWAJ SK (old name) S/O-NABI NEWAJ residing at VILL& PO-BURWAN P.S-BURWAN DIST MURSHI DABAD PIN-742132 , West Bengal do here by declare that , I have changed my name from ALI NEWAJ SK(old name) to (new name) ALI NEWAJ and I shall be henceforth be known as ALI NEWAJ (new name) in all purpose, vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court dated on 17/11/2025. ALINEWAJ (New name) and ALI NEWAJ SK (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,LOTIF MALI & LATIF(OLD NAME) S/O CHHAPED MALI , RESIDING AT, BALLARTOP ,SHIBGANJ , P. S - BASANTI S. 24.PGS.- 743312 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LATIP MALI (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 14/11/2025 , LATIP MALI (NEW NAME) AND LOTIF MALI & LATIF (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

NAME CHANGE

I,MD KUTUBUDDIN MALI (OLD NAME) S/O LATIP MALI , RESIDING AT, BALLARTOP ,SHIBGANJ, P. S - BASANTI, S. 24.PGS.- 743312 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KUTUBUDDIN MALI (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 14/11/2025 , KUTUBUDDIN MALI (NEW NAME) AND MD KUTUBUDDIN MALI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

নাম পরিবর্তন

আমি সাগরিকা বসু স্বামী সুদীপ বসু, ঠিকানা গ্রাম পোঃ কেশবপুর ,থানা আরামবাগ, জেলা-হুগলী পিন ৭১২৪২৮ প ঃবঃ। আমার পুত্রের (কাশীনাশ ভান্ডারী), WBBSE Admit, Marksheet, passed certificate এবং WBCHSE Admit, Marksheet Pass certificate ভুলবশত সাগরিকা ভান্ডারী হয়েছে। গত ১৪.১১.২৫ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ হুগলী কোর্টের এফিডেভিট বলে সাগরিকা বসু স্বামী সুদীপ বসু এবং সাগরিকা ভান্ডারী উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইল।

নাম পরিবর্তন

আমি palas chandra Adak পিতা Nemai chandra Adak (পুরাতন নাম) ঠিকানা-গ্রাম-হরিণখালি পোঃ- Nimdangi, থানা-পুরশুড়া, জেলা-হুগলী প ঃ বঃ পিন নং ৭১২৪১৪ স্থায়ী বাসিন্দা। ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Palash Adak পিতা Nemai Adak (নতুন নাম) পরিচিত হলাম। গত ১২. ১১.২০২৫ তারিখে (SL. NO 3779) এফিডেভিট বলে Palas Chandra Adak পিতা Nemai chandra Adak (পুরাতন নাম) এবং Palash Adak পিতা Nemai Adak (নতুন নাম) উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হল।

NAME CHANGE

I, Abdul Zabbar Sk (Old Name) S/O–Hafejuddin Sk resident of Vill-Dhanirampur , Po-Bahadurpur , Ps-Bhagwangola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Zabbar Sk to Md Abdul Jabbar and henceforth I shall be known as Md Abdul Jabbar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/11/2025. My name Md Abdul Jabbar & Abdul Zabbar Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Selim Shaikh , my son's (Old Name) Md Shaheed Tousif Reza Chowdhury resident of Vill- Purba Debidaspur , PO-Kankuria , PS-Samserganj , Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my son's name from Md Shaheed Tousif Reza Chowdhury to Md Shaheed Reza and henceforth my son's name shall be known as Md Shaheed Reza (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/11/2025. My Sons's name Md Shaheed Reza & Md Shaheed Tousif Reza Chowdhury both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Seikh Anarul (Old Name) S/O–Fareshtulla Sk residing at Vill & PO-Natungram , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742137 do hereby declared that I have changed my name from Seikh Anarul to Anarul Sk and henceforth I shall be known as Anarul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/11/2025. My name Anarul Sk & Seikh Anarul both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Khodabask Sk (Old Name) S/O–Easin Sk residing at Vill-Udaychandpur , PO-Jibanti , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Khodabask Sk to Khodabox Sk and henceforth I shall be known as Khodabox Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/11/2025.My name Khodabox Sk & Khodabask Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sebika Khatun (Old Name) W/O–Saheb Sk residing at Jamna , Mahalandi , Kandi, Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Sebika Khatun to Sebina Khatun and henceforth I shall be known as Sebina Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/11/2025. My name Sebina Khatun & Sebika Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mujibar Rahaman (Old Name) S/O–Nurmahammad Mondal residing at Baneswarpur , Balagar , Hooghly , West Bengal 712515 do hereby declared that I have changed my name from Mujibar Rahaman to Majurahaman Mondal and henceforth I shall be known as Majurahaman Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/11/2025. My name Majurahaman Mondal & Mujibar Rahaman both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Sukur Ali Mondal (Old Name) S/O–Md Nur Mohammad Mondal residing at Vill-Ramkrishnapur , PO-Kadambagachi , PS-Chakdah , Ranaghat , West Bengal 741222 do hereby declared that I have changed my name from Md Sukur Ali Mondal to Sukurali Mondal and henceforth I shall be known as Sukurali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/11/2025. My name Sukurali Mondal & Md Sukur Ali Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Monoj Talukdar (Old Name) S/O–Haran Talukdar residing at Lalbazar, Lalbazar Betai , Tehatta , Nadia , West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Monoj Talukdar to Manoj Talukdar and henceforth I shall be known as Manoj Talukdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/11/2025. My name Manoj Talukdar & Monoj Talukdar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Soleman Biswas (Old Name) S/O–Md Sanaullah residing at Rajanagar , Laskarpur , PS-Lalgola , Murshidabad, West Bengal 742151 do hereby declared that I have changed my name from Md Soleman Biswas to Soleman Biswas and henceforth I shall be known as Soleman Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/11/2025.My name Soleman Biswas & Md Soleman Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Izarul Mondal (Old Name) S/O–Karim Mondal residing at Vill-Tehatta Nowdapara, PO-Tehatta , PS-Tehatta , Nadia , West Bengal, Pin-741160 do hereby declared that I have changed my name from Izarul Mondal to Ijarul Mondal and henceforth I shall be known as Ijarul Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/11/2025. My name Ijarul Mondal & Izarul Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Musarof Mondal (Old Name) S/O– Alamgir Mondal resident of Sajaimati Colony , Palsandamore , PS-Nabagram, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742238 do hereby declared that I have changed my name from Musarof Mondal to Musaraf Mondal and henceforth I shall be known as Musaraf Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/11/2025. My name Musaraf Mondal & Musarof Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Golam Mohaimanu (Old Name) S/O– Hasibur Rahaman resident of Vill & PO-Khargram , PS-Khargram, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742147 do hereby declared that I have changed my name Golam Mohaimanu from to Golam Mohaimenu and henceforth I shall be known as Golam Mohaimenu (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/11/2025. My name Golam Mohaimenu & Golam Mohaimanu both are same and one identical person.

দাঁতনে'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে মিলল অর্থবরাদ্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দাঁতন, ১৬ নভেম্বর ঃ শিবিরে উঠেছিল নানা ধরনের সমস্যা। প্রশাসনিক কর্তারা সেগুলি খতিয়ে দেখে পরিকল্পনা রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ওয়ার্ক অর্ডারও প্রদান করা হয়। তবে ঠিকাদারদের মধ্যে সংশয় ছিল-কাজ শেষ হলে টাকা মিলবে কি না! এবার সেই জট খুলতে চলেছে। 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে ওঠা প্রতিটি প্রকল্পের কাজ দাঁতন-২ ব্লকে শুরু হতে চলেছে। প্রশাসনের দাবি, কয়েকটি কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্নও হয়েছে। কিন্তু কাজ শুরু করতে এত দেরি হল কেন? দাঁতন-২ পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ইফতিকার আলি বলেন, ' মিথ্যে প্রচারের ফলে ঠিকাদারেরা প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কাজ করে টাকা মিলবে কি না তা নিয়ে সংশয়ে ছিলেন। কিন্তু আমরা আশ্বস্ত করেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিলে কথা রাখেন। সেই মতো আমাদের ব্লকের ১৪৫টি বুথের জন্য বরাদ্দ সাড়ে ১৪ কোটি টাকা আমরা পেয়ে গিয়েছি। তা জানার পরেই দ্রুত কাজ শুরু করে দিয়েছেন সমস্ত ঠিকাদার। আশা করছি, কয়েক দিনের মধ্যেই ব্লকের ৯৮৬টি প্রকল্পের কাজ আমরা শেষ করতে পারব।' চলতি বছরের অগস্টে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্প শুরু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিটি বুথের জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রতিটি বুথের মানুষ শিবিরে এসে তাঁদের এলাকার সমস্যার কথা জানান। সেখান থেকে উঠে আসে, কোথায় রাস্তা সংস্কার প্রয়োজন বা কোথায় প্রয়োজন নিকাশি নালা সংস্কারের, কোথায় কংক্রিটের রাস্তা সংস্কার করতে হবে কিংবা কোথায় তৈরি করতে হবে ঢালাই রাস্তা। দাঁতন-২ বিডিও অভিরূপ ভট্টাচার্য বলেন, ' প্রকল্পের কাজই ধীরে ধীরে শুরু হচ্ছে। বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ শেষও হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব সব কাজ শেষ করা হবে।' কাজ সঠিক ভাবে হচ্ছে কি না খতিয়ে দেখতেও এলাকায় যাচ্ছেন বিডিও ও কর্মাধ্যক্ষরা। এই ঘটনায় খুশি এলাকার বাসিন্দারাও।

পরকীয়ার জেরে স্ত্রীর ওপর গুলি, নলহাটিতে গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বীরভূম, ১৬ নভেম্বর ঃ বীরভূমের নলহাটিতে স্ত্রীর ওপর পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালায় স্বামী। আহত তরুণীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে থাকার কারণে এহেন ঘটনা ঘটে। বীরভূমের নলহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কামালপাড়া এলাকার বাসিন্দা সীমা খান। বেশ কয়েক বছর আগে রাজু খানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সীমার একটি বিউটি পার্লার আছে। প্রতিদিন রাতে সেখান থেকে তিনি বাড়ি ফেরেন। গতকাল, শনিবার রাতেও তিনি পার্লার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেসময় তাঁর পথ আটকান স্বামী। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই খুব কাছ থেকে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি চালান তিনি। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পরপর চারটি গুলি করা হয় বলে খবর। ওই তরুণীর হাতে দুটি ও কোমরে দুটি গুলি লেগেছে। রক্তাক্ত হয়ে তিনি রাস্তাতেই লুটিয়ে পড়েন। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা আহত তরুণীকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনি বর্তমানে রামপুরহাট গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। পরে অভিযুক্ত রাজু খানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তবে কেন তিনি স্ত্রীকে খুন করলেন, তা স্পষ্ট নয়।

এসআইআর আতঙ্কে মুর্শিদাবাদে আত্মঘাতী হলেন এক মহিলা

মিঠুন হালদার ঃ এবার এসআইআর আতঙ্কে এক মহিলা আত্মঘাতী হলেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। রবিবার ভোরে বেলডাঙা থানার সুরুলিয়া এলাকায় মালগাড়ির সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন শাকিলা বেওয়া (৫৫) নামে সুরুলিয়া-গেটপাড়া এলাকার এক বাসিন্দা। গত ৪ নভেম্বর রাজ্য জুড়ে এসআইআর শুরুর পর এই নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট তিনজন ব্যক্তি আত্মঘাতী হলেন এবং আরও দু'জন ব্যক্তি এসআইআর আতঙ্কে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন বলে মৃতদের পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত এসআইআর শুরুর প্রথম দিনই কান্দি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাগডাঙ্গা এলাকায় মোহন শেখ নামে বছর পঞ্চান্নর এক কৃষক বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হন। ঘটনার দিন ওই পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয় ২০০২-এর ভোটার তালিকায় মোহনের নাম না থাকায় তিনি আতঙ্কে ছিলেন এবং সেই কারণেই বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। এরপর গত ৬ তারিখ বহরমপুর থানার গান্ধী কলোনী এলাকার তারক সাহা নামে এক ঝাল মুড়ি ব্যবসায়ী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন। ওই ব্যক্তির নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় ছিল না বলে পরিবারের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ থানা এলাকার জিতেন রায় নামে এক ব্যক্তি এবং নওদা থানা এলাকার বাসিন্দা ইসরাইল মোল্লা নামে অপর এক ব্যক্তি এসআইআর আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন বলে তাদের পরিবারের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশে ইতিমধ্যেই শাসক দলের প্রতিনিধিরা এসআইআর আতঙ্কে মুর্শিদাবাদে মৃত প্রত্যেক ব্যক্তি পরিবারের সঙ্গে আলাদা করে দেখা করে তাদের সকলের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন এবং ৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করেছেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ,সুরুলিয়া গেটপাড়া এলাকার বাসিন্দা শাকিলা বেওয়া নামে ওই মহিলা এসআইআর শুরুর পর থেকেই আতঙ্কে ছিলেন। ওই

মহিলা নিজের পরিবারের সদস্যদেরকে বারবার বলেছিলেন এসআইআর তালিকা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে যাবে। মৃত শাকিলার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন,সোমবার ভোরে ছ'টা নাগাদ শাকিলা রেললাইনের উপর গিয়ে শুয়ে পড়েন। সেই সময় বহরমপুরের দিক থেকে বেলডাঙাগামী একটি মালগাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বহরমপুর জিআরপি থানা আধিকারিকেরা ইতিমধ্যে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছেন। মৃত ওই মহিলার ভাইপো নাসিমুল শেখ বলেন,' ২০০২ -এর ভোটার তালিকায় আমার কাকিমার নাম থাকলেও ওই তালিকায় কাকার নাম এবং বয়স ভুল রয়েছে। কাকিমার কাছে যে নথি রয়েছে তাতে কোথাও আমার কাকার নাম লেখা রয়েছে 'হচিউদ্দিন শেখ'। ভোটার তালিকায় কাকার নাম রয়েছে 'হচিউদ্দিন'। কাকার নামে বিভ্রাট থাকায় আমার কাকিমার ধারণা হয়েছিল এসআইআর শেষে তার নাম বাদ যাবে এবং পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। কাকিমার দুই মেয়ের নামও ২০০২ এর ভোটার তালিকায় না থাকায় তার আতঙ্ক আরও বেড়েছিল। বহুবার তাকে আমরা বুঝিয়েছিলাম কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। আজ সকালে এসআইআর আতঙ্কে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ২৫ বছর আগে ওই মহিলার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তারপর থেকেই সুরুলিয়া এলাকায় তিনি একাই থাকতেন। শাকিলার দুই মেয়েরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। রবিবার সকাল ছ'টা নাগাদ ওই মহিলা বাড়ি থেকে একা বেরিয়ে যান। তারপর রেললাইনে গিয়ে আত্মঘাতী হন। মৃত ওই মহিলার বড় জামাই সেকেন্দার আলী বলেন,' আমার শাশুড়ি ক্রমাগত বলে যেতেন পুলিশ এবং মোদি ও যোগী তাকে ধরে নিয়ে যাবে। বহুবার তাকে আমরা বলেছিলাম এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক না করতে। এসআইআর আতঙ্কে আমার শাশুড়ি ভীত হয়ে পড়ায় কিছুদিন আমরা তাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েও রেখেছিলাম। আজ সকালে এসআইআর আতঙ্কে হঠাই আমার শাশুড়ি আত্মঘাতী হয়েছেন।' তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন,'বিজেপি নেতারা যেভাবে সাধারণ মানুষকে ভিটে মাটি ছাড়া করার ভয় দেখিয়ে চলেছেন তাতে অনেকেই আতঙ্কিত। এগুলোর জবাব অমিত শাহকে দিতে হবে। আমরা ওই মহিলার পরিবারের পাশে সর্বতোভাবে থাকবো।'

হলদিবাড়িতে ভুয়ো আধার কার্ড সহ যুবক গ্রেপ্তার, এসআইআর আতঙ্কে বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা!

এসআইআর ঘোষণার পর আতঙ্কিত ছিলেন এক যুবক। ভারত ছেড়ে বাংলাদেশ পালানোর চেষ্টা করার সময়.হলদিবাড়ি সীমান্ত এলাকা থেকে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত যুবকের নাম দুর্জয় রায়। তিনি থাকছিলেন হলদিবাড়ি থানা এলাকায়। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসে পরিচয় গোপন করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হোটেল ও চা বাগানে কাজ করছিলেন দুর্জয়। অভিযোগ, তিনি আদতে বাংলাদেশে সিরাগঞ্জের বাসিঃদা। তৈরি করেছিলেন আধার কার্ডও। সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে কাজ করছিলেন। এরমধ্যেই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এসআইআর ঘোষণার পর থেকে তিনি আতঙ্কে ছিলেন দুর্জয়। ধরা পড়ে যাবেন এই ভয়ে ছিলেন তিনি। সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ পালিয়ে যাবেন! শুক্রবার রাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় তাঁকে সংঃদেহজনকভাবে ঘোরঘুরি করতে দেখেন পুলিশকর্তারা। তারপর তাঁকে আটক করে হলদিবাড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়। যুবককে আজ, শনিবার মেখলিগঞ্জ আদালতে পেশ করেছে হলদিবাড়ি থানা। তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, এসআইআর ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে মাপকাঠি ধরে প্রক্রিয়া চলমান। যাদের নাম তালিকায় রয়েছে, তাঁদের তা দেখানোই যথেষ্ট আর যাদের নেই, তারা মা-বাবা বা আত্মীয়দের নাম দেখাবেন। এই আবহেই ভারত ত্যাগ করে বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করার সময় যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

অ্যাম্বুলেন্স দিলেন বিধায়ক

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)ঃ আগরতলার বনমালীপুর কেন্দ্রের বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের বিধায়ক উন্নয়ন প্রকল্প তহবিল থেকে উত্তর বনমালীপুর হয়ংস কর্নার ক্লাবকে একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। রবিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাম্বুলেন্সটির চাবি হস্তান্তর করেন। উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর হিমানী দেববর্মা, ক্লাব কর্তৃপক্ষসহ বহু বিশিষ্টজন। জানা গেছে, প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা এই অ্যাম্বুলেন্সটি এলাকায় জরুরি পরিষেবা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বনমালীপুর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অ্যাম্বুলেন্স সংকট ছিল। সেই প্রেক্ষিতে ইয়ংস কর্নার ক্লাবের পক্ষ থেকে বিধায়কের কাছে এ সংক্রান্ত দাবি জানানো হয়েছিল। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, বনমালীপুর কেন্দ্রে এ নিয়ে মোট দশটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করলেন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। এদিন তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, আমি চাই বনমালীপুর এলাকার সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন। উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনও রং দেখা হয় না, মানবসেবাই মূল কথা। শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারীসহ সকল স্তরের মানুষকে এলাকার উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

হরিদ্বারে ভস্মীভূত দোকান, হতাহতের খবর নেই

হরিদ্বার, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) ঃ উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে শনিবার গভীর রাতে এক কাপড়ের দোকানে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে দোকানে থাকা লক্ষাধিক টাকার পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে সর্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। রবিবার প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পান পাশের একটি দোকানের মালিক মণীশ। তিনিই প্রথম দোকানদার শিবকুমারকে খবর দেন। শিবকুমার এসে দেখেন, দোকানের ভেতর থেকে আগুনের ধোঁয়া বের হচ্ছে। স্থানীয়রা জল ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন, কিন্তু আগুন দ্রুত হাতের বাইরে চলে যায়। পরে খবর পেয়ে.দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, আগুন এতটাই ভয়াবহ ছিল যে দমকলের গা।িনা এলে আরও ব। ক্ষতি হয়ে যেত। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত।

যোগাসন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলায় কর্মশালা

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)ঃ যোগাসন অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে রবিবার নেতাজী সুভাস রিজিওনাল কোচিং সেন্টার (এনএসআরসিসি) প্রাঙ্গণে ক্রীড়াবিদদের জন্য একদিনের যোগাসন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস, ইউনিভার্সিটি গেমস, ন্যাশনাল গেমস, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগাসন আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই কর্মশালার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। এমনকি ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমসেও যোগাসন যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মশালায় মোট ১৬৩ জন ক্রীড়াবিদ অংশ নেন। অনুষ্ঠানে সংগঠনের সম্পাদক পঙ্কজ মজুমদার জানান, ত্রিপুরায যোগাসনের বহু প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ রয়েছেন যারা রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করছেন। তবে খেলো ইন্ডিযা ও ন্যাশনাল গেমসে এখনও পদক আসেনি। সেই লক্ষ্য পূরণেই যোগাসনের বিভিন্ন টেকনিক ও প্রতিযোগিতামূলক দিকগুলি ক্রীড়াবিদদের সঠিকভাবে অবগত করতে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই প্রশিক্ষণ ক্রীড়াবিদদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং আসন্ন খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস, ইউনিভার্সিটি গেমস, ন্যাশনাল গেমস ও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জয়ের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথ প্রশস্ত করবে। এ বছর থেকে খেলো ইন্ডিয়ায় চারটির পরিবর্তে বারোটি মূল ইভেন্ট , পাশাপাশি আটটি অ্যাডিশনাল ইভেন্ট ও পাঁচটি মিউজিকাল ইভেন্ট অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে বলেও তিনি জানান।

স্ত্রী হত্যার পর মুন্ডু হাতে গোটা গ্রামে তাণ্ডব-২২ মাসেই স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আদালতের!

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর, ১৬ নভেম্বর ঃ পটাশপুরে স্ত্রীকে খুন করে কাটা মুণ্ডু নিয়ে রাস্তায় ঘুরেছিলেন স্বামী। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য কাঁথি মহকুমা আদালত তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। পাশাপাশি আদালত দোষীর বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানা ধার্য করেছেন এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের অতিরিক্ত কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন। শনিবার এই সাজা ঘোষণা করেছেন অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক শুভদীপ চৌধুরী। ঘটনার ২২ মাসের মধ্যে গৌতম গুচ্ছাইতকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। ঘটনায় মোট ১৮ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দুই প্রত্যক্ষদর্শী। গৌতম মানসিক ভারসাম্যহীন বলে আদালতে জানায় তার আইনজীবী। তবে আদালতে সেই দাবি টেকেনি। সওয়াল-জবাব শুনে সাজা ঘোষণা করেন আদালত। মামলার সরকারি আইনজীবী মনজুর রহমান খান বলেন, গৌতম মানসিক ভারসাম্যহীন বলে আদালতে দাবি করে আসামীপক্ষ। আদালত সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ চুলচেরা বিশ্লেষণের পর সেই দাবি নাকচ করে। পূর্ব মেদিনীপুরে এমন জঘন্যতম ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড আগে ঘটেনি। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে বছর ২৬-এর ফুলরানি গুচ্ছাইতকে খুন করেন তার স্বামী গৌতম। স্ত্রীর পরকীয়ার সন্দেহে গৌতম তাকে হত্যা করেন। ঘটনার দিন ফুলরানি রান্নাঘরে ছিলেন, সেই সময় গৌতম ধারালো অস্ত্র দিয়ে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করেন। এরপর কাটা মুণ্ডু হাতে নিয়ে তিনি গ্রামে ঘুরে বেড়ান। কখনও মুন্ডু হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেন, আবার কখনও বেঞ্চে মুন্ডু রেখে বিশ্রাম নিতেন। হাতে ধরা ছিল রক্তমাখা কাটারি। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ এবং কাটা মুণ্ডু উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারাধীন বন্দি হিসাবে জেলেই রাখা হয়। ফুলরানির ভাই প্রশান্ত দাসঅধিকারী বলেন, বোনকে যেভাবে খুন করা হয়েছে তাতে ওর যাবজ্জীবন সাজা যথেষ্ট নয়। আমরা ফাঁসি চাই।

সোনভদ্রে খনিতে ধস, উদ্ধার এক শ্রমিকের দেহ

সোনভদ্র, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)ঃ উত্তর প্রদেশের সোনভদ্রে খনিতে ধস। ওবরা থানার অন্তর্গত এলাকার এক খনিতে ভয়াবহ ধসের ঘটনা ঘটে। বিশাল অংশ ভেঙে পড়ে। প্রায় ১৫০ ফুট গভীরে কাজ করা একাধিক শ্রমিক চাপা পড়েছেন বলে আশঙ্কা। রবিবার সকাল থেকে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ এই উদ্ধার অভিযানে একটি দেহ উদ্ধার করেছে। মৃতের রাজু সিং গোড় (৩০)। আরও অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা। প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, শনিবার রাত থেকেই ধসে পড়া পাথর ও মাটি সরানোর কাজ চলছে। উদ্ধার অভিযান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এনডিআরএফ-এসডিআরএফ কাজ চালাচ্ছে। এদিন জেলাশাসক জানান, ধসে চাপা শ্রমিকদের সন্ধানে পর্যবেক্ষণ চালানো হচ্ছে। বহু শ্রমিকের নিখোঁজ থাকার আশঙ্কায় আতঙ্ক ছ।য়েছে এলাকা জুড়ে ।

মারধর করতে চটিও তোলা হয়েছে, অভিযোগ লালু-কন্যা রোহিণীর

পাটনা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)ঃ শনিবারই রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণা করেছিলেন আরজেডি প্রসাদ লালুপ্রসাদ যাদবের মেয়ে রোহিণী আচার্য। একই সঙ্গে জানিয়েছিলেন, পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করছেন তিনি। রবিবার এক্স মাধ্যমে পোস্ট করে তার কারণও ব্যাখ্যা করলেন রোহিণী। জানান, মারধর করতে চটিও তোলা হয়েছে। পরিবারের প্রতি ক্ষোভ উগড়ে রবিবার তিনি লিখেছেন, গতকাল একজন কন্যা, একজন বোন, একজন বিবাহিত নারী, একজন মাকে অপমান করা হয়েছে। অকথ্য ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, মারধর করতে চটিও তোলা হয়েছে। আমি আত্ম-মর্যাদার সঙ্গে কোনও আপোশ করিনি। ঠিক এই কারণেই আমায় এত হেনস্থার শিকার হতে হল। পোস্টে তিনি আরও লিখেছেন, গতকাল মা-বাবাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছি... কাঁদতে কাঁদতে ছেড়ে গিয়েছি বাবার বাড়ি... অনাথ হয়ে গিয়েছি আমি। আর কাউকে যেন আমার পথে না হাঁটত হয়। আর কোনও ঘরে যেন রোহিণীর মতো মেয়ে-বোন না জন্মায়। উল্লেখ্য, বিহার বিধানসভা ভোটের প্রচারের মাঝে পরিবারের গোলমাল প্রকাশ্যে এনেছিলেন রোহিণী । তিনি লালু প্রসাদকে সোশাল মিডিয়ায় আনফলো করেন। সঙ্গে তাঁর ভাই তেজস্বীকেও। ভাইয়ের বিহার অধিকার যাত্রার সময় সঞ্জয় যাদবকে প্রয়োজনের বেশি গুরুত্ব দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি।

কমলপুরে 'এগিয়ে চলো' সামাজিক সংস্থায় নবনির্মিত পাঠগৃহের উদ্বোধন

কমলপুর (ত্রিপুরা), ১৬ নভেম্বর (হি.স.)ঃ ধলাই জেলার কমলপুরের নোয়াগাও-এ অবস্থিত ' এগিয়ে চলো' সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে নবনির্মিত পাঠগৃহের উদ্বোধন হল রবিবার। কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব তাঁর বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থানুকূল্যে পাঠগৃহটি প্রদান করেন। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলন ও ফিতা কেটে পাঠগৃহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাচৌমুহনি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন চেয়ারপার্সন শম্পা দাস, আইনজীবী কেশব ভৌমিক, ' চলো' সংস্থার সম্পাদক অমল ঘোষ, নোয়াগাও পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান বাদল দেব সহ অন্যান্যরা। পাঠগৃহ উদ্বোধন উপলক্ষে ' চলো' সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। শিবিরে সংস্থার সদস্যরা উৎসাহের সঙ্গে রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানস্থলে ছিল উৎসবের আবহ এবং স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা।

জাতীয় সড়কে দুটি হরিণের মৃতদেহ উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)ঃ গরুমারা জাতীয় উদ্যান এবং লাটাগু।ি বনাঞ্চলের মধ্যবর্তী জাতীয় সড়কে দুটি হরিণের মৃতদেহ উদ্ধার হল। রবিবার ভোরে বন দফতর দুটি হরিণের দেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। প্রাথমিকভাবে বন দফতরের অনুমান, গাড়ির ধাক্কায় হরিণ দুটির মৃত্যু হতে পারে। জানা গেছে, দুটি হরিণ এর মধ্যে একটি সম্বর ও অন্যটি বার্কিং ডিয়ার প্রজাতির। দুটিই স্ত্রী। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে লাটাগু।রি প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্রে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এক আধিকারিক জানান, আমরা ঘটনার তদন্ত করছি। বনাঞ্চলের মধ্যবর্তী জাতীয় সা।কে যানবাহন চলাচলের গতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বারবার বলা হয়ে থাকে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকেও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়। ময়নাতদন্তের পর হরিণ দুটির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

ফিরোজপুরে আরএসএস কার্যকর্তাকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ

চণ্ডীগড়, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)ঃ পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে দুষ্কৃতীরা এক আরএসএস কার্যকর্তাকে পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। জানা গেছে, শনিবার রাতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে ফিরোজপুরের মোচি বাজারে। মৃতের নাম নবীন আরোরা। ওই বাজারে একটি মুদির দোকান ছিল নবীনের। শনিবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন তিনি। তবে বাজারের ঠিক মাঝখানে তাঁর পথ আটকায় দুজন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে নবীনের মাথায় গুলি চালানো হয়। মুহূর্তের মধ্যে লুটিয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে হামলাকারী দুই সন্দেহভাজনের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ। পুলিশের আশা, শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে অপরাধীদের। এদিকে ভয়াবহ এই হত্যাকাণ্ডের খবর সামনে আসার পর ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে বন্ধ রাখা হয় বাজার। পাঞ্জাবের আম আদমি পার্টির সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ শুরু করে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, পাঞ্জাবে অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। অথচ তাদের উপর পুলিশের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রতিদিন প্রকাশ্যে খুন হচ্ছে। রবিবার সকালে এসএসপি ভূপে ঃদ্র সিং এবং বিধায়ক রণবীর সিংও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। এসএসপি জানান, পুলিশ পুরো এলাকা থেকে সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করেছে এবং দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করছে। অভিযুক্তদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

রেট বেঁধে চর বিক্রি! মহানন্দায় জোরদার দালালচক্রের কারবার

১৬ নভেম্বর ঃ নদীর চর কি এভাবেই বিক্রি হবে? কাঠাপ্রতি তিন লক্ষ টাকা!-এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন পুরাতন মালদা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিভূতি ঘোষ। তাঁর দাবি, একদল দালালচক্র নিয়ম করে রেট বেঁধে মহানন্দা নদীর চর বিক্রি করছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি বহুবার আপত্তি জানিয়েছেন। এমনকি জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগও করেছেন। তবুও দালালচক্রের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বরং তাদের চর বিক্রির ব্যবসা দিন দিন আরও বাড়ছে। কী ভাবে দখল হচ্ছে মহানন্দার চর? তৃণমূলের মালদা টাউন সভাপতি বিভূতি জানান, প্রথমেই গোপনে জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তার পরে সেখানে টিন এবং টালির ছাদযুক্ত বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। সেগুলিতে পাকা দেওয়াল তুলে গড়ে উঠছে বসতি। এই পুরসভার ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে মহানন্দা নদীর চরে বিস্তীর্ণ এলাকা এ ভাবেই দখল হয়েছে এবং হয়ে চলেছে বলে দাবি বিভূতির। তিনি আরও জানিয়েছেন, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চালসাপাড়া, ৭নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারী নদী তীরবর্তী অংশ, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রপল্লিতে নদীর ধারে অসংখ্য ঘরবাড়ি গজিয়ে উঠেছে। বিভূতি বলেন, 'পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। তার পরেও চর বিক্রি বন্ধ হয়নি। নদীর চরে কারা বসবাস করছে, কী ভাবে জমি মাফিয়ারা নদীর চরের জমির দলিল তৈরি করে ফেলছে, সমস্ত বিষয়টি তলিয়ে দেখার প্রয়োজন।' তাঁর মতে, পুরসভার একাংশের মদত ছাড়া এ কাজ চলতেই পারে না। এতে সমস্যার দিকগুলিও চিহ্নিত করেছেন বিভূতি। তাঁর কথায়, 'বর্ষার মরশুমে নদীর চরের অংশ প্লাবিত হচ্ছে। সেখানকার বাসিন্দারা বন্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে পুরসভাকে দুষছেন। এতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। পাশাপাশি ক্ষতি হচ্ছে নদীর বাস্তুতন্ত্রের।' বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল বলেন, 'কিছুদিন আগেই দায়িত্ব পেয়েছি। খোঁজ না-নিয়ে বলতে পারব না।' পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষের বক্তব্য, 'এরকম অভিযোগের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।' অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক দেবাহুতি ইন্দ্র বলেন, 'তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

৬০০ কোটির প্রকল্পে কাটমানি দাবি! প্রাক্তন পুরপ্রধান স্বপনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালবাজার, ১৬ নভেম্বর ঃএবার মালবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার বিরুদ্ধে মণিপুরের এক ঠিকাদারি সংস্থার থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মালবাজার শহরের উন্নয়নে ৬০০ কোটি টাকার প্রকল্পের জন্য পুরসভার সঙ্গে ওই সংস্থার মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তবে শহরে সেই প্রকল্পের একটিও কাজ শুরু হয়নি। সংস্থার অভিযোগ, বরাত দেওয়ার সময়ই পূর্বতন পুরপ্রধান তাঁদের কাছে ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করেন এবং সেই অর্থ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। স্বপনের দাবি, সেই চুক্তি আগেই বাতিল করে সংস্থাকে জানানো হয়েছিল। কাটমানির অভিযোগ সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন স্বপন। তবে, এতব। বরাত দেওয়ার আগে পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে রেজোলিউশন নেওয়া, অর্থ দপ্তরের কাছে তা অনুমোদনের জন্য পাঠানো- এসব ব্যাপারে কোনও কথাই বলতে চাননি স্বপন। সূত্রের খবর, দু'পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে মাল শহরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল মণিপুর স্টেট কোঅপারেটিভ ইউনিযন টেকনিকাল ইঞ্জিনিযারিং সেল। সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে পুরসভার তকালীন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা আগ্রহ প্রকাশ করেন। ২০২২ সালের ৩০ মে ইম্ফলের ওই সংস্থার কাছে ই-মেল করে পুরসভার তরফে সবুজসংকেত দেওযা হয। সেখানে বলা হয়, পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ওই সংস্থাকে শহরে পানীয জলের আম্রুত প্রকল্প, বাংলার বাড়ি, সলিড ওযেস্ট ম্যানেজমেঃট, গ্রিন সিটি মিশনের কাজের পাশাপাশি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় রোপওযে সহ ইকো ট্যুরিজম সেঃটার, খাদ্য প্রক্রিযাকরণ কেঃদ্র, মার্কেট কমপ্লেক্স, ১৫০০ আসনের অডিটোরিযাম, সুইমিং পুল সহ ইন্ডোর স্টেডিযাম নির্মাণের দাযিত্ব দেওযা হচ্ছে। এই সমস্ত কাজের বাস্তবাযনের জন্য নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করবে তারা। প্রায.৬০০ কোটি টাকার কাজের বরাত দেওযা হয.তাদের।

পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায় আদিবাসী সংস্কৃতির উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া, ১৬ নভেম্বর ঃ মাদলের ছন্দে, মেতে উঠুন আনন্দে-এই ভাবনাকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জেলায় জেলায় আয়োজন করা হয়েছে জয় জোহার মেলা। বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে এই মেলা। সর্বত্রই আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাচ, গানসহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মেলার আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। এ দিন পুরুলিয়া জেলায় জয় জোহার মেলার উদ্বোধনের সঙ্গে বিরসা মুন্ডার সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠান হয়েছে ১৭টি ব্লকে। মূল অনুষ্ঠানটি হয় বাঘমুন্ডি মাঠায়। অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে সরকারি প্রকল্পের সহায়তা তুলে দেওয়া হয় আদিবাসী মানুষদের হাতে। এ দিন বাঁকুড়া জেলারও রানিবাঁধ, হি।বাঁধ, শালতোড়া, ছাতনা-সহ বিভিন্ন ব্লকে বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উদযাপন ও জয় জোহার মেলার উদ্বোধন হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুর ব্লকের আছড়া পঞ্চায়েতের মালবহাল ফুটবল ময়দানে আয়োজন করা হয়েছে জয় জোহার মেলার। বারাবনির বিধায়ক বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আরমান, মহকুমাশাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ও বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখর উপস্থিতিতে শনিবার এই মেলার উদ্বোধন হয়। মেলায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে ধামসা মাদল, চাষের সামগ্রী, আনাজের বীজ ও মুরগির ছানা তুলে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে সেরা আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়।পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী-১ ব্লকের বগপুর পঞ্চায়েতের সাহাপুরের মুন্ডাপাড়ায় এ দিন যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্যাপিত হয়েছে বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মবার্ষিকী। অনুষ্ঠানে আদিবাসী মানুষজন ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি। এই উপলক্ষে প্রায় সাড়ে ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মুন্ডাপাড়ায় নির্মিত একটি আধুনিক কমিউনিটি হলের উদ্বোধনও করা হয়। রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক এ দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
রফিকুল ইসলাম
আমোক্তারনামা দাতাঃ **কৃষ্ণা দে সরকার ও অন্যান্য**
ঠিকানাঃ ফনীভূষণ রোড, নিউ মিলনপল্লী,
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং
গ্রহীতাঃ বিশ্বজিৎ রায়
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ ৩৪৬৯/১ নং
বহি ১ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ
3669-04/07/2023
নামজারি কেস নংঃ MN/20225/0702/9864
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তলশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান-সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
ক্রেতা-রফিকুল ইসলাম, বিক্রেতা-বিশ্বজিৎ রায়, বিক্রেতার খতিয়ান-১৬৯, ঠিকানা-কাদোখাওয়াপাড়া, সাতখামার, জলপাইগুড়ি, মৌজা-সাতখামার, সিট-০৪, জে.এল. নং-০৩, দাগ নং-৫৯৭ (এল.আর.), আর.এস. দাগ-৫২৩ (আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ রফিকুল ইসলাম
পিতাঃ মরহুম গোলাম হাফেজ
ঠিকানাঃ কাঠালডাঙ্গি, সাতখামার, জলপাইগুড়ি

আবুধাবির এতিহাদ অ্যারেনায় ১৬ ডিসেম্বর আইপিএল ২০২৬ নিলাম

১৬ নভেম্বর ঃ ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ইভেন্ট ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ আবারও বৈশ্বিক মঞ্চে বড়সড় একটি আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আইপিএল ২০২৬ মরশুমের নিলাম সম্পর্কে বহুদিন ধরে জল্পনা চলছিল। অবশেষে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আয়োজক বোর্ড বিসিসিআই আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছে যে আইপিএল ২০২৬ নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ১৬ ডিসেম্বর, স্থান হিসেবে চূড়ান্ত হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবির এতিহাদ অ্যারেনা। বিশ্বমানের পরিকাঠামো, আন্তর্জাতিক দর্শকসংখ্যা এবং মধ্যপ্রাচ্যে ক্রিকেটের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিযতাকে মাথায় রেখেই এবার আইপিএল কর্তৃপক্ষ বিদেশে নিলাম আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এশিয়া কাপে দুর্দান্ত আয়োজন, টি-১০ লিগের জনপ্রিয়তা এবং অবকাঠামোগত সমৃদ্ধতা আবুধাবিকে একটি আদর্শ নিলাম ভেন্যুতে পরিণত করেছে। কেন এতিহাদ অ্যারেনা? আবুধাবির এতিহাদ অ্যারেনা বিশ্বের অন্যতম আধুনিক ইনডোর স্পোর্টস স্টেডিয়াম। এর সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে-অত্যাধুনিক লাইটিং ও স্টেজিং ব্যবস্থাঃ ১৮,০০০ দর্শকের আসন,বিশ্বমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, হাই-টেক সম্প্রচার সুবিধা,আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজনের অভিজ্ঞতা। আইপিএলের মতো একটি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় লিগের নিলামের জন্য এ সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। বিসিসিআই-এর মতে, এবার নিলামকে গ্র্যান্ড গ্লোবাল স্পোর্টস ইভেন্ট-এর মতো করে উপস্থাপন করার লক্ষ্য রয়েছে। ২০২৬ আইপিএল নিলাম কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? ২০২৬ সালকে আইপিএল ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ- এটি মেগা অকশন বছরের পরে প্রথমঃ পূর্ণাঙ্গ রিবিল্ড, দলের কম্বিনেশন পুরোপুরি বদলে যেতে পারে, নতুন দেশীয় ও বিদেশি খেলোয়াড়দের বড় সুযোগ তৈরি হবে। টি-২০ ক্রিকেটে উদীয়মান নতুন প্রতিভাদের চাহিদা বেড়েছে। বেশ কয়েকটি বড় তারকা তাঁদের ভবিষ্য নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। কিছু দল ইতিমধ্যেই রিটেনশন ও রিলিজ নিয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনায় প্রবেশ করেছে। বিশেষ করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, কলকাতা নাইট রাইডার্স, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং লখনউ সুপার জায়ান্টসের স্কোয়াডে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। আইপিএল এতদিন মূলত ভারতে নিলাম আয়োজন করত। দু-একবার দুবাইয়ে ছোট অনুষ্ঠান হলেও পূর্ণাঙ্গ মেগা অনুষ্ঠান আগে বিদেশে হয়নি।

বিশ্বকাপের খুব কাছে দেড় লক্ষ জনসংখ্যার দেশ কুরাসাও

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)ঃ বাছাইপর্বে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ক্ষুদ্র দ্বীপ-রাষ্ট্র কুরাসাও শনিবার বারমুডাকে হারায় ৭-০ গোলে। এই জয়ে পাঁচ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে কনকাকাফ অঞ্চলের বাছাইয়ে ' গ্রুপের শীর্ষে উঠেছে দলটি। আগামী বুধবার দ্বিতীয় স্থানে থাকা জ্যামাইকার বিপক্ষে হার এড়াতে পারলেই বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করবে কুরাসাও। মাত্র এক লক্ষ ৫৬ হাজার জনসংখ্যা আর ৪৪৪ বর্গকিলোমিটার আয়তনের দ্বীপ কুরাসাও, যা আকারে আইল অব ম্যানের চেয়েও ছোট। তারাই এখনও আইসল্যান্ডকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে ছোট দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে ওঠা থেকে মাত্র ১ পয়েন্ট দূরে।

এটিপি ফাইনালসঃ ডি মিনাউরকে হারিয়ে শিরোপা লড়াইয়ে সিনার

তুরিন, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) শূনিবার জ্যানিক সিনার অ্যালেক্স ডি মিনারের উপর তাঁর আধিপত্য অব্যাহত রেখে টানা তৃতীয় বছরের জন্য এটিপি ফাইনালস চ্যাম্পিযনশিপ ম্যাচে সরাসরি সেটে জযলাভ করেন। প্রথম সেটের শেষের দিকে সিনার ব্রেক করেন এবং তারপর ডি মিনাউরের বিপক্ষে ৭-৫, ৬-২ ব্যবধানে জযলাভ করেন অস্ট্রেলিযার সঙ্গে এতগুলো সাক্ষাতের মধ্যে এটি তাঁর ১৩তম জয়। ইতালির বিশ্বের দুই নম্বর খেলোয়াড় ফাইনালে ওঠার পথে এখনও কোনও সার্ভিস গেম হারেননি। রবিবার তিনি শীর্ষস্থানীয় কার্লোস আলকারাজ অথবা ফেলিক্স অগার-আলিযাসিমের বিরুদ্ধে তাঁর শিরোপা রক্ষার চেষ্টা করবেন। সিনার বলেছেন,এটি বছরের শেষ ইভেঃট এবং এভাবে শেষ করাটা দারুন। এটা খুব কঠিন একটা ম্যাচ ছিল, বিশেষ করে প্রথম সেটের শুরুতে। আমার মনে হচ্ছিল সে দুর্দান্ত, খুব নির্ভুলভাবে সার্ভ করছে। দ্বিতীয় সেটে, আমি খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়েছিলাম এবং তারপর আমার লেভেল বেড়ে গিয়েছিল। আমি একটু বেশি আক্রমণাত্মক হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম এবং এটি ভালোভাবে কাজ করেছিল কিন্তু এটি একটি কঠিন ম্যাচ ছিল।

আড়াই বছর আগের বদলা,সেনেগালের বিপক্ষে জয় পেল ব্রাজিল

লন্ডন, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)ঃ আড়াই বছর আগে প্রীতি ম্যাচে সেনেগালের বিপক্ষে ৪-২ ব্যবধানে হেরেছিল ব্রাজিল। কার্লো আনচেলত্তির অধীনে এবার সে প্রতিশোধ তুলে নিলো সেলেসাওরা। লন্ডনে শনিবার এস্তেভাও উইলিয়ান ও ক্যাসেমিরোর গোলে সেনেগালকে ২-০ ব্যবধানে হারালো ব্রাজিল। মানেদের বিপক্ষে তিনবারের দেখায় এটি প্রথম জয় ভিনিদের। মুখোমুখি হওয়া অন্য ম্যাচে ২০১৯ সালে ১-১ গোলে ড্র করেছিল দুদল। আগামী ১৮ নভেম্বর তিউনিসিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বছর শেষ করবে সেলেসাওরা।

হাসপাতালে ভর্তি শুভমান গিল

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর(হি.স.)ঃ চোট পেয়ে মাঠ ছাড়া শুভমান গিল আর প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নামেননি। শনিবার দ্বিতীয় দিনের খেলায় ঘাড়ের পেশিতে টান লাগে তাঁর। এই চোটের কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। গিলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে প্রথম দিনের খেলা শেষে। এবার তাঁর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। বিসিসিআই বিবৃতিতে জানিয়েছে, ' আফ্রিকার বিপক্ষে চলতি ইডেন টেস্টে অধিনায়ক শুভমান গিল ঘাড়ে চোট পান। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হযেছে। হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এই টেস্ট ম্যাচে তাকে আর খেলতে দেখা যাবে না। বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম গিলকে পর্যবেক্ষণে রাখবে।' সুতরাং, প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতকে এক ব্যাটার কম নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে হচ্ছে।

বিশ্বকাপের দ্বারপ্রান্তে স্পেন

মাদ্রিদ, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) ঃ জর্জিয়াকে হারিয়ে সরাসরি আগামী বিশ্বকাপের টিকেট পাওয়ার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেল প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেন। প্রতিপক্ষের মাঠে শনিবার রাতে বাছাইয়ের ম্যাচটি ৪-০ গোলে জিতেছে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। প্রথমার্ধে হয়েছে তিনটি গোল, বিরতির পর একটি।

জোড়া গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করেন মিকেল ওহয়ারসাবাল। আর অন্য দুই গোলদাতা হলেন মার্তিন সুবিমেন্দি ও ফেররান তরেস। ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইয়ে পাঁচ ম্যাচের সবকটি জিতে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ' গ্রুপের শীর্ষে আছে স্পেন। এই পাঁচ ম্যাচে ১৯ গোল করার পাশাপাশি একটিও হজম করেনি তারা। একই সময়ে আরেক ম্যাচে বুলগেরিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলে জয়ী তুরস্ক ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে। পরের দুই অবস্থানে জর্জিয়া (৩ পয়েন্ট) ও বুলগেরিয়া (পয়েন্ট পায়নি)। শেষ রাউন্ডে তুরস্কের বিপক্ষে জয় কিংবা ড্র, এমনকি ৭ গোলের কম ব্যবধানে হারলেও গ্রুপ সেরা হয়ে সরাসরি ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকেট পাবে স্পেন। দুই দলের প্রথম দেখায় ৬-০ গোলে জিতেছিল স্প্যানিশরা। গ্রুপের রানার্সআপকে খেলতে হবে প্লে-অফে।

ব্যাটিং বিপর্যয়ে ইডেনে লজ্জার হার ভারতের

১৬ নভেম্বর ঃ ইডেনের পিচকে গৌতম গম্ভীররা যে ভাবে ব্যবহার করলেন, ভাবা যায়না। টার্ন চেয়ে চেয়ে যে পিচটা তৈরি হল, তা ভারতের জন্যই বুমেরাং হয়ে ফিরে এল। সিমন হার্মারকে বিশ্বমানের থেকেও সেরা বলে মনে হল। শেষ পর্যন্ত নিজেদের ' পিচেই ফাঁসল ভারত। গৌতম গম্ভীরদের টার্নের দাবিতে যে পিচ বানানোর ' ছিল, তাতেই বিপদে পড়ল টিম ইন্ডিয়া। ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাত্র ১২৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে মাত্র ৯৩ রানেই গুটিয়ে গেলেন ঋষভ পন্থরা। সিমন হার্মারের ঘূর্ণির কাছে ৩০ রানে পরাস্ত হল ভারত। ৬ বছর পর টেস্ট ক্রিকেট ফিরেছে ইডেনে। যা নিয়ে একেবারে সাজসাজ রব। সাদা পোশাকেও রঙিন হয়ে উঠেছে ক্রিকেটের নন্দনকানন। সব শেষে কী নিয়ে ফিরবে? ইডেনের মাটিতে ভারতের লজ্জার হার ও পিচ নিয়ে একরাশ বিতর্ক। শুরুটা হল প্রথম দিন থেকেই। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ভারতের ঝুলিতে চার স্পিনার, সঙ্গে বুমরাহ-সিরাজ। তার সামনে বেসামাল হয়ে পড়তে বেশিক্ষণ লাগেনি দক্ষিণ আফ্রিকার। প্রথম দিনেই মাত্র ১৫৯ রানে গুটিয়ে যায় টেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ইনিংস। সর্বোচ্চ রান আইডেন মার্করামের (৩১)। পাঁচ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন জশপ্রীত বুমরাহ। তখন মনে হচ্ছিল, টেস্ট জয় অসম্ভব কিছু নয়। এমনকী বাভুমার ব্যাট নেওয়ার সিদ্ধান্ত

নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল।

জবাবে ঠিক একই ফাঁদে পড়লেন শুভমান গিল। ঘাড়রে চোটের জন্য ভারত অধিনায়ক শেষ পর্যন্ত ব্যাট হাতে নামতেই পারলেন না। ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ স্কোর কেএল রাহুলের (৩৯)। মার্কো জানসেন পান ৩ উইকেট, হার্মারের ঝুলিতে ৪। মাত্র ৩০ রান লিড ছিল ভারতের। তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এই টেস্ট তিনদিনের বেশি গড়াবে না। শুধু দেখার ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা কতটা লড়াই দিতে পারে। সেই লড়াইটা দিয়ে তারা বুঝিয়ে দিল, কেন দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। আর বাভুমা কেন এই দলটার অধিনায়ক। যেভাবে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে ৫৫ রান তুললেন, তা রীতিমতো শিক্ষণীয়। বিশেষ করে ' দুর্বল' ভারতের তরুণ প্রজন্মের তো অবশ্যই দেখা উচিত। আবার এটাও প্রশ্ন উঠবে, দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়াশিংটন সু ন্দর কেন বল করতেই এলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা ১৫৩ রানে অলআউট হল। ভারতের জয়ের জন্য লক্ষ্য ১২৪ রান।

ইডেনের পিচ ও ভারতীয় ব্যাটারদের সাম্প্রতিক সময়ে স্পিন খেলার দক্ষতার জন্য এই রানটাই পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠল। বল স্পিন করছে, কিন্তু তাতে এভাবে যাওয়া-আসা চলবে কেউ আন্দাজই করতে পারেনি। চাপের মুখে ফের আউট হলেন যশস্বী জয়সওয়াল ও কেএল রাহুল। ভারতের ১ রানে ২ উইকেট। ম্যাচের ভাগ্য তো প্রায় ওখানেই নির্ধারিত হয়ে গেল। তবু ওয়াশিংটন সু ন্দর ৩১ রানে লড়াই চালিয়ে গেলেন। ধ্রুব জুরেল (১৩) রানে অযথা চালাতে গিয়ে উইকেট ছুড়ে দিয়ে এলেন। ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ঋষভ পন্থের সংগ্রহ মাত্র ২। রবীন্দ্র জাদেজার এলবিডব্লু দুর্ভাগ্যজনক ঠিকই, কিন্তু কোনও ভাবেই হার্মারদের সামনে স্বস্তিতে ছিলেন না। বাধ্য হয়েই অক্ষর প্যাটেল চার-ছয় মেরে লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছনোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই ' তিনি ২৬ রানে ফিরলেন। শেষ পর্যন্ত ভারতের ইনিংস গুটিয়ে গেল ৯৩ রানে। এটা বলা যায় গৌতম গম্ভীররা নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই পড়লেন।

বাবাকে খুশি করতে যুব এশিয়া কাপেডবল সেঞ্চুরি লক্ষ্য বৈভবের!

১৬ নভেম্বর ঃ এশিয়া কাপের পর ফের পুরুষদের ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। এবারও এশিয়া কাপে। তবে সেটা যুবদের ম্যাচে। যার আনুষ্ঠানিক নাম ' স্টার এশিয়া কাপ'। আর যদি ' ধরতে হয়, তাহলে ভারতের ক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে ব। নাম বৈভব সূর্যবংশী। আগের ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে ১৪ বছরের বিস্ময় প্রতিভা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও ভারতের সবচেয়ে ব। শক্তি হতে চলেছে সে। দোহায় আমিরশাহীর বিরুদ্ধে ভারত এ দল ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিযে ২৯৭ রান করে। ম্যাচ জেতে ১৪৮ রানে। ৩২ বলে সেঞ্চুরি আসে ভারতের এই ' প্রতিভা'র ব্যাট থেকে। একেবারে ' বাদশা'র মতো ১৫টি বিশাল ছক্কা হাঁকায় বৈভব। শেষ পর্যন্ত ৪২ বলে ১৪৪ রানে থামে তার তাণ্ডব। দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা বৈভবকে নিয়ে বিস্মিত। একজন ছাড়া। তিনি বৈভবের বাবা সঞ্জীব সূর্যবংশী।

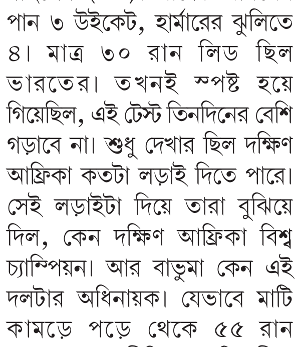

বিহারের ক্রিকেটার ম্যাচের পর বাবাকে ফোন করেছিল। দু'জনের কথোপকথন ধরা প।ড়ে বিসিসিআইয়ের ভিডিওয়। সেখানে বৈভবের ভুলত্রুটি শুধরে দেন সঞ্জীব। যা নিয়ে বৈভব পরে বলে, বাবা সহজে খুশি হয় না। যদি আমি আজ ২০০ রানও করতাম, তাহলেও মনে করত আমি আরও রান করতে পারতাম। কিন্তু মা সবসময় খুশি। আমি ১০০ করি বা ০, মা বলে খুব ভালো খেলেছি। বাবাকে খুশি করতে এবার কি ডবল সেঞ্চুরি লক্ষ্য? তার সংযোজন, আমি আলাদা কিছু করতে যাই না। আমি শুধু নিজের 'সেরা খেলাটা খেলি। আলাদা কিছু করতে গেলে, আমি বা দল দুজনই সমস্যায় পড়তে পারি।পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'সেরা খেলাটা খেললেই যথেষ্ট। সেই সঙ্গে দেখার পাকিস্তানের প্লেয়ারদের সঙ্গে রমণদীপ সিংরা হাত মেলান কি না। কারণ এশিয়া কাপে হাত মেলানো নিয়ে একপ্রস্থ বিতর্ক হয়েছে। অন্যদিকে পাক-দল ওমানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ৪০ রানে জিতেছে। রবিবার রাত আটটায় কাতারের দোহায় ওয়েস্ট এন্ড পার্ক আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুই দল। জিতেশ শর্মার নেতৃত্বে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ জয়ের লক্ষ্যে নামবে টিম ইন্ডিয়া। খেলা দেখা যাবে সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভে।

কলকাতায় পিছিয়ে পড়া ফুটবলারদের তালিম দিতে চান বিশ্বকাপজয়ী ম্যাথাউস

১৬ নভেম্ব৭৭র ঃ রবিবার শহরে পা রেখেছেন বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন জার্মান অধিনায়ক লোথার ম্যাথাউস। শহরে পা রাখার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত স্কুল সাউথ সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ফুটবল ক্লিনিকে অংশ নেবেন। তবে কলকাতার এই ক্লিনিকে ফুটবল শেখানোর ক্লাসে শুধুই কি শহরের নামীদামি স্কুলের ছেলেমেয়েরাই থাকবে? প্রাক্তন কিংবদন্তি এই ক্লিনিকের প্রসঙ্গ শুনে নিজেই উদ্যোক্তাদের জানিয়েছেন, তিনি এই শহরের প্রতিভাবান অথচ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া খুদে ফুটবলারদের ফুটবলের তালিম দিতে চান এই ক্লিনিকে এসে।

এতদিন শহরের বুকে যত ফুটবল ক্লিনিক হত, সেইসব ক্লিনিকে অগ্রাধিকার থাকত অভিজাত স্কুলের ছেলেমেয়েদের। শহরের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রতিভাবান খুদে ফুটবলাররা কিংবদন্তিদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পেত না। কিন্তু এবার যিনি ক্লিনিক করাতে আসছেন, সেই কিংবদন্তি তারকা নিজেই চাইছেন তাঁর ক্লাসে থাকুক প্রতিভাবান খুদে ফুটবলাররা। যারা আবার অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। যারা একটু সুযোগ পেলেই অনেক লাভবান হবে ফুটবল। আর তাই উদ্যোক্তাদের ম্যাথাউস নিজেই অনুরোধ করেছেন, যদি তাদের খোঁজে প্রতিভাবান এমন প্রতিভাবান ফুটবলার থাকে, তাহলে যেন এই ক্লিনিকে নিয়ে আসা হয়।

এই ফুটবল ক্লিনিক আয়োজনের অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রাচী স্পোর্টসের কর্তারা লোথার ম্যাথাউসের মতো একজন ফুটবল কিংবদন্তির কাছ থেকে এমন প্রস্তাব পেয়ে প্রতিভাবান খুদে ফুটবলারদরে খুঁজে বের করেন। রবিবার সকালে এমনই কয়েকজন ফুটবল প্রতিভাকে দক্ষিণ কলকাতার এই ফুটবল ক্লিনিকে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়াও সেই স্কুলের শিক্ষার্থীরা তো থাকবেই। এখানে এসে লোথার ম্যাথাউস তাদের আধুনিক ফুটবল শিক্ষার ক্লাস করাবেন। তারপর সেখানে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন।

ইডেনে স্পিনারদের রাজত্বের মধ্যেই স্কিল-উৎকর্ষতা দিয়ে রাজত্ব বুমরার

১৬ নভেম্বর ঃ ইডেনে স্পিনারদের রাজত্বের মধ্যেই একজন পেসার নিজের স্কিল-উৎকর্ষতা দিয়ে রাজত্ব করে গিয়েছেন। তিনি-ভারতের পেসার জশপ্রীত বুমরা। যিনি গতকাল, অর্থাৎ টেস্টের প্রথম দিন পাঁচ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসকে একা শেষ করে দিয়েছিলেন। আর বুমরাহর সেই আগুনে বোলিং ইডেনে টার্ন-উৎসবের মধ্যেও আলাদা আনন্দ দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার ডেল স্টেইনকে। টেস্ট উপলক্ষে ইডেনে ধারাভাষ্য দিতে এসেছেন স্টেইন।

এ দিন কমেন্ট্রি করার ফাঁকে তিনি বলছিলেন, বুমরাহকে নিয়ে নতুন করে কী বলব, জানি না। এত নিখুঁত পেসারও খুব কম দেখেছি। ব্রিলিয়ান্ট বোলার। টেস্টের প্রথম দিন ও রকম বোলিং, ভাবা যায় না। তবে বুমরাহকে দেখে ঈষ বোধহয় 'হিংসে হয় স্টেইনের। আসলে ইচ্ছে করলেও হাতে বল নিয়ে ছুটে যাওয়ার উপায় যে তাঁর আর নেই। অবসরে চলে গিয়েছেন বহু দিন হল। ভারতে বোলিং করা আমি সব সময় উপভোগ করেছি। এ দেশের পিচে বল করার মধ্যে আলাদা একটা চ্যালেঞ্জ আছে। কিন্তু এখন আর ভেবে তো লাভ নেই। এখন তো আর খেলি না আমি। খেললে হয়তো ইডেনেও রিভার্স সুইং করানোর চেষ্টা করতাম, বলতে থাকেন তিনি। স্বদেশীয় অফস্পিনার সাইমন হারমারকে নিয়েও অভিভূত যিনি। শনিবার ভারতের প্রথম ইনিংসে চার-চারটে উইকেট নেন সাইমন। স্টেইন বলছিলেন, ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে ও বোলিং করে ডিউক বলে। সেটা গিয়ে এখানে ভালো বোলিং করতে কোথাও গিয়ে কাজ করেছে বলে মনে হয়। সাইমন যথেষ্ট ভালো স্পিনার।

তবে স্টেইন'গান' একটা বিষয় দেখে বিশেষ উৎসাহিত নন। তা হল, ইডেন বাইশ গজের আচরণ। যাঁর মনে হচ্ছে, ইডেন বাইশ গজ মোটেও স্বাভাবিক আচরণ করছে না। বললেন, এখানে যা উইকেট দেখছি, রান করাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তার উপর পিচটা একটু মন্থর। টার্ন-বাউন্স দু'টোই আছে উইকেটে। তবে এটা সাধারণ ইডেন পিচের মতো নয়।

বেঙ্গালুরু এখন অতীত, নিজের প্রাক্তন ক্লাবেই ফিরলেন জারাগোজা

১৬ নভেম্বর ঃ গত আইএসএল যথেষ্ট দাপটের সাথে খেলেছিল বেঙ্গালুরু এফসি। যারফলে সুপার সিক্সে উঠে আসতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। তারপর জেরার্ড জারাগোজার তত্ত্বাবধানে দল চলে গিয়েছিল ফাইনালে। কিন্তু সেখানেই আটকে যেতে হযেছিল হোসে মোলিনার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে। সেই হতাশা কাটিয়ে এই সিজনে দলকে সাফল্য দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন এই স্প্যানিশ কোচ। সেইমতো সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট তথা সুপার কাপকে পাখির চোখ করেছিল বেঙ্গালুরু এফসি। কিন্তু ভালো খেলেও ছিটকে যেতে হয়, পাঞ্জাব এফসির কাছে পরাজিত হয়ে।

সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ ছিল সমর্থকরা। মনে করা হচ্ছিল যে এই পরাজয় ভুলে আসন্ন ফুটবল টুর্নামেন্টে হয়তো ঘুরে দাঁড়াবে দল। কিন্তু তাঁর মাঝেই সকলকে চমকে দেয় জারাগোজার দল ছাড়ার বিষয়টি। তবে খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য নয়। বরং ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি ও আগামী দিনের অনিশ্চিত রোড ম্যাপের দিকে নজর রেখেই গত কয়েকদিন আগে ক্লাব ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন জারাগোজা। তাতে সম্মান জানিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। এছাড়াও সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন বাকি সাপোর্টিং স্টাফেরা।

নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে সেই কথা জানিয়ে দিয়েছিল কর্নাটকের এই ফুটবল ক্লাব। সেইসময় থেকেই শোনা যাচ্ছিল যে গ্রীসের একটি ফুটবল ক্লাবের তরফে প্রস্তাব পেয়েছেন জারাগোজা । মনে করা হচ্ছিল যে

সেখানেই হয়তো ফিরবেন তিনি। সেটাই হলো এবার। গত শনিবার নিজের পুরনো ফুটবল ক্লাব প্যানসেরাইকোসে যোগ দিয়েছেন তিনি। আগামী ২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে তাঁর। পরবর্তীতে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেই ক্লাব ম্যানেজমেন্ট। উল্লেখ্য, গত ২০২১-২০২২ সালে এই ফুটবল দলে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছেন জারাগোজা। এবার সেই ক্লাবেই ফিরলেন তিনি। ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি ভুলে এবার এখানেই মনোনিবেশ করতে চান এই স্প্যানিশ কোচ।

ভারত যে পিচ চেয়েছে, তাই দিয়েছি', বিতর্কের মুখে বললেন সিএবি

১৬ নভেম্বর ঃ ক্লাবহাউসে একজন রসিকতা করে বলছিলেন, যা পরিস্থিতি, তাতে দুটো টিম যদি আরও দু'বার করে ব্যাটও করে, তাতেও টেস্ট পুরো পাঁচদিন যাবে না। মহামেডান মাঠের সামনে কয়েকজন চতুর্থ আর পঞ্চম দিনের টিকিট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের ইচ্ছে ছিল শেষ দুদিন খেলা দেখবেন। এখন তারা কী করবেন বুঝতে পারছেন না।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ঘিরে শহরবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ছয় বছর পর টেস্ট হচ্ছে ইডেনে। প্রথম দিন পঁয়ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি দর্শক। শনিবার সেটা বেড়ে হয় চল্লিশ হাজার। সিএবি কর্তরা আশা করছিলেন, রবিবার একেবারে ফুলহাউস হবে ইডেন। কোথায় কী। তৃতীয় দিনের খেলা হবে ঠিক, তবে সেটা কতক্ষণ বলা মুশকিল। কাঠগ।ায় সেই ইডেনের বাইশ গজ। ষাটোর্ধ্ব এক ভদ্রলোক রাগে গজগজ করতে করতে মাঠে ছাড়ছিলেন- এর জন্য আর কেউ টেস্ট ক্রিকেট দেখতে আসতে চায় না। এটা উইকেট? এটা খেলা। দুটো টিমের একজনও হাফসেঞ্চুরি করতে পারছে না। একদিন পনেরো উইকেট যাচ্ছে?

সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও বেশ হতাশ দেখাচ্ছিল। তিনি প্রথম থেকেই চাইছিলেন যাতে টেস্ট পাঁচদিন পর্যন্ত যায়। দর্শকরা যাতে ভালো ক্রিকেট দেখতে পারেন। শোনা গেল, ঘনিষ্ঠমহলে সিএবি প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ভারতীয় টিম যেরকম পিচ চাইবে, সেরকম দিতে হবে। তাতে টেস্ট যদি আড়াই দিনে শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাঁরা কী করবেন। সৌরভ বলছিলেন, গম্ভীর এখন ভারতীয় টিমের বস। ও যেরকম পিচ চাইবে, টিম যা চাইবে, সেটা তো দিতেই হবে। এখানে আমাদের তো কিছু করার নেই।'

এটা ঘটনা, গৌতম গম্ভীর শহরে আসার পর থেকে পিচ নিয়ে নানা দাবিদাওয়া শুরু করে দিয়েছিলেন। গম্ভীর প্রবলভাবে চাইছিলেন, প্রথম দিন থেকে যাতে বল টার্ন করে। শুরু থেকে যেন স্পিনাররা বাড়তি সুবিধা পান। একপ্রকার বাধ্য হয়ে ম্যাচের শুরুর এক-দু'দিন আগে থেকে পিচে জল দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়ে। যাতে পিচ একেবারে শুকনো হয়ে যায়। যা করতে গিয়ে উইকেটে ফাটল তৈরি হয়। নিট ফল- প্রথম ঘণ্টা থেকেই বেয়া।। বাউল। দুটো টিমই দুটো ইনিংসে দু'শো তুলতে পারেনি। দ্বিতীয় দিনের শেষে অবস্থা আরও খারাপ। যার জন্য ভারতীয় বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলকে পর্যন্ত প্রেস কনফারেন্সে বলে যেতে হল যে, তারা বুঝতে পারেননি পিচ এতটা খারাপ হয়ে যাবে। মর্কেলের কথায়, আমরাও বুঝতে পারিনি এত দ্রুত পিচের অবস্থা এত খারাপ হয়ে যাবে। সেটা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু মর্নি যাই বলে যান কেন, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট শুরু থেকে ' উইকেটেরই দাবি জানিয়ে গিয়েছে। টেস্টের পরিস্থিতি যা, তাতে ভারত হয়তো ইডেনে জিতবে। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট জিতল কি?

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com